সত্যভামা

পৌরাণিক নাটক

সত্যভামা

(পৌরাণিক নাটক)

শ্রীরামদুর্ল্লভ কাব্যবিশারদ প্রণীত

প্রকাশক—শ্রীঅধরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
১০৫ নং আপার চিৎপুর রোড
কলিকাতা।

সন ১৩৩৭—কার্ত্তিক

মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা

নাটকীয় চরিত্রবৃন্দ

পুরুষ

শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম, ব্রহ্মা, মহাদেব, নারদ, দুর্ব্বাসা, নন্দ, উপানন্দ,
বসুদেব, সাত্যকি, ভীষ্ম, ভীম, জরাসন্ধ, শিশুপাল, উদ্ধব,
ইকির মিকির ও মুট্‌রু (বয়স্য) শ্রীদাম প্রভৃতি
রাখালগণ, মহর্ষিগণ, কিন্নরগণ, বালকগণ,
শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গিনীগণ, ভারবাহকগণ
ইত্যাদি।

স্ত্রী

রুক্মিণী, সত্যভামা, দেবকী, যশোদা, শ্রীরাধা,
বৃন্দা প্রভৃতি সখীগণ।

প্রস্তাবনা

মহর্ষিগণ—

গীত

হে অখিল-কারণ অখিল-তারণ অখিল-শরণ পরমেশ্বর,
ভক্ত-জনাশ্রিত অভয়-পাদপদ্মে যেন মতি মম রহে নিরন্তর
ভুল যেন না হয়, ভবেরই প্রসঙ্গে স্মৃতি যেন জেগে থাকে
সংসার কাতর অলস মানস তোমায় সদা যেন ডেকে রাখে,
সারাটী সময় যেন থাকি জাগরণ,
তোমার প্রেমময় নাম ল'য়ে প্রেম-আকর ॥

[গীতান্তে প্রস্থান

শ্রীরামদুর্ল্লভ কাব্যবিশারদ

সত্যভামা

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

দ্বারকা।

শ্রীকৃষ্ণান্তঃপুর সত্যভামার কক্ষ।

শ্রীকৃষ্ণ। সত্যভামা!

সত্যভামা। কহ হৃদয়েশ?

শ্রীকৃষ্ণ। পারিজাত পুষ্প শোভা হে বরবর্ণিনী!
পারিজাত পুষ্প ল'ভি হ'য়েছ সন্তুষ্টা?

সত্যভামা। তুমি যার স্বামী বাসুদেব!
অপ্রাপ্য তাহার কিছু আছে কিগো
ত্রৈলোক্য ভিতরে?

শ্রীকৃষ্ণ। তবে বল, বল দেখি সত্রাজিৎ সুতা!
কারে ভালবাসি সমধিক—
তোমায় না রুক্মিণী দেবীরে?

সত্যভামা। তবু ভালবাস একজনে,
আমা হ'তে গরবিনী সে, সুন্দরী তব!

শ্রীকৃষ্ণ। নিশ্চয়?
অভিমানিনী! বল দেখি

চাঁদে কি বলিতে পারি
তামসী তোমার আভা ?

সত্যভামা। না, না,
প্রভাতার কনিত কাঞ্চন।

শ্রীকৃষ্ণ। দেবী !

রুক্মিণী। বল দয়াময় ?

শ্রীকৃষ্ণ জান কি ভামিনী।
অভিমান, ক্রোধ, দুই অনর্থ ঘটায় ?

রুক্মিণী। না, না প্রভো !
সব ত্যজিয়াছি
অভিমান, ক্রোধ, হিংসা
না কিছু মালিন্য ভাব
ছিল হৃদয়ের ;
তোমার পাদপদ্মের রেণুটী পরশি
সব ত্যজিয়াছি।
সব না ত্যজিলে গুণমণি !
তব পাদপদ্ম লাভ
ঘটেনাকো অদৃষ্টে কাহারও।
এই আশীর্ব্বাদ কর দয়াময়,
যেন রেণু হ'তেও রেণু হ'য়ে যাই,
যেন অণু হ'তেও অণু হ'য়ে থাকি ;
এবং নিভে যেন আরও নিভে যাই,
তবু যেন, অভিমান বহ্নিকণা,
নাহি জাগে হৃদয়ে
আমার।

শ্রীকৃষ্ণ। (স্বগতঃ) নিশ্চয় ?

তা না হ'লে কৃষ্ণ কৃপা

কেউ না লভিতে পারে ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে !

অভিমান আছে যার

হয় যদি বিরিঞ্চি শঙ্কর

তবু তারে চূর্ণ করি রেণুর সমান।

রুক্মিণী। বুঝিবার শক্তি কোথা

এ ক্ষুদ্র হৃদয়ের,

শক্তি দাও পরমেশ !

তোমার রহস্য গাথা

যেন কিছু বুঝিবারে পারি, দয়াময় !

(পদ ধারণ

শ্রীকৃষ্ণ। উঠ প্রিয়ে ! (পদতল হইতে উঠাইলেন)

সত্যভামা। (স্বগতঃ)

কেমনে একটি মাত্র পারিজাত

ল'ভে ছিলে তুমি গো রুক্মিণী !

তার বিনিময়ে দেখ

পারিজাত বৃক্ষ আনি রোপিলাম দ্বারকার দ্বারে,

চূর্ণ হ'য়ে গেল তব অহঙ্কার।

শ্রীকৃষ্ণ। (স্বগতঃ) সেই অভিমানে

অতি বড় অভিমান জেগেছে তোমারই।

রঙ্গক্ষেত্রে হবে আজি পূর্ণ অভিনয়—তার,

দেখাব তোমায়, দেখিবে জগৎ

কারো কিছু অভিমান থাকেনাকো কানুর খেলায়।

যাক্ এক্ষণে—

(প্রকাশ্যে)
বিনোদিনী সত্যভামা !
বল কিবা অভিলাষ জাগিছে পরাণে ?
তোমার বিনোদ খেলা করিতে সমাপ্ত
কানু বাধা বেণু ত্যজি তোমার সমীপে।

সত্যভামা। তবু ভাল, তবু ভাল,
আরো ভাল নারী গোয়ালিনী।
এস এস, আর কেন
এস হে বিনোদ বঁধু,
পাশা খেলা খেলিব দু'জনে।

শ্রীকৃষ্ণ। বেশ, বেশ, যাতে প্রীতি তোমার ভামিনী।

সত্যভামা। দাও ত সখিগণ !
গুটী ঘর সাজাইয়া

(সঙ্গিনীগণের তথা করণ)

কিন্তু পণ রাখি খেলিতে হইবে ?

শ্রীকৃষ্ণ। বল যাহা বাঞ্ছা লাগে প্রাণে ?

সত্যভামা। সখীকুল করহ নির্ণয়।

১ম সখী। যে জন হারিবে,
সেজন তাম্বুল লয়ে, দিবে স্নেহে, বিজয়ির অধরে তুলিয়া।

শ্রীকৃষ্ণ। বেশ, বেশ, রুক্মিণী ! তুমি ?

রুক্মিণী। আমি দাসী রহিলাম দাঁড়াইয়া
সুচারু চামর হস্তে, শ্রীঅঙ্গে ব্যজন তব
করিতে সমাধা।

শ্রীকৃষ্ণ। আচ্ছা, বস সত্যভামা !

(উভয়ের খেলারম্ভ)

সত্যভামা। দেখ, দেখ সখীকুল,
মম গুটী ঘরেতে ঢুকিল,
মাধব হারিল, অহো মাধব হারিল!

(করতালি প্রদান

সঙ্গিনীগণ। বেশ, বেশ, বেশ!
স্ত্রীলোকের সনে বঁধু হারিয়া গেলে,
কীরিট ত্যজিয়া এবার খোঁপা বাঁধ চুলে।

সত্যভামা। কৈ কান্ত! নিজ পণ করহ পূরণ?
এখন আমি গরবিণী, আদরিণী সেজে দুটো কথা বলতে
পারি কি না?

সঙ্গিনীগণ। নিশ্চয়! নিশ্চয়!
চিকণ বঁধুর টাটকা খিলি
খেলে প্রেমে যাবে গলি।

শ্রীকৃষ্ণ। হে সঙ্গিনীগণ! তার জন্য হাস্য পরিহাস কেন? এই যে আমি সত্যভামার অধরে সুবাসিত তাম্বুল প্রদান করছি। লহ প্রিয়তমে! সু-তাম্বুল আপন অধরে -

ইত্যবসরে উদ্ধবের প্রবেশ।

উদ্ধব। অহো! ভাগ্যবতী সত্রাজিৎ সুতা সত্যভামা! কি পুণ্যই না ক'রেছিলে মা! যে তাই অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি শ্রীভগবান্ স্বয়ং তোমার অধরে তাম্বুল সমর্পণ করছেন! যাঁর এক বিন্দু কৃপা লাভের জন্য ব্রহ্মাদি দেবগণ সততই বাঞ্ছা করেন, সেই বিভু তোমার পরিহাসের দাস হ'য়ে তোমার অধরে তাম্বুল যোগাচ্ছেন!

সত্যভামা। ও তাম্বুল প্রদানের
প্রতিদান লহ প্রিয়তম!

শ্রীকৃষ্ণ। দাও প্রিয়তমে!
তোমার স্নেহের দান
কত ভক্তি কত প্রীতি
আনে মোর পরাণ ভিতরে।

উদ্ধব। হে অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি প্রেমময় তুমি প্রভো!

সঙ্গিনীগণ। উদ্ধব এসেছেন, উদ্ধব এসেছেন, উদ্ধব! দেখে যান, দেখে যান, শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়ার সঙ্গে খেলার ছলে সত্যভামার অধরে তাম্বুল দিচ্ছেন, দেখে যান, দেখে যান। (উদ্ধবকে ধরিয়া আনিল)

উদ্ধব। সত্যভামার সত্য-প্রেম জীবের চিন্তনীয় বটে, ব্রহ্মাদি দেবগণও বাঞ্ছা ক'রে যা পান নাই, সত্যভামার ভাগ্যে তা ঘটেছে, ভাব দেখি ভাবুক! কত পুণ্যের, কত তপস্যার এই পরিণাম?

শ্রীকৃষ্ণ। এস, এস সখা!
বস এই আমার আসনে।

উদ্ধব। সখা আমি?
অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি তুমি, মধুসূদন!
তোমার কি সখা যোগ্য আমি নারায়ণ?
কীট যোগ্য নহি প্রভো!
অতি নরাধম, তোমার সখা যোগ্য
আমি নারায়ণ?
নিজগুণে দয়া করি ভক্তের বাড়াতে মান
তাই সখা সম্বোধন করিছ আমারে;
নইলে কোথা তুমি, কোথা আমি,
বিভু তুমি বিশ্ব-নিরঞ্জন!
আর আমি ক্ষুদ্র জীব।

(পদে পতিত হইতেছে দেখিয়া কৃষ্ণ বক্ষে লইয়া)

শ্রীকৃষ্ণ।　উদ্ধব!
শুধু তুমি নহ সখা,
প্রিয়-সখা, প্রাণের-বান্ধব!
কহ সখা! কহ কি বারতা?

উদ্ধব।　তুমি যাহা বল তাহা
নূতন আবার কোন
বেদের বচন?
তবে বলি সখা,
প্রাণের পরম-সখা!
দয়ানিধি, ভুলনা অন্তিমে,
যে দিন যাইবে প্রাণ
এই কায়া সম্বন্ধ ছাড়িয়া
সে দিন লইবে সখা, সখা বলি চরণে তুলিয়া।

(চরণ ধরিয়া প্রণাম)

শ্রীকৃষ্ণ।　উদ্ধব!
শমন-শাসন নাম থাকিতে আমার
ভয় কিহে আমার ভক্তের,
জান তুমি, আমার আশ্রিত যারা
পড়ে নাকো বিপদ মাঝারে তারা,
তবে ভাব কেন মনে,
বস, বস এই সিংহাসনে,
কহ, কহ কি বারতা আনিয়াছ
সখার সমীপে?

উদ্ধব।　সখা! সখা!
দ্বার দেশে সমাগত দেবর্ষি নারদ।

শ্রীকৃষ্ণ। যাও—যাও—
ত্বরা আন—ত্বরা আন ক'রনা বিলম্ব।

উদ্ধব। যে আজ্ঞা তোমার সখা!

[উদ্ধবের প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ। হে রুক্মিণী! সত্যভামা!
অন্তঃপুরবাসিনী সকল,
ধীরভাব করহ ধারণ—
আসিছেন অন্তঃপুর মাঝে
ত্রিভুবন পূজ্য মহর্ষি নারদ।
দাঁড়াও সকলে ভকতি করিয়া,
অর্ঘ্য-পাত্র ধর দেবী! পবিত্র মানসে।

(সকলের তথাকরণ

উদ্ধবের সহ নারদের প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণাদি সকলে। আসুন! আসুন! আসুন! সকলের প্রণাম গ্রহণ করুন। (সকলের প্রণাম

নারদ। আহা! করেন কি, করেন কি প্রভো?

শ্রীকৃষ্ণ। আজ আমার কি সৌভাগ্য যে মহর্ষির চরণ দর্শন করলেম।

নারদ। বলি এ সৌভাগ্য আমার—না তোমার হরি? ভক্তের সৌভাগ্য ভগবানের চরণ দর্শন ক'রে—না ভগবানের সৌভাগ্য ভক্তকে দর্শন ক'রে?

শ্রীকৃষ্ণ। ভ্রমরের সৌভাগ্য যেমন মধু পান করে,—পুষ্পেরও সৌভাগ্য তেমনি ভ্রমরকে মধু দান করে, সমুদ্রের উল্লাস যেমন পূর্ণচন্দ্র দর্শন করে, চন্দ্রেরও উল্লাস তেমনি সমুদ্র দর্শন করে, তার জন্য দেবর্ষিকে ভাবতে হবে কেন?

নারদ। ভাবনা নয় প্রভো? বিশ্বের বিভু যদি তার বিশ্বরাজ্যের কিঙ্করকে প্রণাম করে, তাহ'লে তাতে ভাবনা আসে না?

শ্রীকৃষ্ণ। সে কি দেবর্ষে! আমি যে ব্রাহ্মণের দাস, শুধু দাস নয়, দাসানুদাস, আমি ত ব্রাহ্মণের দাস নিশ্চয়ই, এমন কি জগতে কেউ যদি ব্রাহ্মণ পরায়ণ হয়, তাহ'লে তারও দাস আমি।

নারদ। কিসে?

শ্রীকৃষ্ণ। কিসে দেখ্‌বেন, প্রত্যক্ষ প্রমাণই বিশেষ প্রত্যয়ের কারণ জান্‌বেন, এই দেখুন। রুক্মিণী! অর্ঘজল আন দেখি, আমার পরম ভক্ত দেবর্ষির পা দু'টী ধুইয়ে দি।

[রুক্মিণীর অর্ঘজল ও জল আনয়ন, কৃষ্ণের পদ ধৌত করণ
এবং রুক্মিণীর কেশ দ্বারা মুছাইয়া দেওয়া]

নারদ। না, না, আর নিবারণ করতে পারলেম না, ব্রাহ্মণত্ব কেবল ব্রহ্মণ্যদেবের কাছেই বিক্রিত। ব্রাহ্মণের অনন্ত সম্মান কেবল একমাত্র ব্রহ্মণ্যদেবেরই কাছে, আর কারো কাছে নয়।

শ্রীকৃষ্ণ। এই নাও, সকলে বিপ্র পাদোদক পান কর, দেখ্‌লেন, এইরূপে আমি ব্রাহ্মণের দাস। এক্ষণে দ্বারকাতে আগমনের কারণ কি প্রকাশ করুন?

নারদ। যে জন্য দ্বারকাতে এসেছি, তাকি সর্ব্বান্তর্যামী ভগবানের অবিদিত? সে খেলাত নিজেরই, প্রকাশ আমি করব? না স্বয়ং প্রকাশ করবেন? তবে তার ভূমিকা-বীজ নারদ কর্তৃকই রোপিত হবে।

শ্রীকৃষ্ণ। বেশ বলুন?

নারদ। বল্‌ব? বলি এই এতগুলি রমণীর মধ্যে আপনার সর্ব্ব প্রধানা কে? এবং কে আপনাকে প্রকৃতভাবে ভালবাস্‌তে শিখেছে? আমার প্রশ্নের অবকাশ এই পর্য্যন্ত।

(নারদ ও উদ্ধবের হাস্য)

সঙ্গিনীগণ। এরই জন্য স্বর্গ হ'তে নেবে আসা নয়? ওলো, ওলো, ওলো শুনলো।

সত্যভামা। নারদ! ও কথার উত্তর আমারই মুখে শুনুন। সত্রাজিৎ সুতা সত্যভামাই সর্ব্বপ্রধানা।

১ম সখি। না না, আমিই সর্ব্বপ্রধানা।

২য় সখি। না, না দেবর্ষে, আমিই সর্ব্বপ্রধানা. কৃষ্ণ মহিষীর মধ্যে আমিই সর্ব্বপ্রধানা।

৩য় সখি। না না, ওরা সবাই মিথ্যা বলছে, আমিই সর্ব্বপ্রধানা।

৪র্থ সখি। না না, আমিই সর্ব্বপ্রধানা।

নারদ। (রুক্মিণীর প্রতি) আর দেবী তুমি?

রুক্মিণী। কৃষ্ণরঙ্গিণী মাত্রেই স্বয়ং স্ব স্ব প্রধানা।

শ্রীকৃষ্ণ। হ'লেও এদের মধ্যে কেউ সর্ব্বপ্রধানা নয় এবং প্রকৃতভাবে আমাকে কেউ ভালবাস্তে শিখেনি?

সত্যভামা। তাই বটে গো—তাই বটে।

উদ্ধব। কে আপনাকে প্রকৃতভাবে ভালবাস্তে শিখেছে?

শ্রীকৃষ্ণ। যে আমার আমিত্বটুকু ভুলে আমার হ'তে পেরেছে, সেই আমাকে ভালবাস্তে শিখেছে।

নারদ। এই ত্রিভুবনের মধ্যে কেউ পেরেছে?

শ্রীকৃষ্ণ। পেরেছে, একজন পেরেছে।

নারদ। কে সে, প্রভো! কে সে?

সত্যভামা। ওঃ ওঃ, সেই সেই, সেই গো, সেই বৃন্দাবনের গোয়ালিনী, বুঝ্লেন্, সেই গোয়ালিনী, অমন ভালবাসা আর কারও নেই।

(উদ্ধবের ও নারদের হাস্য)

শ্রীকৃষ্ণ। আচ্ছা, আচ্ছা, তোমায় একদিন তা দেখাব।

সত্যভামা। দেখেছি, দেখেছি, এখন থেকে জপ্‌তে থাক', জয় গোয়ালিনী, জয় গোয়ালিনী !

সখিগণের নৃত্য— গীত

বৃন্দাবনের প্রেম বঁধুহে ভুল্‌তে পারনা।
এখনও জাগ্‌ছে মনে, গোয়ালা সনে, পিরীতির চেষ্টা
ছি ছি ছি আর বল্‌তে হবে না॥
সদাই মনে মনে জপ্‌তে থাক' জয় রাধে শ্রীরাধে,
পায়ে ধরা মনে রেখো প্রেমের স্বরত সাধে,
রঙ্গিন্ বদন, তাহার কেমন, চিন্ত হে শ্যাম অনুক্ষণ,
ভাবের মাঝে ডুব্‌তে থাক' লোকের কাছে
প্রকাশ ক'রো না॥

বস্ত্র হরণ, কেমন ক'রে ক'রেছিলে বঁধু,
সেই কথাটাই মনে মনে ভাব্‌তে থাক শুধু,
আবার তমাল তলে নিয়ে বাঁশী, চিন্তা কর সে রূপসী,
বাজাও দেখি তেম্‌নি ক'রে
তোমার আস্‌বে রাধা থাক্‌তে পার্‌বে না॥

শ্রীকৃষ্ণ। সে প্রেম ভুল্‌বার নয়, বৃন্দাবনবাসিগণের নিছক প্রেম জগতে অতুলনীয়।

সত্যভামা। তা বৈ কি ! ছাঁদন দড়ির কথাটাও মনে নেই, আর পায়ে ধ'রে সাধার কথাও মনে নেই, সাধে বলি, তবু ভাল, আরও ভাল নারী গোয়ালিনী।

শ্রীকৃষ্ণ। বৃন্দাবনের প্রেম যে কৃষ্ণ লীলার স্বপ্ন-আদর্শ তা শুধু তোমায় নয়, জগৎ জুড়ে দেখাব। (উঠিয়া দাঁড়ান)

(শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থানোদ্যত)

সত্যভামা। বস, বস সখা ! তা নয়, তাই হবে বা হ'ল, তা বলে কি এত অভিমান, একেবারে চলে যাবার উপক্রম যে ?

শ্রীকৃষ্ণ। মহর্ষি দুর্ব্বাসা আমায় পরীক্ষার জন্য সশিষ্যে দ্বারকার উপান্তে আগত। আমি তাঁরই অভ্যর্থনায় বহির্গত হ'লেম, তোমরা তাঁর জন্য বিচিত্র স্থান ও নূতন অর্ঘ্য কল্পনা কর, দেবর্ষে! দুর্ব্বাসার অভ্যর্থনার জন্য আমি অগ্রসর হ'লেন।

[প্রস্থান।

সত্যভামা। অনেকক্ষণ থেকে জিজ্ঞাসা করব করব করছি, কিন্তু সময় পাচ্ছিলেম না, আচ্ছা মুনিবর! ওটা কি আপনার হাতে?

নারদ। একখানি চিত্র কনক।

সত্যভামা। কৈ দেখি কার চিত্র।

নারদ। না, নিষেধ আছে, কোন মহাভাগা দেবী এই চিত্র কনক আমাকে প্রদান ক'রে ব'লেছেন যে, কৃষ্ণচন্দ্র যেদিন কৃষ্ণমহিষীগণের সঙ্গে মহা বিলাসে মত্ত হবেন, সেইদিন এই আচ্ছাদন বস্ত্র উন্মোচন ক'রে কৃষ্ণচন্দ্রকে যেন দর্শন করান হয়, তৎপূর্ব্বে নয়, এই নিয়মে কেউ প্রতিশ্রুত হও যদি, তাহ'লে তাকে এই চিত্র কনক দিতে পারি?

১ম সখি। তবে আমায় দিন দেবর্ষে!

২য় সখি। না না, আমায় দিন।

৩য় সখী। না আমায় দিন, দেখাবার ভার আমার থাক্‌ল, আমায় দিন।

৪র্থ সখী। না, না দেবর্ষে! আমায় দিন, আমি প্রিয়তমকে স্বয়ং দেখাব।

৫ম সখী। আপনার পায়ে ধরি দেবর্ষে! আমায় দিন, আমি জগৎকান্তকে দেখাব।

১ম সখী। না দিলে ছাড়্‌বনা, আমায় দিন, দিতে হবে।

(সকলের চীৎকার এবং কাড়াকাড়ী করিতে যাওয়া)

সত্যভামা। না, না দেবর্ষে! আমায় দিন, আমিই স্বয়ং রসিক নাগরকে দর্শন করাব, আমায় দিন।

নারদ। উদ্ধব! কাকে প্রদান করি?

উদ্ধব। দেবীর আদেশ যিনি যত্নে পালন করতে পারবেন তাঁকেই দিন।

নারদ। দেবী রুক্মিণী! আপনিই বলুন, এই চিত্র কনক কাকে প্রদান করি?

রুক্মিণী। দেবী সত্যভামাকেই দিন।

নারদ। তবে তুমিই ধর মা সত্যভামা! বিলাস উৎসবের দিনে তুমি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে দেখাবে না! (অর্পণ)

সত্যভামা। আচ্ছা! (ধারণ)

নারদ। তাহ'লে আমি এখন চল্লেম, খুব সাবধান সত্যভামা, যদি কোন বিপদ উপস্থিত হয় আমাকে স্মরণ করবে।

[নারদের প্রস্থান।

সত্যভামা। চল ত সব সঙ্গিনীগণ!

নেপথ্যে। সাবধান পুরবাসীগণ! মহর্ষি দুর্ব্বাসার আগমন, সাবধান!

সকলে। চল, চল, চল সবে ঋষিকে দর্শন করি।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

দ্বারকা রাজভবন।

দুর্ব্বাসার প্রবেশ।

দুর্ব্বাসা। কৈ হে দ্বারকাবাসীগণ! দুর্ব্বাসার পরিচর্য্যায় এখনও কেউ যে অগ্রসর হ'চ্ছ না, মনে ক'রেছ কি—কৃষ্ণ-রক্ষিত সম্পদ ব্রাহ্মণের নিঃশ্বাসে দগ্ধ হবে না, নয়?

দেবকীর প্রবেশ

দেবকী। কেন, কেন প্রভো!
কি অপরাধ ঘটিল গো দ্বারকাবাসীর?
কহ প্রভো! দাসী আসিয়াছে
মহর্ষির পদসেবা করিবার তরে—
কাতর হৃদয়ে।

দুর্ব্বাসা। কাতর হৃদয়ে?
নহে ভক্তিভাবে?
কৃষ্ণের জননী বলি
এ হেন মত্ততা জাগিয়াছে—
তোমার হৃদয়ে?
এঁ্যা—কাতর হৃদয়ে?

দেবকী। প্রভু! কহি জোড়হস্তে
কাতরতা শব্দ মাঝে
দেবকীর ভক্তিভাব আছে ভরা
নহে কপটতা,

শাস্ত্রবেত্তা ঋষি তুমি,
সব জান তুমি,
তবে কেন ধর দোষ নারীর কথায়
করহ আদেশ প্রভো !
কিরূপে সন্তোষ তব করিব সাধন ?

দুর্ব্বাসা । অবজ্ঞা আনিয়া
উপেক্ষা করিয়া
এবে চাহ সন্তোষিতে
দুর্ব্বাসা ঋষিরে ?

দেবকী । তনয়ার যাবতীয় দোষ
করহ মার্জ্জনা । (পদে পতন)

দুর্ব্বাসা । (রাগে সরিয়া যাওয়া)
এই—ও—জাননা কে আমি,
ক্ষুধা-ক্ষুব্ধ ব্যাঘ্র কভু দেখ নাই ক্রুদ্ধভাব ভরা ?
মত্তকরী দেখ নাই, বিজাতী দলনে ?
ক্রুদ্ধ সর্প হের নাই
পাষাণ নিক্ষেপে ?
সেই আমি—দুর্ব্বাসা ।
শিরায় শিরায় যার ক্রোধভাব ছুটিয়া বেড়ায়,
মহা রৌদ্ররস মধ্যে মহা ক্রোধ দিয়া যারে
বিধাতা ভারত মাঝে ক'রেছে সৃজন,
সেই সে দুর্ব্বাসা আমি,
ক্রোধ বহ্নি জ্বলিয়া উঠিলে তার
মুহূর্ত্তে দ্বারকা নগরী
ভস্মসাৎ পারে করিবারে ।

বসুদেবের প্রবেশ।

বসুদেব। কি হল, কি হল,
প্রলয়ের বহ্নি কেন
আগ্নেয় পর্ব্বত প্রায়
বাহিরিছে দুর্ব্বাসার নেত্রে?
এঁ্যা এঁ্যা—দেবকী পতিতা
পদপ্রান্তে! কি অপরাধ
হইল ঋষির পায়,
বল, বল ঋষি!
কি কারণ ক্রোধ-দৃপ্ত আঁখি?

দুর্ব্বাসা। দুর্ব্বাসার পরিচর্য্যার ক্রুটী
তাই, তাই বুঝিয়াছ বসুদেব!
দুর্ব্বাসার পরিচর্য্যার ক্রুটী তাই।
সম্পদের গর্ব্বে গেছ সব ভুলি
মনে নাই ব্রাহ্মণ বলিয়া?

বসুদেব। ঋষি পরিচর্য্যায় হয় যদি
ক্রুটী মুনিবর!
তবে ক্ষমা না করিয়া
ভস্ম কর দ্বারকা নগরী।
যে সম্পদে হয় নাই ব্রাহ্মণের সেবা,
যে পুরে নাহিক লক্ষ্য ব্রাহ্মণ সম্মান্
পুরী তার ধ্বংস হওয়া ভাল,
অনুগ্রহ সম সাধুর নিগ্রহ নিকর
অশেষ মঙ্গল করে বলে বিজ্ঞজন।

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ। না, না ঋষিবর!
ক্ষমা কর কৃষ্ণ মুখ চাহি,
ক্ষমার আধার বিপ্র—
ক্ষমা তব অঙ্গের ভূষণ।

শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাতেই উদ্ধবের প্রবেশ।

দুর্ব্বাসা। (সস্নেহে সভক্তিভাবে অবলোকন)
আগত স্বয়ং সেই তুমি?

শ্রীকৃষ্ণ। ঐ দেখ ঋষিবর! তব পরিচর্য্যা হেতু
আগত যতেক নারী,
অন্তঃপুর হ'তে
পূজার সামগ্রী সব লইয়া যতনে।

রুক্মিণী ও সত্যভামার প্রবেশ।

রুক্মিণী। মুনিবর! মুনিবর!
এই মোরা আসিয়াছি পূজিতে চরণ তব!

শ্রীকৃষ্ণ। সচন্দন পুষ্পাঞ্জলী দাও—
সবে মুনির চরণে।
মা! মা!
অশেষ কল্যাণরূপা
তনয়ের, নব করুণার সৃষ্টি,
কেন মা ভাবিছ এত?
মুনিবর, ক্রোধ ত্যজিয়াছে—
দাও সবে পুষ্পাঞ্জলি মুনির চরণে।

বসুদেব। মুনিবর ব্রাহ্মণকে নারায়ণ সদৃশ জ্ঞান ক'রে আমরা আপনার পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি সমর্পণ করছি, অপরাধ ক্ষমা করুন।

(প্রণাম

দেবকী। কৃষ্ণ! দে বাবা! তুইও বধূগণের সহিত মহর্ষির চরণ-পদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দে।

শ্রীকৃষ্ণ। এই যে মা! এস মহিষীগণ! তোমরাও কৃষ্ণের সঙ্গে মহর্ষির পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দাও।

(শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণী ও সত্যভামার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান ও প্রণাম)

শ্রীকৃষ্ণ। মুনিবর! ক্রোধ ত্যাগ করুন, আমাদের অপরাধ মার্জ্জনা করুন।

দুর্ব্বাসা। আচ্ছা মার্জ্জনা করলেম। (স্বগতঃ) তোমারই কথা, তোমারই উদ্দেশে বললেম, ক্রোধও তুমি, বোধও তুমি, আবার তার মধ্যে সান্ত্বনাও তুমি, তোমারই খেলা তোমাতে, যা আমাতে বা সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত রয়েছে।

উদ্ধব। আর কি ক্রোধ থাকে, কৃষ্ণাঙ্গ স্পর্শমাত্রই যাবতীয় ক্রোধ দূরে গিয়ে বোধের উন্মেষ ক'রেছে, গ্রীষ্মের জ্বালাময় উত্তাপ কতক্ষণ অসহ্য, না যতক্ষণ নব জলধরের সংস্পৃষ্ট শীতল বায়ু প্রবাহিত না হয়, সে মেঘও উদয় হ'য়েছে—আর কি উত্তাপ থাকে। দুর্ব্বাসার দারুণ ক্রোধানল, তুহিল-পিণ্ডের মত শীতল হ'য়ে গেল।

দেবকী। মুনিবর! আপনাদের আশীর্ব্বাদেই আমি কৃষ্ণরত্নকে লাভ ক'রেছি, আজ আপনাদের কাছে অপরাধী হ'য়ে যেন কৃষ্ণধনে হারা না হই। আপনাদের আশীর্ব্বাদে যেন অক্ষয় হ'য়ে বেঁচে থাকে।

(পায়ের ধূলা লইয়া কৃষ্ণের মাথায় দেওয়া)

দুর্ব্বাসা। (স্বগতঃ) না পরাস্ত হ'য়ে গেল, বাৎসল্য ভাবের কাছে

আমার ব্রহ্মানন্দ ভাব কোথায় উড়ে গেল, দেবকীর দেবকণ্ঠ বিনিস্সৃত বাণীতে আমার বিশুষ্ক-প্রাণ আবার দ্রব হ'য়ে গেল।

দেবকী। আশীর্ব্বাদ করুন! যেন আমার শ্রীকৃষ্ণধন আপনাদের মত বহুযুগ পরিমিত সুদীর্ঘজীবন লাভ করে।

দুর্ব্বাসা। কত ভ্রান্তি বা অজ্ঞানতায় দেবক্যাদি দ্বারকাবাসীগণের চিত্ত আচ্ছন্ন রয়েছে, ব্রহ্মবস্তুকে পুত্ররূপে লাভ ক'রেও মনের ধাঁধা কাটাতে পারে নাই, মনের ধাঁধা না কাটলে ত মদনমোহন শ্রীভগবানকে পায় না, পাওয়া যায়? কেউ সাহস ক'রে বলতে পার? তাহ'লে এদের কি লাভ হ'য়েছে, হ'য়েছে—লাভ সেই পরম বস্তুই, কিন্তু ভ্রান্ত ভাবের দ্বারাতেই হ'য়েছে, আচ্ছা, আরও কঠোরতা বিন্যাস করি।

দেবকী! শুধু তোমায় বা সম্বোধি কেন,
বলিতেছি শুন তুমিও বসুদেব,
শ্রীকৃষ্ণ জনক!
যদি ভালরূপে
সন্তোষিতে পার এই ঋষিরে
তবে পারি আশীর্ব্বাদ করিবারে
তোমার তনয়ে? নহে—

বসুদেব। নহে ঋষি?

দুর্ব্বাসা। নহে দুর্ব্বাসার অতি দৃপ্ত ব্রহ্মতেজ
জ্বলিয়া উঠিয়া
ভস্মসাৎ করিবে এ দ্বারকা নগর

বসুদেব। তাই ত! বুঝিবা আবার কোন কঠোর পরীক্ষায় পতিত হলেম, ক্রুদ্ধ জনার সন্তোষ বিধান করতে শুধু আমি কেন জগৎ অপারগ, কি জানি দুর্ব্বাসা মুনি কিসে সন্তুষ্ট হবেন।

দুর্ব্বাসা। কৈ কারো কোন সাড়া শব্দটী নাই যে, বল বসুদেব!

বল দেবকী ! চুপ ক'রে থাক্‌লে যে, দুর্ব্বাসাকে সন্তুষ্ট কর্‌তে তোমরা পার্‌বে কি না বল ?

বসুদেব। বলুন কি চান ?
কি উপায়ে, কি প্রকারে,
কেমন করিয়া মুনি
হবেন সন্তুষ্ট,
যতক্ষণ নাহি শুনি সেই বাণী
ততক্ষণ ভয়ে ভাবি মুমূর্ষুর প্রায়।

দুর্ব্বাসা। এঃ—অত কাতরতা না চাই শুনিতে,
ধিক্‌রে সাহসহীন অকর্ম্মণ্য বৃদ্ধ বসুদেব !
(চলিয়া যাওয়া)

দেবকী। না ! না ! অমঙ্গল করি মুনি,
যাইওনা দ্বারকা হইতে।
(পায়ে ধরা)

দুর্ব্বাসা। আরে যাও যাও—
বৃথাই সম্পদ্ ভোগ কর দ্বারকার।
(দেবকীকে ফেলিয়া চলিয়া যাওয়া)

শ্রীকৃষ্ণ। যেওনা, যেওনা ঋষি !
পায়ে ধরি অকল্যাণ হইবে পুরীর।

দুর্ব্বাসা। (ফিরিয়া) তাতে তোমার কি ?
পুরী তব যাক্ রসাতলে।

শ্রীকৃষ্ণ। আমার সৃজিত পুরী
যায় যদি রসাতলে
তাহ'লে যে কৃষ্ণনামে কলঙ্ক রটিবে।

দুর্ব্বাসা। কৃষ্ণ তার কি চায় করিতে ?

শ্রীকৃষ্ণ। কৃষ্ণ চায় ঋষিবরে সন্তোষিয়া
দ্বারকা নগরী ত্রাণ করিবারে
ব্রহ্মশাপ হ'তে।
বল ঋষি! কিরূপে সন্তোষ তব করিব বিধান?

দুর্ব্বাসা। বিধান করতে পারবে কৃষ্ণ?

উদ্ধব। জগৎ বিধাতা যিনি, তাঁর কাছে অবিধেয় কিছু থাকে কি? দুর্ব্বাসা মুনি! তবে কি তুমি চিনতে পারছ না?

দুর্ব্বাসা। চেনার পথে জীবের বোধ হয় চক্ষুর দ্বারেই একটা অতি বড় মায়া প্রতিবন্ধক আছে ব'লে কেউ তাঁকে চিনতে পারে না। ভ্রমের সংসার ভ্রমেই তাকে ফেলে রাখে রে। উদ্ধব! সত্যই তাকে চেনা যায় না, স্বরূপ যখন অচেনাই থেকে গেল, তখন কৈ তাঁকে চেনা হ'ল?

উদ্ধব। ওঃ, আমি মনে ক'রেছিলাম দুর্ব্বাসা একটি শুষ্ক জ্ঞানের একটি ক্ষুদ্র নদী। তা নয়, প্রেম-প্রবাহ-সংযুক্তা নূতন মন্দাকিনী। ঠিক বটেরে, ব্রাহ্মণ ব্যতীত ব্রহ্মানন্দ প্রেমের অধিকারীই হয় না, শর্করা ভিন্ন ভিন্ন ইক্ষুক্ষেত্রে হ'লেও এক মধুরতা তার যেমন সমস্ত প্রদেশ ব্যাপী, তেমনি ভিন্ন ভিন্ন ভাবুক হ'লেও লক্ষ স্থান সকলেরই এক।

শ্রীকৃষ্ণ। পুনঃ কহি বল ঋষে!
কিরূপে সন্তোষ তব করিব বিধান?

দুর্ব্বাসা। তবে বলি কৃষ্ণ! তুমি এবং তোমার এই সব মহিষীর মধ্যে একজন যে কোন নারী, উভয়ে মিলিত হ'য়ে যদি আমাকে শকটে চড়িয়ে শকটের বৃষদ্বয়ের মত নিযুক্ত হ'য়ে সমস্ত নগরী পরিভ্রমণ করতে পার, তাহ'লে দুর্ব্বাসা সন্তুষ্ট হ'য়ে তোমাকে একটা বড় রকমের আশীর্ব্বাদ ক'রে যাবে। যা অদ্যাবধি তুমি পাও নাই।

দেবকী। সে কি, সে কি মুনি! কৃষ্ণ আমার অতি কোমলাঙ্গ, অমন শ্রমজনক কর্ম্ম করতে পারবে কি? বাবা! অন্য কিছু প্রার্থনা করুন!

দুর্ব্বাসা। দেবকী! চুপ কর, ব্রাহ্মণের সাধে অনর্থ ঘটাইও না, মঙ্গল চাও যদি ব্রাহ্মণের সাধে অনর্থ ঘটাইও না, ভস্ম করব।

শ্রীকৃষ্ণ। মা! তার জন্য চিন্তা কি মা? আমি অনায়াসে মুনিবরকে বহন ক'রে নিয়ে বেড়াতে পারব। মুনিবর! আমি সম্মত হ'লেম।

দুর্ব্বাসা। তবে কোন প্রধানা মহিষীকে সঙ্গে কর, যে তোমার সহযোগিনী হ'তে পারবে।

শ্রীকৃষ্ণ। সত্যভামা! মুনির আদেশ পালন করতে আমি প্রস্তুত হ'য়েছি, তুমি আমার সহযোগিনী হ'তে পারবে?

সত্যভামা। না।

দুর্ব্বাসা। না?

সত্যভামা। না।

অন্যায় আচরণে—
কভু বাধ্য নাহি হবে
সত্রাজিৎ সুতা।
ঋষি বলি এত স্পর্দ্ধা না হয় উচিত,
কুলের কামিনী
কোথা বৃষভের ন্যায় বহেছে শকট?
ন্যায় অন্যায় আচরণ
জানে যেই, ঋষি ব'লে তারে
মান্য করে সত্রাজিৎ সুতা,
আর যেজন বিপথগামী উদ্ধত প্রকৃতি,
সেজন নহেত মান্য সজ্জন সদনে।
তাহার ঋষিত্বে দোষ দিয়ে
বলি মুক্ত কণ্ঠে অসাধু সে উদ্ধত প্রকৃতি।

দুর্ব্বাসা । অসাধু সে উদ্ধত প্রকৃতি ?

সত্যভামা । নিশ্চয় !
অসাধু সে উদ্ধত প্রকৃতি ।
ব্যাসাদি ঋষির কাছে
নহে সেই তুলনায়
সৌজন্য-তুলিতে ।

দুর্ব্বাসা । বটে ! বটে !
অতিশয় অহমিকার এই পরিচয়

সত্যভামা । আমার, না দুর্ব্বাসা ঋষির ?

দুর্ব্বাসা । বার বার হেয় জ্ঞান
করিস্ ডাকিনী তুই----
দুর্ব্বাসা ঋষিরে ?
অতএব, গর্ব্ব তোর চূর্ণ হ'য়ে যাবে ।
প্রফুল্ল গর্ব্বিত বদনখানি
কলঙ্কের কালিমায় আবৃত হইবে,
দুর্ব্বাসার এই অভিশাপ
বর্ণে বর্ণে একদিন বুঝিতে পারিবি ।

বসুদেব । বৌমা ! বৌমা !
ঋষি বাক্যে প্রতিবাদ
করিও না কিছু ।
জগৎ কল্যাণ ঋষি ।
জগতের কল্যাণ বিধান
হয় তাঁদের বাক্যেতে,
অতএব ভাল মন্দ না বিচারি
বিশ্বাস রাখিয়া হৃদে,

কর্ম্মক্ষেত্রে থাকো মাগো মনের উল্লাসে।
ধর পায়, এ ভিন্ন উপায়
নাহিক কিছু ব্রহ্মশাপে ত্রাণ পাইবার।
মুনিবর! কৃপা যদি হয় দিনে,
কর রক্ষা যাদবের বংশ,
নয় ভস্ম কর দ্বারকা নগরী।

(পা ধরিয়া থাকা)

শ্রীকৃষ্ণ। (কৃত্রিম ক্রোধভরে) কৃষ্ণের সহযোগিনী হ'তে যাদবের পুরে কোন রমণী কি যথার্থ সহধর্ম্মিণী নাই ?

রুক্মিণী। দাসী আছে চরণ সেবিকা—
স্বামীর ইঙ্গিত মাত্র পাইলে
এ রুক্মিণী দাসীটি—
মরণের পথে পারে দ্রুত যাইবারে।
আদেশ করহ প্রভো!

(শ্রীকৃষ্ণের পদে ধরিয়া অনুমতি চাওয়া)

উদ্ধব। কিবা লাজ নম্রমূর্ত্তি সরলতা ভরা,
কিবা ক্ষীর-কণ্ঠে সুধানাদ উথলি উঠিল।
মা! তুমি নইলে স্বয়ং লক্ষ্মী—
কে পারে সঙ্গিনী হ'তে যথার্থ হরির।
কায়া তিনি, ছায়ারূপা যথার্থ মা তুমি,
সূর্য্য তিনি, প্রভারূপা তুমিই তাহাতে
নব কল্যাণের ধারা মানবীরূপেতে।

দুর্ব্বাসা। গর্ব্বিতা সত্যভামা!
দেখ কিবা ব্যবহার
রুক্মিণী দেবীর ?

অসঙ্কোচে করিল স্বীকার
দুর্ব্বাসার শকট বহিতে।
কৃষ্ণের ভামিনী এই যথার্থ জানিবে।
আর তুমি সত্যভামা!
গর্ব্বের জ্বলন্ত মূর্ত্তি!
অভিমানে মত্ত হ'য়ে
কৃষ্ণ গরবিণী শুধু হ'তে চাও—
দেখ চিত্ত চিত্রিত জগতে।

সত্যভামা। আমি যথা দেখিব চাহিয়া
তদ্রূপ সুন্দর রূপে তুমিও দেখিবে
ঋষি বশিষ্ঠাদি মহর্ষির কি উচ্চ চরিত্র,
বিশ্বামিত্র, রাক্ষসে আনিয়া
শত পুত্র খাওয়াইল তাঁর
বংশনাশ করিল ঋষীর
তবু ক্রোধ নাহিক তাঁহার।
কত ক্ষমা, কতই লালিত্য পূর্ণ—
চরিত্র তাঁহার, তুমিও বিচার করি
দেখ ঋষি, কি মহত্ত্ব দেখাইল বশিষ্ঠ জগতে।
পদে পদে অভিশাপ নাহি ছুটে বদনে তাঁহার।

বসুদেব। বৌমা!
বসুপুরী মজাওনা ব্রাহ্মণের শাপে,
কুলের বধূটী তুমি,
তোমার উচিত নহে ঋষি সনে বাদ প্রতিবাদ,
ব্রহ্মবাদী জন হয় জগতে প্রধান,
অপকর্ম্ম করে নাই তাঁরা,

কর্ম্ম তাঁদের কেবল কল্যাণে,
অতএব পায়ে ধরি ক্ষমা চাও জননী আমার।

সত্যভামা। যাও গর্ব্ব দূর দূরান্তরে।
পূজ্যপাদ ঋষিবর!
শাপ বাক্য করহ অন্যথা।

ছুর্ব্বাসা। দত্ত শাপ হবে না অন্যথা,
সত্য ভিন্ন মিথ্যাবাদ, কভু নাহি মুনির বদনে,
হ'লেও কৃষ্ণ গরবিণী তুমি সংসারে থাকিবে,
যাক্ এক্ষণে চলহ কৃষ্ণ,
বড় সাধ আমি যাব শকটে চড়িয়া,
তুমি তাহা বহিয়া চলিবে।

শ্রীকৃষ্ণ। চলুন তাহ'লে।

[সকলের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

অন্তরীক্ষ পথে—কিন্নরীগণ।

কিন্নরীগণ- গীত

পরম কল্যাণময় বিভু তুমি
লহ প্রণতি সবার তুলিয়া।
নিখিল সন্তাপ জড়িত বিশ্বে
দাও করুণার ধারা ঢালিয়া॥

আমরা ক্ষুদ্রমতি, সন্তান সন্ততি, হে বিশ্বপিতা তোমায়ই—
কি জানি তব স্তব, ওহে ভব ধব, সকল অশুভ বিনাশকারী—
আছি মাত্র লক্ষ্য করি, হে প্রভো জগদীশ্বর,—
তোমার করুণা চাহিয়া,—
তব অমঙ্গল বিনাশন নামটী হৃদে ধরিয়া ॥

কিন্নরীগণ। ঐ দেখ, ঐ দেখ দ্বারকার রাজপথে কত অসংখ্য লোক যাতায়াত করছে, ঐ দেখ দেবতাগণও দ্বারকার রাজপথে অদৃশ্যভাবে দাঁড়িয়ে আছেন, এস, এস আমরাও গমন করি,—দেখে আসি সেখানে কি হ'চ্ছে।

২য় কিন্নরী। ঐ দেখ, ঐ দেখ মহাতেজা দুর্ব্বাসা, কি ভয়ানক কাণ্ড আরম্ভ ক'রেছেন।

কিন্নরীগণ। চল চল চল।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

দ্বারকার প্রান্ত পথ।

বলরামের প্রবেশ।

বলরাম। কেন, কেন অসংখ্য লোক রাজপথে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে চলেছে কেন? তবে কি যাদবগণের কোন অনিষ্ট ঘটনার সূত্রপাত হ'য়েছে বা কোন ঔৎপাতিক ব্যাপার আরম্ভ হ'য়েছে—কিছু ত বুঝতে পারছি না, দেখতে হ'ল ব্যাপার কি! দুরাচার জরাসন্ধ শিশুপাল—পুরী আক্রমণ করে নাই ত? না না, তাহ'লে ত সমরের শরাসন গর্জ্জন ক'রে উঠত, তবে তবে—দেখি, দেখি কোথায় কি হ'চ্ছে।

[বলরামের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

দ্বারকার রাজপথ।

মহাদেব নারদ ও তৎপশ্চাৎ কিন্নর ও দেবগণের প্রবেশ।

মহাদেব। এস, এস নারদ! এস এস দেব কিন্নরগণ সকলে, সূক্ষ্ম দেহ বা মানব নয়নের অপ্রকাশ্য দেহ ধারণ ক'রে দ্বারকার সেই রাজপথের ধারে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হও। বল সকলে সমকণ্ঠে জয় জয় দ্বারকাধীশ শ্রীকৃষ্ণের জয়!

সকলে। জয় জয় দ্বারকাধীশ শ্রীকৃষ্ণের জয়!

মহাদেব। ঐ দেখ মহর্ষি দুর্ব্বাসা, আমারই অংশ সম্ভূত ঋষি অত্রিপুত্র দুর্ব্বাসা, শ্রীকৃষ্ণকে পরীক্ষা করবার জন্য কেমন ব্যাপার আরম্ভ ক'রেছে। দেখ, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ও রুক্মিণী দেবী শকট বহন করছেন, আর তাতে আরোহী দুর্ব্বাসা—ঐ দেখ প্রভু আমার কত ভক্তবৎসল—কত কৃপাময়—ঋষি সন্তোষের জন্য কতই না কষ্ট সহ্য করছেন।

নারদ। জগৎ পরীক্ষক স্বয়ং ভগবানকে পরীক্ষা করা দুর্ব্বাসার মত ঋষির উচিত হল, এ কি করছ দুর্ব্বাসা?

কৃষ্ণ সঙ্গিনীগণ সহ কৃষ্ণ রুক্মিণী ও দুর্ব্বাসার প্রবেশ।

দুর্ব্বাসা। চল।

শ্রীকৃষ্ণ— গীত

ভক্ত অধীন আমি হরি,
দেখ কেমন ভাবেতে, ভক্তি পথেতে,
ভক্তের শকট বহন করি।
মম উচ্চনাদ, কান পাতিয়া শুনরে জগৎ জন।

আমার আশ্রয়ে, কভু দুঃখ নাই, আমি সকল অশুভ নাশন,
শরণ লইলে, চরণ তলে, আমি সকল আশা পূরণ করি ॥
যেজন চিন্তে অনন্য ভাবেতে আমার যুগল চরণ—
তার মরণ—ভয়, খণ্ডন করি, কুশল করি, বহন
আমার বৈকুণ্ঠ ভবনে, তারে রাখি সযতনে,
হইয়া সদাটী প্রহরী।

মহাদেব। এস ত শকট বাহক কৃষ্ণ! শিবের বক্ষে, তোমার লাল পা দু'টী দিয়ে আস্তে আস্তে চল ত, আমি দ্বারকার রেণুতে গড়াগড়ি দিয়ে যাই, হর হর বোম বোম—হর হর বোম বোম।

শকট থামিয়া গেল।

দুর্ব্বাসা। থাম্‌ল কেন—থামল কেন অবিশ্রান্ত গতিতে যেতে যেতে শকট থামল কেন?

(শিবের গড়াগড়ি দেওয়া এবং শকটের গতি বন্ধ হইয়া যাওয়া)

দুর্ব্বাসা। থাম্‌ল কেন—বল থাম্‌ল কেন? কৈ কথা কচ্ছ না যে? পরিশ্রম হ'য়েছে—ক্লান্তি বোধ ক'রেছ? কৈ দেখি। (ধ্যানস্থ হইয়া) ওঃ বটে, বিশ্বেশ্বর শম্ভু ভূতলে পতিত হ'য়েছেন বলে, উল্লঙ্ঘন ক'রে যেতে হবে বলে, থেমেছ কৃষ্ণ, এই সব সমস্যা সমাধানের জন্যই তোমার পরীক্ষা করতে এসেছি, জগৎ পরীক্ষক তুমি, চালাও শকট, বিরত কেন?

শ্রীকৃষ্ণ। আর যে পারছি না।

দুর্ব্বাসা। পারছ না, আচ্ছা দেখ পারতে হয় কি না। দ্বারকাবাসী! কৃষ্ণ রুক্মিণীর কি দশা হয় তবে দেখ।

(উভয়কে বেত্রাঘাত)

কৃষ্ণ সঙ্গিনীগণ। ও মাগো! ও মাগো! মুনিবর! মুনিবর!

দেবকী। হাঁ, হাঁ ঋষি!

নারদ। দুর্ব্বাসা দুর্ব্বাসা ও কি করছ?

উদ্ধব। চক্ষু চির মুদ্রিত হও।

বলরামের প্রবেশ।

বলরাম। কৈ রে, কৈ সেই দুর্বিনীত ঋষি?

বসুদেবের প্রবেশ।

বসুদেব। বৎস! ক্ষান্ত হও! ক্ষান্ত হও!

বলরাম। না না, কিছুতেই না, ব্রহ্মশাপে দগ্ধ হব সেও স্বীকার, তত্রাপী কৃষ্ণের এ দশা দেখ্‌তে পারি না, দুর্ব্বাসা! দুর্ব্বাসা! তবে তোমার পাষণ্ড কর্ম্মের প্রতিফল ভোগ কর।

বসুদেব। বাবা! বাবা! ক্ষমা দাও, চিত্তে ক্ষমা দাও, আর মহাবেগবান্ ক্রুদ্ধ সর্পের উপর লোষ্ট্র নিক্ষেপ ক'রো না, জগতে অতুলনীয় ব্রহ্মতেজ দুর্ব্বাসার প্রতি বিক্রম প্রকাশ ক'রনা, ভস্ম হবে, সমস্ত বসুপুরী ধ্বংস হবে।

(বসুদেব ব্যাকুলিত ভাবে)

বলরাম। ভস্ম হই হব, তবু দুর্ব্বিনীত দুর্ব্বাসার কঠোর অত্যাচার সহ্য কর্‌তে পারি না, দুর্ব্বাসা! দেখি দেখি, ব্রহ্ম-তেজটা কেমন তোমার প্রচণ্ড।

(হলত্যাগ করিতে উদ্যত)

মহাদেব। (উঠিয়া) রক্ষা কর্‌তে হল। বসুদেবের সাধ্য কি যে বলরামকে বাধাপ্রদান করে, ত্রিভুবনের কেন্দ্রীভূত সমগ্র ব্যক্তিও বলভদ্ররে বাধাপ্রদান কর্‌তে অসমর্থ।

(অন্তরীক্ষে ত্রিশূলের দ্বারায় বাধা দেওয়া)

শ্রীকৃষ্ণ। দাদা! দাদা! করেন কি, করেন কি? আমার ত কোন যন্ত্রণা বা কষ্টই নাই, আপনি আমাকে ভুলে গেলেন?

বলরাম। এঁ্যা, কি বল্‌ছিস কৃষ্ণ! তোর কোন কষ্টই হয় নাই? ঠিক্ কথাই ত, তোর আবার কষ্ট কি, তুই যে জগতের কষ্টহারী কৃষ্ণ,

বাস্তবিকই তুই সুখ দুঃখের অতীত, তবে দুর্ব্বাসার প্রতি কেন এত বিরক্ত হচ্ছিলেম।

শ্রীকৃষ্ণ। এত কি ভুল আপনার হওয়া উচিত?

বলরাম। ভুলের সংসারে এনে ফেলেছিস্ ভুল হবে না। বিশেষতঃ তোর মধুর মোহন মূর্ত্তির দিকে তাকালে কখনও বা নিজেকে নিজে ভুলে যাই, এ ভুল আর যেন কূল কিনারা না হারিয়ে দেয় কৃষ্ণ দেখিস্।

শ্রীকৃষ্ণ। না দাদা! ভুলের সাধ্য কি যে আপনাকে ভুলিয়ে দেয়, চরণের দাস আছে ত, তবে ভুল কি করবে, দাদা! এক্ষণে আসুন আমরা দুই ভাই পরমানন্দে মুনি পাদপদ্মে প্রণাম করি, কৃষ্ণ বলরামের সমস্ত দোষ মার্জ্জনা করুন।

বলরাম। মুনিবর! অচিন্ত্য প্রভাব! মহাপুরুষ! ক্রোধ কেন জীবের হয়, আপনিত সিদ্ধ মহাত্মা সবই বুঝ্‌তে পারেন, ক্ষমা করুন।

দুর্ব্বাসা। যাঁর ক্ষমার জন্য এক দিকে শৈব তেজঃ অপরদিকে বিষ্ণু তেজঃ দুই তেজের মধ্যবর্ত্তী তেজ যে শঙ্কর্ষণ, সে ক্ষমা করবে না একটি দুর্ব্বল জীবমাত্র দুর্ব্বাসা ক্ষমা করবে, ক্ষমা ত তুমিই ক'রেছ, তবে আর ক্ষমা করবে কে?

বলরাম। হে মহাত্মন্! আপনি যা ক'রেছেন তা বুঝ্‌বার দ্বারকাবাসীর সমর্থ কোথায়, এরা সখা পুত্রাদিরূপে আমাদিকে পেয়ে ভুলে গেছে।

দুর্ব্বাসা। সে যে মহা সৌভাগ্যের বিষয়, এই মানবীয় ভুলে তারা তোমার তুমিত্ব ভুলেও তোমাকেই ত আদর করছে, অতএব সে ভুলেও লাভ আছে।

নারদের প্রবেশ।

নারদ। তাহ'লে দুর্ব্বাসা! কোন্ ভাব ভাল, তোমার ভাব ব্রহ্ম ভাব, না এই ভ্রান্তিপূর্ণ ভাব বাৎসল্যাদি কোন্‌টী ভাল? বল নীরব থেক' না।

দুর্ব্বাসা। পূজ্যপাদ দেবর্ষির সঙ্গে বাদানুবাদ আমার ইচ্ছা নয়, তবে বল্‌তে পারি, ভাবময় শ্রীভগবানের কাছে সব ভাবই ভাল, যে যেভাবে চলেছে সেই তার ভাল। যিনি প্রত্যেক দেহ রথের সারথি হ'য়ে জীব জগতকে নিয়ত পরিচালিত করছেন, সেই তিনি আজ শকটবাহকরূপে দুর্ব্বাসাকে দ্বারকা নগরী পরিভ্রমণ করালেন, দেবর্ষি নারদ! আপনি অবশ্যই বুঝ্‌বেন জীবের প্রবৃত্তির দ্বারেও শ্রীভগবানের খেলা, আমার সেই ভগবান্ কানায়ালাল! এস ত, আমার বক্ষে এস ত, তোমায় বক্ষে ধারণ ক'রে যথার্থ কৃতার্থ হই। (ধারণ)

বসুদেব। এক্ষণে সকলে বিশ্রাম ভবনে চলুন।

দুর্ব্বাসা। হাঁ, চল রাজা! আসুন দেবর্ষে! সকলে হরিধ্বনি করতে করতে কৃষ্ণালয়ে গমন করি।

সকলে। হরিবোল, হরিবোল।

[সকলের প্রস্থান।

———

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—বৃন্দাবন শ্রীমতীর কুঞ্জ।

বৃন্দা ও সখিগণ কর্ত্তৃক ধৃতা শ্রীমতীর প্রবেশ।

গীত

হা হা হা প্রাণবল্লভ বিনোদ চাঁদ
আর কি উদিবে আসি বৃন্দাবন গগণে।
লোচন ভরিয়া হেরিব রূপ, চাহিয়া রহিয়া উদাস পরাণে॥
আবার বাজায়ে বেণু, নন্দ দুলাল কানু,
ফিরিবে কি আসি পুনঃ সাথিয়ার সঙ্গে,
মৃতা গোপিনীগণে, প্রাণ প্রদান করি, ভাসাবে কি প্রেমের তরঙ্গে,
আশার আসাতে প্রাণ, রেখেছি বিনোদ শ্যাম,
গোপীকার বাঁধা প্রাণ তোমার চরণে॥
কাল বহিয়ে গেলে, কালিয় দমন কালা, আকুল ব্রজবালা, তোমার কারণে,
হের হেথা বিনোদিনী, তব রাই কমলিনী,
তোমার শোকেতে দেখ হ'য়েছে পাষাণ,
হা পাষাণ প্রাণ, আর কি পাষাণ করিবে উদ্ধার,
তব রাঙ্গা চরণ পরশনে॥

বৃন্দা। সে শুভ-মুহূর্ত্ত, সে মাহেন্দ্রক্ষণ আর বুঝি ব্রজবাসীর ভাগ্যে উদয় হ'ল না, হা কৃষ্ণচন্দ্র!

সকলে। হা কৃষ্ণ! হা গোপীকারঞ্জন! হা মদনমোহন!

(সকলের অবশভাব, শ্রীমতীকে সিংহাসন মধ্যে বসাইয়া সকলের উদাস নয়নে দাঁড়াইয়া থাকা)

বৃন্দা। যাও যাও, সব নীরব হ'য়ে যাও, কৃষ্ণ ধ্যানে কৃষ্ণ চিন্তায় সব জড় পাষাণ হ'য়ে যাও। শ্রীমতীর কুঞ্জ দ্বারে বৃন্দাসখী স্বর্ণ বেত্র কম্পিত ক'রে আরও দুঃখের অশ্রু বিসর্জ্জন করতে থাক্, কানায়ালাল! তোমার মনে এই ছিল?

সখিগণ। (সচকিতে চীৎকার করিয়া) কানায়ালাল! কানায়ালাল!

শ্রীমতী। (চকিত উদাস ভাবে) কৈ এসেছে নাকি? বৃন্দা, বৃন্দা, গোপীর নয়নমণি, যশোমতির নীলমণি, সেই কালো এসেছে নাকি?

বৃন্দা। আসার আশা আর নাই শ্রীমতী!

শ্রীমতী— গীত

তবে কে গাহিলে তারই গান
আকুল পরাণে ডাকিলে তাহারে,
রাধার ভাঙ্গাতে ধ্যান॥
সে যে চলে গেল গো, আকুল পরাণের আহ্বান শুনি,
রাধার বিলাস-কুঞ্জ পরিহরি, (সে যে চলে গেল গো)
আমি বিমল করিয়া হৃদয় আসন,
বঁধুরে বসায়ে ছিলাম,
বড় নিভৃত নির্জ্জনে, অতি গোপনে গোপনে,
সেরূপে মগন হ'লাম,
(বল কি হ'ল গো) আমার বিনোদ বাঁকা কোথায় লুকাল
বল কি হ'ল গো,
বল কে ডাকি তাহারে, লইয়ে দূরে,
আমার পরাণে, কাটিয়ে সিঁদ্
আর ধৈরজ ধরিতে নারিগো
ছেড়ে যায় রাধার প্রাণ॥

(গীতান্তে মূর্চ্ছিত ও অচৈতন্য হইলেন)

বৃন্দা। শ্রীমতী! শ্রীমতী! হায়, হায়, আবার মূর্চ্ছিতা হ'লে, আবার বৃন্দার মুখপানে চেয়ে নীরব হ'লে? কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! তোমার চিন্তায় যে বৃন্দাবন, অতি শোকের ভবন হ'য়ে দাঁড়াল! রাখালগণও উন্মাদের ন্যায়, পাষাণের প্রায় হ'য়েছে। নন্দ, যশোমতী ও রোহিণী আদি তোমার পূজনীয়বর্গ তারাও যে যাবার দশায় ঠেকেছে; স্নেহ, দয়া, শ্রদ্ধা, কারো উপর কি তোমার হাত নাই? তুমি চিন্তা ক'রে দেখ দেখি চিন্তামণি! তুমি বিচার ক'রে দেখ জগৎ-বিচারক! তোমাকে ভালবাসার প্রতিদান কি এই দুঃখাশ্রুমোচন, কানায়ালাল (রোদন)। কুঞ্জের দ্বারে কে দাঁড়িয়ে রয়েছেন—আমাদের কান্না দেখ্‌বার জন্য কে দাঁড়িয়ে আছেন?

নারদ। আমি দেবর্ষি নারদ।

বৃন্দা। আসুন, আসুন! (প্রণাম) ব্রজের জড় উন্মাদভাব একবার দেখুন। (কিয়ৎক্ষণ পরে) দেখ্‌ছেন?

নারদ। আ হা হা! বশিষ্ঠাশ্রমের গঙ্গাপ্রবাহ যেমন ত্রি-ধারারূপে বিভক্ত হ'য়ে ত্রি-স্রোতা নাম ধারণ ক'রেছে, তদ্রূপ এই প্রেমময় বৃন্দাবনের মধুর সখ্য, বাৎসল্যরূপ তিন্‌টী ভাবের ধারা, ত্রি-ধারাকারে বিভক্ত হ'য়ে ভাব-মন্দাকিনীরূপে প্রবাহিত হ'চ্ছে, এস ভাবুক ভক্ত! এই ত্রি-স্রোতা নাম্নী নূতন ভাব-মন্দাকিনীতে স্নান ক'রে জন্মার্জ্জিত সকল জ্বালা দূরে পরিহার কর, বল হরিবোল, হরি হরিবোল, হরি হরিবোল।

বৃন্দা। দেবর্ষে! এসেছেন, আসুন, আসুন, দেখেছেন, দেখ্‌লেন—ব্রজের জড় উন্মাদভাব দেখ্‌লেন?

নারদ। দেখ্‌ছি দেবী! যমুনার সু-নির্ম্মল সলিল, বর্ষার বন্যাতে কতদূর অস্বচ্ছ হ'য়েছে দেখ্‌ছি, ব্রজের ভুবনমোহন ভাব, কৃষ্ণ বিচ্ছেদরূপ শোক বর্ষায় কত আকুলীভাব ধারণ ক'রেছে দেখ্‌ছি, দেখ্‌ছি আর অনুতপ্ত হ'চ্ছি, আবার লীলাময়ের লীলা বৈচিত্র্য ভাবনা ক'রে অনুতাপের অশ্রু প্রেমে পরিণত করছি।

বৃন্দা। চিত্রপট দিয়ে এলেন ?

নারদ। হাঁ, দিয়ে এলাম।

বৃন্দা। কৃষ্ণ কপোত বিচ্ছেদ কাতরা কপোতীকে শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করলেন না ?

নারদ। না, জিজ্ঞাসা করলেন না, জিজ্ঞাসার সাবকাশ পেলেন না।

বৃন্দা। উঃ, কি কঠিন কৃষ্ণের মন, দেখুন দেবর্ষে! কৃষ্ণগত প্রাণা রাধা আমার কেমন ভাবছে।

গীত

কৃষ্ণ বিচ্ছেদ কাতরা, অতি শোকাতুরা,
শ্রীরাধার দশা করুন দর্শন।
কেমন করুণ দর্শন, ভাবের নিদর্শন
করিতে দর্শন, দর্শন বহিয়ে ধারার বর্ষণ॥
আছে কি না আছে যায়না গো জানা,
কৃষ্ণ চিন্তা ধ্যানে, একান্ত মগনা,
নয় তত্ত্ব মাঝে, চিত্ত ডুবে গেছে,
বিয়োগিনী রাধা যোগিনী এখন॥
যেদিন হইতে কৃষ্ণ মেঘ চ'লে গেছে,
ঐ শ্রীরাধা চাতকী নয়ন মুদেছে,
বারি পাব নাক' বলে, হতাশ হ'য়েছে,
আর বাঁচে কি না বাঁচে শ্রীরাধা রতন॥

বৃন্দা। পলকে পলকে বৃন্দাবনের ব্যাপার কি হ'চ্ছে দেখুন।

নারদ। দেবী! মায়ের ম্লান দশা দেখতে আর ব'লনা, ত্রেতায় দেখেছি, বাল্মীকির আশ্রমে রাম বিবাসিতা বিষাদিতা মায়ের জনকনন্দিনী মূর্ত্তি, আজ আবার দেখছি সেই মূর্ত্তি বৃষভানু নন্দিনী রূপা। আর কাঁদতে

পারি না, বৃন্দা দেবী! আকুল পরাণে বাল্মীকির আশ্রমে কেঁদেছি, আজ আবার বৃন্দাবনে এসে কাঁদলেম।

বৃন্দা। দেবর্ষে! দরিদ্র যেমন প্রতি নিয়তই অন্নের জন্য কাঁদে এবং হতাশের নিঃশ্বাস ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে আপন অদৃষ্টকে শত ধিক্কার প্রদান করে, আমরাও তেম্নি কৃষ্ণ কাঙ্গাল হ'য়ে প্রতি নিয়তই কাঁদ্‌ছি এবং আমাদের অদৃষ্টকে শত ধিক্কার প্রদান কর্‌ছি, যে বৃন্দাবন চাঁদ আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন।

নারদ। বৃন্দাদেবী! মায়ের এ দশা আর দেখ্‌তে পার্‌ছি না, আমি বৃন্দাবন হ'তে চল্লেম।

(চলিয়া যাইবার উপক্রম)

বৃন্দা। আর আস্‌বেন না?

নারদ। না দেবী! আর এ শোকাবহ দৃশ্য দেখ্‌তে আসব না।

[নারদের প্রস্থান।

বৃন্দা। দারিদ্র যখন ঘটে, তখন যেমন কমলা আগে তাকে ছেড়ে যান, পরে ইষ্ট বন্ধু প্রভৃতি যেমন একে একে দরিদ্রকে ছেড়ে যায়, এমন কি দুঃখের বার্ত্তাও জিজ্ঞাসা করবার কেউ থাকে না, বৃন্দাবনবাসীর তেমনি হ'তে হবে কি না। ললিতা! ললিতা! শ্রীরাধার চৈতন্য হ'ল?

ললিতা। না বৃন্দা! আর হৃৎকম্প পর্য্যন্তও নাই, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াও বুঝি লোপ হ'ল।

বৃন্দা। হায় রাধে, হায় বৃন্দাবনেশ্বরী! সখীরূপে ধরায় এসে বড়ই কাঁদালে। ললিতা! আর কেন, শ্রীকৃষ্ণ বিহার স্থল সেই তমালতলে শ্রীরাধাকে নিয়ে চল, মনে ক'রে দেখ, সখী একদিন বল্‌ছিলেন যে, যদি আমার চৈতন্যলোপ অবস্থা বুঝিস্‌ তবে তমালতলে নিয়ে যাস্‌।

সখিগণ। তাই নিয়ে চল।

সখিগণ— গীত

হা রাধিকে, কৃষ্ণ প্রাণাধিকে,
হা হা হা বৃন্দাবনেশ্বরী।
শ্যাম সোহাগিনী, ব্রজবিহারিণী,
কৃষ্ণ কাঙ্গালিনী কিশোরী॥
ত্যজিয়ে সখীকুল, ত্যজি এ বৃন্দাবন
হা প্রেমময়ী কোথা করিলে গমন,
কৃষ্ণ অদর্শন, বাজ বুকে করিয়া ধারণ—
নীরবে নিভিলে কেন কৃষ্ণ কৃষ্ণ করি॥

[কাঁদিতে কাঁদিতে রাধাকে লইয়া সকলের প্রস্থান।

———

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—বৃন্দাবন।

যশোমতীর প্রবেশ।

যশোমতী। (পা টিপিয়া টিপিয়া দাবা দাবা কণ্ঠে) কেউ বলে দিও না, কেউ বলে দিও না, আমি আস্‌ছি ব'লে কেউ ব'লে দিও না, দেখ না, দেখ না মজা দেখ না, ছুটে পালিয়ে এসে যত পেরেছে ননীর ভাণ্ড বানর-গুলোকে বিলিয়ে দিচ্ছে, আর চুপি চুপি খাচ্ছে, ছড়াচ্ছে, আবার বানর-গুলোকে খাওয়াচ্ছে। মতিচ্ছন্ন ছেলে! হাড় হাবাতে, আমি তোকে ননী খেতে দিই নাই?

(শূন্যে বাঁধিতে যাওয়া)

নন্দের প্রবেশ।

উপানন্দ। কৈ, কৈ বাঁধ দেখি।

যশোমতী। বাঁধ্‌ব না, তুমি ত বড্ড ভাল বল্‌লে বাঁধ্‌ব না, হাত দু'টো খুব শক্ত ক'রে বাঁধ্‌ব, যেন এমন দুষ্টামি না করে।

উপানন্দ। তাই বাঁধ দেখি।

যশোমতী। থাম না, থাম, ছেলেটা আমার, স্নেহের গোপালটী আমার, খেতে বসেছে, খাওয়া হ'ক্ তারপর—

উপানন্দ। তারপর বাঁধবে? না না, বেঁধ না যশোমতী! বেঁধ না, তোমার পায়ে ধরি বেঁধ না, আমার কানাইকে বেঁধ না!

যশোমতী। এ হে হে, হেঃ! শুন্‌ব না, তোমার ভালবাসা তুমি রেখে দাও—ঢের দেখেছি। দেখ, বেশী চেঁচাচেঁচী ক'রনা, এখনি টের পাবে।

উপানন্দ। না না।

যশোমতী। হাঁ হাঁ। থাম, থাম কেউ সাড়া শব্দটী ক'র না (পা টিপিয়া যাইয়া) এইবার, বলি এইবার ? শূন্য মাঝে (বাঁধিয়া ফেলা, পরে ইতঃস্ততঃ চাহিয়া থাকা)।

উপানন্দ। (ক্রোধবিরক্তি সহকারে) আঃ, মা নও তুমি ডাকিনী !

(বাধা দিতে যাওয়া)

যশোমতী। (ইতঃস্তত চাহিতে চাহিতে) কৈ কৈ ? তাইত কৈ !

নন্দের প্রবেশ।

নন্দ। ধরা দিল না ? ধরতে পারলে না ?

উপানন্দ। না, না, বিয়োগ ব্যঞ্জক না শব্দ ভিন্ন আর হর্ষ ব্যঞ্জক অনুমতী সূচক হাঁ শব্দ প্রাণ ভ'রে উচ্চারণ করতে পেলেম না। আর আনন্দ আহ্লাদের ধ্বনিতে বৃন্দাবনটা কাঁপিয়ে দিতে পারলেম না। মনের আশা মনেই লয় পেয়ে গেল, প্রাণের পিপাসা প্রাণেই মিটে গেল, কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ !

(মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া যাওয়া)

নন্দ। হাঁ হাঁ ! প্রাণ বেরিয়ে যাবে যে, মারা পড়্বি যে, শেষে কি নন্দকে কাঁদিয়ে তোরা সবাই চলে যাবি ? আর আমি কৃষ্ণ অদর্শনরূপ মহাপাপের যন্ত্রণায় এই বৃন্দাবনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদ্ব ? উপানন্দ ! আমি আগে মরিরে, আমি আগে মরি, তারপর তোরা যাবি, ওঠ্ ওঠ্, অনেক দিনের পর যদি এসেছিস্, তবে দাদা ব'লে একবার মুখ চেয়ে কৃষ্ণ কথাটী বল্, শুনে অতি বড় এই দগ্ধ হৃদয়টা জুড়াই রে !

উপানন্দ। আর কি জুড়াবে দাদা ! দাউ দাউ ক'রে বুকের ভিতরের জ্বালা আগুনটী নিভিয়ে দিয়ে আর কি জুড়াবে দাদা ! আর নয়। কৃষ্ণ মেঘের উদয় আবার যদি বৃন্দাবনে কখনও হয়, তখন জুড়াবে, নইলে নয়, নইলে নয়।

সানন্দের প্রবেশ।

সানন্দ। জ্বালা যায়, জ্বালা যায়, কৃষ্ণ অদর্শন ব্যাকুলতার জ্বালা যায়, যদি—

নন্দ। কি যদি ?

সানন্দ। যদি কৃষ্ণের নামটী মুখে জপ্‌তে থাকা যায়, কৃষ্ণের রূপটী হৃদে ধারণা কর্‌তে পারা যায়, তাহ'লে জগৎ জ্বালা, ত্রিতাপ জ্বালা, প্রাণের জ্বালা, সব জ্বালা জুড়িয়ে যায়।

উপানন্দ। তাকিক নাকি ?

নারদের প্রবেশ।

নারদ। তাকিক নয় প্রেমিক, তোদেরই কনিষ্ঠ ভাই, তাই তোদের জ্বালা জুড়াবার শব্দের প্রতিধ্বনী ক'রে বল্‌ছে যে,হরিনামে সব জ্বালা যায়।

উপানন্দ। কৃষ্ণ দর্শন জ্বালা কৃষ্ণ নামে যায় ? না না, বল্‌তে পার্‌ছ না তুমি, যে কথা বল্‌লে সেটী ভক্তি রসের, বাৎসল্যের উত্তর তোমার বোধ হয় জানা নাই। বাৎসল্য পথের পথিকের মুখের ও বাণী নয়, তোমার ভক্তি বাণী কোমল হ'লেও, আরও কোমল বাৎসল্য রস, আরও কোমল—সর্ব্বাপেক্ষা আরও কোমল সখ্যরস, সে সব রসের উত্তর তুমি জান না। আমাদের জ্বালা যাবার নয়, আমাদের পন্থা অন্যরূপ।

সানন্দ—

গীত

সে যে ছেলে নয় গো কারো, সে যে জগৎ চিন্তামণি ধন।
এই জগতই যে তাহার ছেলে, প্রেমিক করে পরিদর্শন ॥
জগৎ কল্যাণ তরে, মায়া মানুষ আকারে,
সেই চিদ্‌ ঘন, সমুদিত নবঘন প্রকারে,
কৃষ্ণ আকারে নিজ নাম রূপ প্রেম করিতে অর্পণ ॥

যাঁর লীলা চলে, ভব নীলাচলে, অস্তাচলেও চলে,
থাকে না যুক্তি গবেষণা, তর্ক ধারণা, জল্পনা কল্পনা,
কত কল্পনা, সেই আনন্দ ঘন হ'য়ে কৃষ্ণরূপে দিয়েছ দর্শন।
গগণ পবন, জলধি ভীষণ, চন্দ্রমা তপন,
যাঁর রচনায়, বিরিঞ্চি শঙ্কর, কাঁপে থর থর,
করুণা বর্ণনা যার জানে না,
সেই সে মেঘ, উদয় ওগো,
পাপী তাপী সব করিতে নিস্তারণ॥

নন্দ। তাইত বটে—তাই ত বটে—

উপানন্দ। আমাদের কৃষ্ণ! হোঁ হোঁ হোঁ!

(ঈষৎ হাস্য)

নন্দ। হাস্য নয়, ভাষাতেও তাঁর ভাষা প্রকাশ নয়, তাই ত বটে, সে যে কারো ছেলে নয়! তাঁরই ছেলে যে এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ড, বড় প্রকাণ্ড তাঁর লীলা, এই বিশ্ব জগতের লীলা নাটকের রচয়িতা সেই মহান্ কবি, রবি যাঁর অঙ্গের জ্যোতিঃ, তাই ত বটে, উপানন্দ!

উপানন্দ। দাদা! কি বল্‌ছ?

নন্দ। বল্‌ছি এতকাল কৃষ্ণকে যে নিজের তনয় বলে ধারণা ক'রে-ছিলাম, ওরে তা নয়।

যশোদা। তবে ত মহা অপরাধ ক'রেছি নাথ?

নন্দ। কত প্রকারে তাঁর কাছে অপরাধ ক'রেছি, তাইত তাইত, বল বল, বল কে আছ আমাদের পরিত্রাতা, বল বল, বলে দাও কি করলে সেই বিশ্ব-পিতা ভগবানের কাছে ক্ষমা চাইতে পারা যায়?

নারদ। বল তবে হৃদয়ের ভক্তির দ্বারটী উদ্‌ঘাটন ক'রে প্রেমাশ্রু-পূর্ণ নয়নে বল যে—

নমো ব্রহ্মণ্য দেবায় গো ব্রাহ্মণ হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

যশোদা। নমো ব্রহ্মণ্য দেবায় গো ব্রাহ্মণ হিতায় চ।

জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায়—

উপানন্দ। আঃ আঃ কর কি? কর কি?

নন্দ। না না, তা বলা হ'চ্ছে না—হ'ল না।

যশোমতী। না না, কৃষ্ণের আমাদের অকল্যাণ হবে।

উপানন্দ। হেঁ হেঁ (হাসিতে হাসিতে) কই বলুক দেখি। (পুনরায় উদ্‌ভ্রান্তভাবে) দেখো কদাচ ব'ল না, নারদের কি, উনি সব বল্‌তে পারেন, কখন মাও বলেন, কখন বাবাও বলেন, কখন মন্ত্র জপই ঠিক্ বলেন, কখন প্রেমের সাধন হরি নামই ঠিক বলেন, যখন যা মন তাই বলেন, আমাদের কৃষ্ণই সব, ওঁর কথায় যা তা বল্‌তে যেওনা।

নন্দ। তবে কি বল্‌ব না?

উপানন্দ। না না না না, ব'লনা ব'লনা।

যশোমতী। না না না না, বাপ্‌রে, কৃষ্ণের অকল্যাণ হবে।

নারদ। বল যদি এখনি সমস্ত অশুভ মুছে যাবে। বল বল, কূলে দাঁড়িয়ে অবগাহনের অপেক্ষা করছ বৃথা।

নন্দ। বল্‌ব?

নারদ। নিঃসন্দেহে, পরমানন্দে।

নন্দ। যশোমতী বলি তবে?

যশোমতী। বলুন তাই।

নন্দ। না বল্‌ব, এইবার নিশ্চয়ই বল্‌ব।

নারদ। বল, নমো ব্রহ্মণ্য দেবায় গো ব্রাহ্মণ হিতায় চ।

জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

নন্দ ও যশোমতী। নমো ব্রহ্মণ্য দেবায় গো ব্রাহ্মণ হিতায় চ।

জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায়—

নারদ। বল—

শ্রীকৃষ্ণের অলক্ষিতে প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ। না না না, নমঃ কথাটা ব'লনা। আমি যে তোমাদের সন্তান, আমায় প্রণাম ক'রো না।

নন্দ ও যশোমতী। না না, করব না, করব না।

শ্রীকৃষ্ণের— গীত

তোমাদের পদধূলি শিরে তুলে লইতে।
কৃষ্ণরূপে উদয় আমি, এই অবনিতে॥
পিতা মাতা দু'জন, আমায় অপরাধী আর ক'রো না॥

নারদ। বল, এখনও বল্‌ছি বল।

নন্দ। ঋষীরাজ! বল্‌তে পার্‌ছি না, পার্‌ছি না প্রভো!

নারদ। কেন?

যশোমতী। যেন কৃষ্ণ এসে আমাদের মুখে চাপা দিয়ে বল্‌ছে যে, ব'লনা ব'লনা, আমায় অপরাধী ক'রনা।

নারদ। তোমরা তা শুন না।

নন্দ। আচ্ছা আবার দেখি।

শ্রীকৃষ্ণ— গীত

দেখ দীনভাবে কাঁদিছে তনয়,
পিতা মাতার নমঃ কথা বলা যুক্তি নয়,
পায়ে ধরি, মিনতি করি, নমঃ কথা বজ্রাঘাত,
শিরে হেন না॥
আমি পুত্ররূপ ভালবাসায় তোমাদের মজেছি,
আমার সে ভাব দিও না দূরে,
কাতরে কহিতেছি, (কাতরে কহিতেছি)
আমি ভাব পেলে বড় বিভোর হই,
আমার সে ভাব নাশিয়ে দিও না॥

যশোমতী। না না, ব'লনা গোপরাজ! কৃষ্ণ আমার কাঁদছে, ব'লনা ব'লনা। না না গোপাল আমার! মাণিক আমার! না বাছা বলব না, তুমি কেঁদনা।

নন্দ। না না, বলব না, ভয় কি তোর বাবা! বলব না, বলব না।

নারদ। নরেদ! শুনছিস্, তোর প্রেমরস সিক্ত শ্রবণখানিতে আরও কেমন অমিয় ধারা সিঞ্চিত হ'চ্ছে শুনছিস্, অহো! এই গোপ গোপীর কথায় আর যে হৃদয়ের ধৈর্য্য রাখতে পারছি না। মনে হ'চ্ছে যেন আবার কোন নূতন তপস্যা ক'রে এই বৃন্দাবনের মাটিতে বৃন্দাবনের কীট পতঙ্গ হ'য়ে জন্মগ্রহণ করি এবং কৃষ্ণপ্রেমে ডুবে যাই!

নন্দ। আমার স্নেহ পালিত সন্তান! আমার শিশু কৃষ্ণ! তোমার কেন অকল্যাণ করব—তোমার অপরাধের বোঝাটা বহন ক'রে চিরদিন নরকে পচ্ব, তবু তোমার অকল্যাণ করব না।

নারদ। অকল্যাণ তাঁর যে নাই, তিনি যে জগৎ কল্যাণরূপী, জগৎ কল্যাণের তরে নরাকারে উদয় হ'য়েছেন নন্দ!

উপানন্দ। তা হ'ক্, তা হ'ক্, আমরা জানি আমাদের সেই ননীচোরা কৃষ্ণ। হাঁ তাই ত বটে (হাস্য) গয়লা জাত আমি ভয়ঙ্কর গোঁয়ার, যা বলব তা ঠিক্ রাখ্‌বো। উনি যেন সিদ্ধান্ত ঠিক ক'রে রেখেছেন, ভগবানের কোন্ তত্ত্বে কোন্ ভাবের খেলা হ'চ্ছে কেউ কি তা বলতে পারে? হ'লেই বা নারদ, অত বাহাতরী ভাল নয়, ভগবানের কাছে অত বাহাতরী ঠিক নয়, কৃষ্ণ প্রেমে ডুবে যা, আবার সাধন ভজন কি? না ভুললেই হ'চ্ছে, বুঝ্‌লি? এই জন্যই ত বলছি বাস্, কৃষ্ণ যা ক'র বাস্, তুমিই সব বাস্, তোমারই খেলা সব, দেখি আবার ঋষিটা কি বলে, না বলে বলুক বামুন বেটারা, আমার কৃষ্ণই ঠিক্।

নারদ। কি দেখছ নন্দ?

নন্দ। কৃষ্ণকে।

নারদ। কৃষ্ণ কোথায় ?

নন্দ। কৃষ্ণ আমার জগন্ময়, কৃষ্ণ আমার সম্মুখে।

যশোমতী। দাঁড়া ত চূড়াটী ভাল ক'রে এঁটে দিয়ে পা দু'টীতে নূপুর পরিয়ে দি, তারপর নাচ্‌বি। ছিঃ, আঃ খোল্ খোল্ দ্বারকার পোষাকপত্র-গুলো, খুলে দিয়ে খালি গায়ে দাঁড়া, গায়ে হাওয়া লাগাতে দে। (জামাজুমী ছাড়াইয়া ফেলিয়া দিয়া পীতবাস পরাইয়া দেওয়া) হাঁ, এর পর নাচ্‌ত কানায়ালাল !

কৃষ্ণ। মা! একবার তোমার স্তন দুগ্ধ পান করতে দাও, তাহ'লেই নাচ্‌ব।

যশোমতী। খা যাদু আমার, খা মাণিক আমার ! দ্বারকায় তোকে দুধ দেবার কেউ নাই, ওখান থেকে পালিয়ে আয়, দুর্ব্বল হ'য়ে যাবি, দেবকীর দুধ্‌টা খাসনে, তার দুধে পোকা আছে, এঁ্যাঃ ছিঃ !

(কৃষ্ণকে দুধ দেওয়া)।

কৃষ্ণ। না, তাই খাব না।

যশোমতী। না খেও না! রাম অবতারে ওর কি তেজই ছিল, রাম আমার দুধটুকু খেয়ে বনে যাব ব'লে ছিল, তা খেতে দিল না, বল্‌লে বনে গিয়ে খাবি, আঁটকুড়ীর বেশ হ'চ্ছে—খা খা, খেলি খেলি, কেমন ভাল লাগ্‌ছে ত ?

কৃষ্ণ। মা! এতদিনে আমি পেট ভরে খেলাম, ব্রহ্মাদি দেব-গণও আমাকে এত তৃপ্তির সহিত খাওয়াতে পারে না, তাই ত যুগে যুগে তোদের কাছে ছুটে আসি, এরপর উপানন্দ কাকা! তুমি নাড়ু দাও, নইলে নাচ্‌ব না।

উপানন্দ। এই নে—এই নে, (কতকগুলি ঢিল কুড়িয়ে দিল)।

কৃষ্ণ। এঁ্যা, ওগুলো সব কেন, মেঠাই চাই, মাখন চাই।

উপানন্দ। গরু মবে আর কি দুধ দেয় রে, তুইও বৃন্দাবন থেকে গেছিস্, এক দম্‌সে সব দুধ বন্ধ, কি খাবি—কি খাবি, তোর মায়ের দুধ খেয়েছিস্ ঐ হ'য়েছে।

নন্দ। (মাঝে মাঝে থাকিয়া থাকিয়া আপনি হাসিতেছেন এবং নারদের দিকে তাকাইতেছেন) কৃষ্ণ আমার কোথায় চলে গেছল, আবার এসেছে, পেয়েছি ত, তাহ'লে ব'লে দে ব্রহ্মত্ব, বিষ্ণুত্ব, শিবত্ব, পর ব্যোমত্ব, আমরা কিছুই চাই না ব'লেদে--

উপানন্দ। এই--এই সাধনাভিমানী সাধকগণ! আমরা ব্রজবাসী, কৃষ্ণ ভিন্ন, কৃষ্ণ প্রেম ভিন্ন, সিদ্ধি ফিদ্ধি কিছুই চাইনে। তোমরা অন্তর্দ্ধান বিদ্যায় পারদর্শী হ'তেই শেখো, আর আসন ওঠাতেই শেখো, হাজার হাজার শিষ্য করতেই শেখো, সেবা পূজা নিতেই শেখো, আর লোকগুলোকে ভস্ম করতেই শেখো, ও সব বাহাদুরী, অভিমান ভিন্ন কিছুই নয়। দাদা ব'লে দিয়েছি! বলে দিয়েছি!

নন্দ। তবে কৃষ্ণকে নাচা তুই করতালি দে, কৃষ্ণ নাচুক।

উপানন্দ। কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণরে! তুই নাচ্‌বি কি, তোকে দেখ্‌লে আমারই দুই বাহু তুলে কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব'লে নাচ্‌তে ইচ্ছা হয়।

কৃষ্ণ। কাকা! কানে কানে একটি কথা বল্‌ব তবে শোন।

উপানন্দ। বল্ বল্?

কৃষ্ণ। দেখ কাকা! আমাকে যারা ভালবাসে, আমি তাদের দরজায় দরজায় বেড়িয়ে আনন্দে নাচ্‌তে থাকি।

উপানন্দ। তাহ'লে আমরা তোকে ভালবাসী, হাঁ কৃষ্ণ! আমরা তোকে ভালবাসি ত?

কৃষ্ণ। কাকা! তোমাদের মত ভালবাস্‌তে জগতে কেউ পারে না, ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র, চন্দ্র প্রভৃতিও এমন ভালবাস্‌তে পারেনা।

শ্রীকৃষ্ণ— গীত

তাইতে কৃষ্ণরূপে বৃন্দাবনে নাচতে এসেছি।
(আমি) আমায় নাচায়, যতন ক'রে,
সে লোক আমি এ লোকেতে খুঁজে পেয়েছি॥
(তাইতে বাধা বহন করি)
তাইতে গোঠে ফিরি, তাইতে বাঁশীর তানে,
সরল মনে, যমুনার কূলে গান করি,
তাইতে এঁঠো খেয়ে ব্রজবাসীর,
পায়ের ধূলায়, মানুষ হ'য়েছি॥

উপানন্দ। হোঁ হোঁ হোঁ বেশ, বেশ, বেশ! (উচ্চ হাস্য)

নন্দ। এর পর আমার কৃষ্ণের সখাগণকে ডাক, অনেক দিন তারা দেখে নাই।

যশোমতী। না না, এখনি তারা এসে আমার কৃষ্ণকে জোর ক'রে নিয়ে খেলা করতে চলে যাবে।

নন্দ। না না রাণী! আমার কৃষ্ণের প্রেম যে জগৎ জীবে উপভোগ করতে চায়, সকলকে সেই প্রেম উপভোগ করতে দাও।

উপানন্দ। কৈরে! কৈরে! শ্রীদাম, সুদাম, দাম, বসুদাম!

রাখালগণের প্রবেশ।

রাখালগণের— গীত

আঁধার করিয়ে বৃন্দাবন,
কোথায় গিয়েছ জীবন কানাই রে।
তো বিনে জীবনে, বাঁচিনে, আর বৃন্দাবনে,
থাকিতে পারি না ভাই রে॥

এক দিন কত প্রবোধ দিয়েছিলে,
বৃন্দাবন ত্যজি যাবনা ব'লে,
সে কথা কি এখন গিয়েছ ভুলে
আর কিছুই মনে নাই রে॥

কৃষ্ণ। পালাতে হল, কাকা! কাকা! পালাতে হ'ল।

উপানন্দ। পালাবি কিরে? কৃষ্ণ! পালাবি কিরে?

কৃষ্ণ। না কাকা! আমি যাব, তোমাদিকেও বরং ভুলিয়ে রাখ্তে পারা যায়, তবু সখাগণকে ভুলিয়ে রাখ্তে পারা যায় না, আমি চল্লেম। আমি বৃন্দাবনে আবার আটক থাক্লে আমার দ্বারকা লীলা হবে না, আমি চল্লেম।

[প্রস্থান।

উপানন্দ। রাখালগণ! রাখালগণ! দৌড়ে আয়, দৌড়ে আয়, চারিদিকে ঘেরাও ক'রে দাঁড়া দাঁড়া। কৃষ্ণ পালিয়ে যেতে চাচ্ছে।

(সকলে উন্মাদভাবে ঘিরিয়া কৃষ্ণকে অন্বেষণ)

নন্দ। কৈ কৈ, কৃষ্ণ কৈ? যশোমতী কৃষ্ণ কৈ?

যশোমতী। চুপ কর, চুপ কর, লুকিয়ে রেখেছি, লুকিয়ে রেখেছি।

নন্দ। না কৈ, দেখাও কৈ?

যশোমতী। লুকিয়ে রাখ্তে দিলে না, এই যে—

নন্দ। কৈ রাণী, কৈ? কোলে ক'রে নিয়ে একবার বৃন্দাবনের পথে পথে বেড়িয়ে আস্‌ব মনে ক'রেছিলাম, কৈ? (ক্রন্দন)

যশোমতী। কৈ, রাজা! কৈ আমার কৃষ্ণ কোথায় গেল?

উপানন্দ। কৈ, কৃষ্ণ কোথায় গেল? এই যে দাঁড়িয়ে ছিল, ঐ যে দাঁড়িয়ে ছিল, কৈ কৃষ্ণ কোথায় গেল?

রাখালগণ। কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! না না না, আর যেওনা।

কৃষ্ণের পুনর্ব্বার কাঁদিতে কাঁদিতে প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ— গীত

না না ডেকোনা আর ডেকোনা।
আর খুঁজনা, আর কেঁদনা, আর কেঁদনা॥
আবার আসব কর্‌ব খেলা
আর ভেবনা ভেবনা ভেবনা॥

(১)
তোদের ডাক্‌টী পরাণে পশিলে,
রইতে নারী কোনখানে,
জোর করিয়া টানিয়া আনে,
আবার মধুর বৃন্দাবনে,
তবে যাই, তবে যাই, তবে যাই,
না না আর ধরিতে এসনা এসনা।

(২)
দ্বারকা লীলার বহুত বাকী,
যেতে দাও আর কাঁদাও না,
আমার পরাণে দিয়ে প্রেমের ডুরি, নিবারি আর বেঁধনা,
যাও, যাও, যাও, গৃহে ফিরে যাও, আর কাঁদাওনা॥

(কৃষ্ণ চাহিয়া চাহিয়া পশ্চাৎ চলিতেছেন এবং নন্দ, যশোমতী, রাখালগণ, উপানন্দ প্রভৃতি হাত বাড়াইয়া পাগলের ন্যায় ছুটিয়া চলিলেন)

নারদ। ভগবান! তোমার প্রেম আরও শিখ্‌তে দাও, আমিও তোমাকে এম্‌নি ক'রে বৃন্দাবনবাসীর মত ছুটে ছুটে ধর্‌ব। আর যেন দেবর্ষি হ'য়ে জন্মগ্রহণ না করি, এবার যেন বৃন্দাবনে জন্ম নিতে পাই, হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।

[নারদের প্রস্থান।

———

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—ব্রজধাম তমাল তল।

বৃন্দা প্রভৃতি সখীগণের রাধার দেহ বহন করিয়া প্রবেশ।

বৃন্দা— গীত

তমাল! এসেছি তোমার তলে,
তোমার স্নিগ্ধ ছায়ায়, শীতল হাওয়ায়
রাই কমলিনী, জুড়াইবে বলে॥
ক'য়েছিল কথা যে গো, সখী নয়ন মুদ্‌বার কালে,
আমায় নিয়ে যেও শেষের কালে তমাল তরুর তলে।
দেখো শেষে তুমি দিও না গো, কাঙ্গালিনী বলে পায়ে ঠেলে ফেলে॥
বড় অভিমানিনী ধনী, আমাদের গো,
সইতে নারে প্রাণে ব্যথা,
তোমায় বিনয় করি,
কভু ব'লনা, শ্যাম কলঙ্কিনী বলে রূঢ় কথা।
বরং কানু এলে বল্‌বে তাঁরে
তোমার বিনোদিনী প্রাণ ত্যজেছে কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব'লে॥

কাষ্ঠ বোঝা মাথায় ক'রে ও মশাল হস্তে
ললিতার প্রবেশ।

ললিতা। আর আমিও এসেছি সখীকুল!

বৃন্দা। দে তবে শ্যামকুণ্ডস্থ জলের সঙ্গে, শ্যামকুণ্ডের মৃত্তিকা গুলে কালী প্রস্তুত করি, কেননা শেষে কালীরই খেলা কিনা, দে (গ্রহণ) প্রিয় সখী! তবে শ্যাম নাম অঙ্গে লিখে-দি, আহা শ্যাম সোহাগিনী!

শ্যাম শ্যাম ক'রে তুমি, আমার নীরব হ'য়েছ বিনোদিনী, শ্যাম সাধনা তুমিই শিখেছ।

(শ্যাম নাম অঙ্কিত করণ)

বিশখা। আঁকা হল ?

বৃন্দা। হ'ল অঙ্গে শ্যাম নাম লেখা হ'ল।

ললিতা। তবে অনুমতী কর কাষ্ঠে অগ্নি প্রদান করি ?

বৃন্দা। আচ্ছা, শ্মশান চিতা স্মরণ ক'রে অগ্নি দাও।

ললিতা। দিলাম—দিলাম, জ্বলন্ত অগ্নি প্রবল ভাবে জ্বল ত, আজ গোপীকাগণের মরণ মিলনের শুভদিন।

বৃন্দা। তবে এস, এস পরস্পর শ্রেণীবদ্ধ হ'য়ে আজ একযোগে প্রবেশ করি।

সকল সখীগণ। নায়ালাল! তবে চলি, আর তোমার সঙ্গে দেখা হ'ল না।

(সকলে শ্রেণীবদ্ধভাবে অগ্নির পাশে দাঁড়াইয়া, রাধিকার মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া

সখীগণের—

তবে রহিল তমাল তলে, তোমার রাই কিশোরী বংশীধারী।
আমরা চলিলাম, সব পরিহরি, তোমার সাধের কিশোরী॥
সতত মগনা রাধা, তোমার রূপে ঘনশ্যাম।
তবু দেখা দিলেনা তারে, ওহে নবীন কাম, শ্যাম সুঠাম,
সেই অনুরাগে সব, গোপের বালা,
আজ জীবন দিবে অনলে প্রবেশ করি॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। না না, প্রাণ ত্যজনা, প্রাণ ত্যজনা, এই যে আমি এসেছি, নয়ন মুদে দেখ আমি সারাটী বৃন্দাবনময় হ'য়ে র'য়েছি, আমি যে বৃন্দাবন

ছেড়ে কখন যাই নাই, বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি, তোমরা কেঁদনা, তোমাদের রাধা, আমার প্রাণের আধা, রাধা মরে ।

শ্রীকৃষ্ণ— গীত

উঠ উঠ ভাবময়ী, উঠ উঠ ভাবময়ী,
কেন পতিত ধরা শয়নে।
এই যে এসেছে কানু, পুনঃ দাসখৎ লিখে দিতে, তোমার চরণে,
উঠিতে কিশোরী, বসিতে কিশোরী, কিশোরী গলার হার,
আমার কিশোরী সাধন, কিশোরী ভজন, কিশোরী জীবন সার,
তাই বাঁশরী বদনে, পশি বৃন্দাবনে,
পুনঃ দাসখৎ লিখে দিলাম চরণে॥
যদি নাহি পারি ঋণ, শোধিতে এখন,
তবে শোধিব গৌর জীবনে॥

(নিজের গলার মালা শ্রীমতীকে পরাইয়া দেওয়া এবং বাঁশরী দেওয়া)

শ্রীকৃষ্ণ। বৃন্দাবনেশ্বরী! তোমায় ভুলে আমি কি কখন থাকতে পারি, কি করব ভামিনী! শ্রীদামের দারুণ অভিশাপ তোমাকে যন্ত্রণায় দগ্ধ করছে, কেঁদনা (অশ্রু মুছাইয়া দেওয়া) আবার আসব, আবার দেখা দেবো, যাই তবে?

শ্রীমতী— গীত

তোমারই রাঙ্গা পায়ের তলে আমি সঁপেছি পরাণখানি।
ভুলনা, ভুলনা, রসিক নাগর,
রাধা তোমার চির কৃষ্ণ কাঙ্গালিনী॥
জীবনে মরণে, জনমে জনমে, চরণ ছাড়া ক'রনা তাহারে,
যেন মন প্রাণ নিয়ে, সদা ডুবে থাকি,
কৃষ্ণ প্রেম পয়োধি মাঝারে,

এই নিবেদন, মম প্রাণধন,
কাতরে কহিছে, কেঁদে রাধা বিনোদিনী ॥

শ্রীকৃষ্ণ— গীত

হ্লাদিনী পরমা, শকতী আমার, তুমি কৃষ্ণ লীলার চির-সঙ্গিনী,
সকল শান্তি-নিলয় রাধা কৃষ্ণ বক্ষঃস্থল বিহারিণী।
তোমারে ভুলিলে, জগৎ ভুলিব,
আবার লয়েতে মিশিব,
চারু চন্দ্র নিভাননী ॥

শ্রীমতী— গীত

কেন বৃন্দাবনে এনে রেখে গেলে, ওহে নিঠুর কপট কালা।
কত সহিব প্রাণে, নিতি নিতি, অবলা হায় তব বিরহ জ্বালা ॥
ধৈরজ ধরিতে, নারি কোন মতে,
সদা মনে জাগে, বঁধু তোমার বদনখানি।

শ্রীকৃষ্ণ— গীত

কেঁদনা কেঁদনা, রাই বিনোদিনী,
আবার আসিব করিব খেলা,
ছলা পাতিয়ে, তোমারে লইয়ে, আবার উজাপিবে কালা।
কদম তলা, মনে রেখো রাই, চলিল কানাই,
কেঁদনা কেঁদনা আর মানিনী ধনী ॥

শ্রীকৃষ্ণ। তবে যাই।
(ইত্যবসরে মহাদেবকে দেখিয়া)
ঐ আসে ধরিতে আমায়—ধরিতে আমায়,
ধরিতে আমায় ভোলা পরম বিক্রমে।

মহাদেবের প্রবেশ।

মহাদেব। নিশ্চয় ধরব! ধ'রে এই বৃন্দাবনে তোমায় আবদ্ধ ক'রে রেখে দেব, এইও ধূর্ত্ত নন্দ সুত!

(কৃষ্ণকে ধরিয়া ফেলিলেন)

কৃষ্ণ। বৃন্দাবনের প্রতি, গোপ গোপীর প্রতি শঙ্করের এতদূর বাৎসল্যের উদয় হ'য়েছে, যে আমাকে ধরে বৃন্দাবনে আবদ্ধ ক'রে রাখ্‌তে চান্, যাই হোক্ একটু ছলনা করি, ভোলাকে ভুলিয়ে দিই, (প্রকাশ্যে) এঁ্যা এঁ্যা, আমাকে ছেড়ে দাও, আমাকে ছেড়ে দাও, এঁ্যা এঁ্যা, তুমি কি করছ, আমাকে ছেড়ে দাও, এঁ্যা এঁ্যা, আমাকে তুমি মেরে ফেল্‌বে নাকি, দস্যু নাকি? এঁ্যা ছেড়ে দাও (চেঁচাইতে থাকা)।

মহাদেব। বলি চুপি চুপি এসে কোথায় পালাচ্ছ? এঁ্যা, এত পালিয়ে যাওয়া তোমার স্বভাব, কৈ যাও দেখি আমার মাকে কাঁদিয়ে, আমার ছেলে দিকে কাঁদিয়ে, কই যাও দেখি।

শ্রীকৃষ্ণ। এঁ্যা এঁ্যা ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, আমি যাব, তোমার কি? ছাড়, ছাড়, ছাড়, আঃ আমার হাতটা ভেঙ্গে দেবে নাকি? ছাড়, নইলে দেখ্‌বে—

(শিবকে মারিতে যাওয়া, শিব ভয় পাইয়া যেন পাছু হাঁটিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণ ছুটিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছেন, ইত্যবসরে মহাদেব ধরিয়া ফেলিলেন এবং কোলে তুলিয়া লইলেন)

মহাদেব। এইও অতি বড় ধূর্ত্ত নন্দ দুলাল! এইবার পালাবে?

শ্রীকৃষ্ণ। আঃ, ছাড় গো, নইলে কামড়ে দোব, ছাড়, ছাড়, এঁ্যা!

(মহাদেবের কোলে ছট্‌ফট্ করিতে থাকা)

মহাদেব। তুলে আছ্‌ড়ে মেরে ফেল্‌ব, বল যে বৃন্দাবন ছেড়ে যাব না?

শ্রীকৃষ্ণ। তাই যাব না।

মহাদেব। বল যে আবার এসে বৃন্দাবনে নাচ্‌ব ?

শ্রীকৃষ্ণ। তুমিও বল যে, তুমি এবং দশভূজা রমণী আমায় পেট ভরে ননী খাওয়াবে, তাহ'লে আস্‌ব, তাহ'লে নাচ্‌ব ?

মহাদেব। আচ্ছা দোব।

শ্রীকৃষ্ণ। তাহ'লে আমিও নাচ্‌ব।

মহাদেব। বল যে, আবার গোষ্ঠে যাব, আবার শ্যামলী ধবলীকে সঙ্গে ক'রে গোষ্ঠে যাব, নন্দের বাধা বহন ক'রে বৃন্দাবনের পথে পথে বেড়াব ?

শ্রীকৃষ্ণ। আঃ, আমি কি তোমার চৌদ্দ পুরুষের চাকর, যা বল্‌বে তাই শুন্‌বো, ছাড় গো ! ছাড়, তোমার পায়ে পড়ি ছাড়।

মহাদেব। বেশী গোলযোগ কর ত—বেশী চেঁচামেচি কর ত—এখনি পা দুটো ভেঙ্গে ফেল্‌ব, বল ?

(জোর করিয়া যেন পিষিয়া ফেলিতেছে)

শ্রীকৃষ্ণ। আচ্ছ কর্‌ব, তুমি বল দেখি, তুমি আমার সেই সব খেলা দেখে আমার কাছে এসে ছুটে ছুটে বেড়াবে ?

মহাদেব। ছুটে ছুটে শুধু কেন, গড়াগড়ি দিয়ে বেড়াব, এই ব্রজের সমস্ত ধূলো গায়ে মেখে, আরও ক্ষেপে গিয়ে গুপ্ততত্ত্ব প্রকাশ কর্‌ব।

শ্রীকৃষ্ণ। তাহ'লে আমিও বাধা বহন ক'রে বেড়াব এবং বৃন্দাবনের যত ননীর ভাঁড় আছে সবগুলো ভেঙ্গে ফেলে দোব। ছাড়, তবে যাই ?

মহাদেব। আর দু' একটা কথা।

শ্রীকৃষ্ণ। আমি আর শুন্‌তে চাই না।

মহাদেব। আর দু' একটা কথা শুন নন্দদুলাল ! তোমায় পেট ভ'রে সন্দেশ খাওয়াব এবং পায়ে তোমার ভাল ক'রে সোণার নূপুর গড়িয়ে দোব, শোন।

শ্রীকৃষ্ণ। বল তবে কি কথা?

মহাদেব। স্বীকার?

শ্রীকৃষ্ণ। আচ্ছা, তাই হ'ল।

মহাদেব। আমার মায়ের গৌরব জগৎ জুড়ে দেখাবে? গোপ গোপীর ভালবাসা, জগতে অক্ষুণ্ণ ব'লে দেখাবে?

শ্রীকৃষ্ণ। দেখাব, শীঘ্রই দেখাব, বিলম্ব হবে না।

মহাদেব। তবে যাও, শীঘ্র এসো, নইলে আবার দ্বারকা হ'তে তোমাকে বেঁধে আনব। (শ্রীকৃষ্ণের চলিয়া যাওয়া)

মহাদেব। আর একটি কথা—আর একটি কথা।

শ্রীকৃষ্ণ। আঃ! বিরক্ত ক'রে মারলে! বল তাই?

মহাদেব। বিরক্ত হ'ওনা নন্দদুলাল! তোমার পায়ে পড়ি—তোমার পায়ে পড়ি।

শ্রীকৃষ্ণ। বুড়ো মিন্‌সে, কচি ছেলের পায়ে পড়্‌তে চায়, বল তাই বল?

মহাদেব। বল্‌ছি আমার ঐ চির বিরহিণী রাধা মাতাকে আর কাঁদাবে না? মা যে আমার বড় কাঁদ্‌ছে, ত্রেতায় বাল্মীকের বনে মাকে ফেলে রেখে কাঁদিয়েছ, এবার আবার বৃন্দাবনে এনে মাকে কাঁদাচ্ছ, নন্দদুলাল!

শ্রীকৃষ্ণ। আমি কি করব, আমি কি করব, শ্রীদাম যে একটি অভিশাপ দিয়েছে, তাইতে এত যন্ত্রণা।

মহাদেব। আচ্ছা দেখ্‌ব শ্রীদাম কতদূর তেজিয়ান্‌, কতদূর সিদ্ধ হ'য়ে গোলকের আসন লাভ ক'রেছে।

শ্রীকৃষ্ণ। বল ত এবার বৃন্দাবনে এসে যমুনার জলে শ্রীদামকে ডুবিয়ে রেখে যাব, তা হ'লেই হবে ত? তবে যাই।

[প্রস্থান

মহাদেব। আচ্ছা আমিই দেখে আসি কেমন শ্রীদাম।

[মহাদেবের প্রস্থান।

শ্রীমতী। একি, একি, কোথা আমি—
কেন আমি তমালের তলে ?

ললিতা। বেঁচেছ—বেঁচেছ বিনোদিনী ?

বৃন্দা। আয় বিনোদিনী, আয় বুকেতে আমার।

বিশাখা। তোমার জ্ঞান-লুপ্ত দশা হেরি,
আনিয়া তমাল তলে, সবে প্রাণ
বিসর্জ্জিতে সংকল্প করিয়া
জ্বালিলাম এ অনল
শোকানল ভরিয়া তাহাতে
সবে প্রাণ করিতে অর্পণ।

শ্রীমতী। আমার কারণেতে কেন সখীকুল !
পাপীনির কারণে কষ্ট পাইতেছ,
ত্যজ মোরে, কৃষ্ণহীন এ জীবন
রাখিবার আর বাঞ্ছা নাই। (রোদন)

বৃন্দা। কেঁদনা সুন্দরী বৃন্দাবনেশ্বরী !
তোমার রোদনে কাঁদিতেছে পাষাণ পর্য্যন্ত।
একি ! একি ! সখীকুল ! কৃষ্ণ অঙ্গ গন্ধ,
কৃষ্ণ অঙ্গ গন্ধ, বৃন্দাবন করিল আকুল,
একি ! শ্রীমতীর পদে একি লেখা—
অলক্ত কুঙ্কুম রাগে, দাস আমি তোমার শ্রীকৃষ্ণ।

সখীকুল। কৈ, কৈ, কৈ বৃন্দা ?

বৃন্দা। (বুক হইতে নামাইয়া) এই যে সখীগণ ! শ্রীরাধা বল্লভের স্বহস্তের লেখা, এই দেখ সখীকুল, দাস আমি তোমার শ্রীকৃষ্ণ, এই যে

লেখা রয়েছে। শুধু তা নয়, এই মালাও যে শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলের, তাই ত শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ পাওয়া যাচ্ছে, এই যে আবার মুরলীও রাধার হস্তে রয়েছে।

বিশখা। বল বল সবে আনন্দে মাতোয়ারা হ'য়ে, সবে বল জয় জয় আমাদের রাই কিশোরি কানায়ালাল কি জয়!

বৃন্দা—

গীত

বল কিবা হইল বঁধুয়া সনে।
স্বপনে স্বপনে, গোপনে গোপনে,
প্রাণে প্রাণে প্রাণ মিশায়ে যতনে ॥
কি বোল বলিল, কি কাজ করিল,
কেন লিখে গেল কথা চরণে,
মরম কথাটী, কহলো সখীরে,
আমি লিখে রাখি মরমে।
যদি কভু দেখা হয়, বঁধুয়া সনে,
তবে কহিব কথাটী মরমে,
গোপনে আসিয়া, কি কাজ করিলে,
ভেঙ্গে দিলে কেন ভরমে ॥

শ্রীমতী—

গীত

কহিতে সরে না বাণী কণ্ঠেতে আমার,
আসেনা স্মৃতিতে কিছু স্মরণ তাঁহার,
দেখিলাম চেয়ে মাত্র বঁধু এসেছিল,
মালা মুরলী দিয়ে, ভুলাইয়ে গেল,
আর দেখিতে পেলাম না, কোথায় লুকাইল বঁধু
আর দেখিতে পেলাম না,
যাবার সময় এই শুনিলাম, আর কেঁদনা কেঁদনা,
আবার আস্‌ব, কর্‌ব খেলা, আর কেঁদনা কেঁদনা

বৃন্দা— **গীত**

(দেখা হ'ল ত বলি)

নিমিষের তরে, দেখা হ'ল ত বলি,

ওগো প্রাণের পরম বঁধুয়া সনে, দেখা হ'লত বলি,

ওগো নিমিষ, বা নিমিষার্দ্ধ,

যার দেখা হয় কৃষ্ণ পাদপদ্ম,

সে ধন্য ভবের মাঝারে ॥

তুমি সেই ধনে, হ'য়ে ধনী, চিরদিন গরবিণী,

তোমার সমান বল কেবা হ'তে পারে ॥

(দেখা হ'ল ত বলি, নিমেষের তরে দেখা হলত বলি)

শ্রীমতী— **গীত**

দেখা হ'ল বটে কিন্তু চৌগুণ বাড়িল,

সখীরে মরম মাঝে বিরহ অনলে,

(কেবল রোদনই তার পরিণাম গো) ॥

বৃন্দা— **গীত**

ওগো—

কৃষ্ণ প্রেমের ঐ ত ধারা

কেবল ঝুরবে সদাই নয়ন ধারা,

দেখা হ'লত বলি,

শ্রীমতী— **গীত**

হ'ল হ'ল

কিন্তু সাধ মিটিল কৈ।

বহুদিন পরে অল্প দেখা

দেখায় আমার সাধ মিটিল কৈ।

প্রাণে অগাধ ভালবাসা রেখে ছিলাম,
দিতে কৈ পেলাম, কৈ পেলাম,
আমার সাধ মিটল কৈ।

বৃন্দা। সাধ মিটাব আবার তব,
কৃষ্ণ সোহাগিনী!
সাধ মিটিবে আবার তব,
কৃষ্ণ কাঙ্গালিনী!

(রাধিকার চিবুক ধরিয়া)

চল এবে, গৃহে ফিরে চল।

সখিগণ। জয় কিশোরী কানায়ালালকা জয়!

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

—০:*:০—

প্রথম দৃশ্য

বৃন্দাবন বনপ্রান্ত।

রাখাল বালকগণের প্রবেশ।

রাখালগণ— গীত

প্রাণ কঠিন কর, গমন দেহে থেক' না
চিন্তা অপার গভীর স্রোতে ডুবে যাও আর জেগনা।
নয়ন নীর, কত বা মুছিরে,
কত ব্যথা নিয়ে ব্যথিত হইরে,
যাও যাও যাও, মাটীতে মিশাও,
দেহ ধরিয়ে আর অবনীর সুখতান মানষে তুলনা॥
হবেনা হবেনা, যাতনা লাঘব, দূর গত মাধব,
গোপিকা নায়ক, ওরে সে বিনে সুখ ত
কখন হবে না॥

বিষাদ নৃত্য, শেষে সকলের মাটীতে আছাড় খাইয়া পড়া, পশ্চাতে বিষাদিত বিস্মৃত মূর্ত্তি শ্রীদামের প্রবেশ।

শ্রীদাম। মৃত্যু! মৃত্যু! ছুটে এস, আলিঙ্গন কর, অবনীর সমস্ত বিষাদ রাশি মুছে ফেলে অনন্ত শান্তির ধাম—আবার সেই, আবার সেই—

(নীরব হইয়া যাওয়া, পাগলের মত দাঁড়াইয়া থাকা)

ইকির মিকির ছিন্ন ছত্র মস্তকে, কপাল পর্য্যন্ত ভীষণ সিন্দুর তিলক
ধারণ করিয়া কানে মাকড়ি পরিয়া, পায়ে নূপুর পরিয়া,
হাঁ করিয়া, তাকাইতে তাকাইতে লোটা
কম্বল কাঁধে বাঁধিয়া প্রবেশ।

ইকির মিকির। এলাম বাবা! এলাম, দু'দণ্ড কোথাও যাব তার আর সময় পাই না, পেট পেট ক'রেই মলেম, কেষ্টাটা আর বিন্দ্রাবনে এলও না, আর আমিও তেমনটা খেতে পেলাম না, কেষ্টা ভাঁড় ভাঁড় ক'রে ননী-গুলো আন্‌তো এক আধটুকু আপনি খেতো, তারপর আমি হাম্ হাম হাম্ ক'রে সব খেয়ে ফেল্‌তাম, বেটার কি যে মতিচ্ছন্ন জুট্‌ল পালিয়ে গেল, তেমনটী আর খেতেও পাই না, মনের স্ফূর্ত্তিও পাই না, যাই দেখি কি হয়, বিন্দ্রাবনটা যত সুখের ছিল, তত দুঃখের হ'য়ে গেল, কেষ্টা ছাড়া যে বিন্দ্রাবন, সেটী বিন্দ্রাবন নয়—গুবন, কেষ্টারে! বাপ্‌রে! আর কি বিন্দ্রাবনে আস্‌বিনা রে? টেং টেং করিয়া শ্রীদাম প্রভৃতির কাছে যাওয়া! কেরে? (ভাল করিয়া ভঙ্গি সহকারে নিরীক্ষণ) এঁ্যা কেরে? ও বাপ্ কেরে? বাপ্ যে কথা কয়না রে! কেরে, কার ছেলে রে, ওরে এমন কাট পারা হ'য়ে গেছিস্ কেন রে—কি হ'য়েছে রে? কথা কয় না যেরে! এঁ্যা কার ছেলেরে?

(কিয়ৎক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া ক্রন্দিতস্বরে)

সিদ্‌মে, সিদ্‌মে, সিদ্‌মে, তুইরে, কথা ক! (শ্রীদামকে নড়াইয়া) অমন ক'রে থাকিস্ নে, মারা পড়বি যে, না মারাই প'ড়েছে, গড় করি বাবা! পালিয়ে যাই।

[ত্বরা প্রস্থান চেষ্টা।

মুট্‌রুর প্রবেশ।

ইকির মিকির। (মুট্‌রু বালককে দেখিতে পাইয়া) কেরে, আবার কেরে? পেছন ফিরে দাঁড়ালি যেরে, কেরে? ও বাপ্ সোণার চাঁদ!

এই জ্যান্ত ছিলি, এখনি কি মারা পড়্‌লি? গড় করি বাবা! কেউ কারো সঙ্গে কথা কয়না। তবে কি মড়াই নাকি? হ'লেও হ'তে পারে, দে চম্পট। (কাপড় বাগাইতে থাকা) তাহ'লে ত সবাই ভূত হ'য়ে গেছে, ও মাগো—বাবা গো! খেলে গো! (বলিয়া চীৎকার এবং তদবসারে মুটরু বালকের আগে ঝম্প প্রদান করিতে থাকা) ঐ রে বাপ্‌রে! (আবার মুটরুর লম্ফ প্রদান) ও বাপ্‌রে! ঝাঁপ পাড়া ভূত্‌রে, বেঙের মত লাফিয়ে লাফিয়ে যায় রে, ওরে বাপ্‌রে, বাবা, রাস্তা দে বাবা! ঝাপাঝাপী করিস্‌নে, রাস্তা দে, ও মাগো!

মুটরু বালক। ধর্‌ব, ধর্‌ব, ধর্‌ব।

ইকির মিকির। ধরিস্ নে বাবা ধরিস্‌নে, গাজার চাঁদ মালা দেব, ধরিস্ নে বাবা! ছেড়ে দে।

মুটরু বালক। না ধর্‌লে, কি রকম ক'রে ছেড়ে দেওয়া হ'তে পারে?

ইকির মিকির। ও বাবা! বিন্দ্রাবনের ভূতেও যে জেরাদারী ব্যবসা কর্‌তে পারে গো, ও বাবা ভূতের বিচার শক্তি রে, আগে ধরা, তারপর ছেড়ে দেওয়া, তাই ত বটে, তবে ধর, কিন্তু পেয়ে ব'সনা বাবা!

মুটরু বালক। এই তবে ধর্‌লাম।

(ঝাঁপাইয়া ধরা)

ইকির মিকির। তবে তুইও ধর্, আমিও ধরি।

(ঝাঁপাইয়া ধরা)

মুটরু বালক। তুই ধর্‌বি কেন বেটা, আমিই ধর্‌ব।

ইকির মিকির। তুই ছেলে মানুষ ভূত হ'য়ে আমাকে ধর্‌বি, আর আমি জ্যান্ত মানুষ হ'য়ে তোকে ধর্‌ব না। বেটা ভূত! তোর ভূতের আইন রাখ্, যখন মর্‌তে বসেছি, তখন ভাল ক'রেই মর্‌ব, তবু ভূতের ভূতামি আইন কিছুতেই শুন্‌ব না, বেটা ভূত!

মুট্‌রু বালক। ছাড়্ ছাড়্, বেটার গায়ের গন্ধ কি, আক্ থু!

ইকির মিকির। দেখ—দেখ, আমার গায়ে আক্ থু, বেটা ভূত! তবে তোর গায়েও আক্ থু! আমার গায়ে গন্ধ, বেটা আমার, লোকে দুপাঁচটা খেতে পারে, বেটা, আমার গায়ের গন্ধ রে শালা!

মুট্‌রু বালক। (সরিয়া যাইয়া) ইকির মিকির কাকা! কাকার আমার নামটি কেমন ইকির মিকির, আমি মুট্‌রু, আমাকে চিন্‌তে পারছ না?

ইকির মিকির। মুট্‌রু! মুট্‌রু! তুই আগে বলিস্ নাই কেন? ঝাঁপ্‌পাড়া ভূত সাজ্‌লি, বেহুপারা ভূত সাজ্‌লি, ও কি বাবা! তোর দুষ্টামি।

মুট্‌রু বালক। কাকা গো, সময়ে সবই করতে হয়, সবাই একরূপ ভাবছে বলে, কত আর চুপ ক'রে থাক্‌ব। কেষ্ট কেষ্ট ক'রে যে প্রাণটা গেল।

ইকির মিকির। তাই ত বটে রে বাবা! এই—এই দিক্ দিয়ে দেখে যা, সিদ্‌মে টিদ্‌মে সব কেমন ক'রে মারা প'ড়েছে দেখে যা।

মুট্‌রু বালক। কোথায় কাকা?

ইকির মিকির। আমার সঙ্গে আয় দেখে যা। (উভয়ের তথায় গমন) ঐ দেখ্ মারা গেছে নয়, পালাই বাবা!

মুট্‌রু বালক। না—না খুড়ো, মরে নাই, ওরা কৃষ্ণের সখা, কৃষ্ণ প্রেমে অচৈতন্য হ'য়ে পড়ে আছে।

ইকির মিকির। মরে নাই তাহ'লে?

মুট্‌রু বালক। না—না, মুখে একটু ক'রে জল দাও।

ইকির মিকির। (পতিত রাখালগণের প্রতি) খা বাবা! জল খা, তুই কার ছেলেরে, বসুদাম! আহা মরি মরি, বাপ্‌রে, নে জল খা, কি করবি, কেষ্টা যদি আর না আসে, তবে কি করবি? এই দেখ মুট্‌রু! একবার সবাইকে কুতু কুতু দিয়ে দেখি।

মুট্রু বালক। ঠিক্ ব'লেছ ইকির মিকির কাকা! (সকলকে কুতু কুতু দেওয়া) উঁহুঁ, না, তবে শ্রীদাম দাদাকে একবার দেখি, দাদা! উঠ দাদা, জাগ দাদা, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ ক'রে নাচ দাদা!

ইকির মিকির। আর নাচবে, যমের ঘরে রে, হা কেষ্ট, শেষে এই কর্‌লি বাপ্! কেলে সোনা! (পতিত বালকগণের প্রতি) আ হা হা, মাণিকগুলিরে, কচি ছেলেগুলিরে, কেন বিন্দ্রাবনে এসেছিলি বাবা? পেট ভরে দুটো খেতেও পেলি না, শেষে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে দম্ আট্‌কে মারা পড়্‌লি রে, হায়! হায়! হায়!

মুট্রু বালক। ব'স—ব'স, চেঁচিও না—থাম, কৃষ্ণ আমাদের বিন্দ্রাবনের প্রাণ, তার সখাদের আবার মৃত্যু আছে, ব'স, ব'সে দেখ।

ইকির মিকির। তাই বসি। (উভয়ের উপবেশন)

ব্রহ্মার প্রবেশ।

ব্রহ্মা। ঐ নয়—ঐ নয়, কৃষ্ণগত প্রাণ রাখালগণ ঐ নয়, অচৈতন্য ধূলায় পতিত রয়েছে? ঐ নয় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের পরম প্রণয়ভাজন শ্রীদাম, কৃষ্ণপ্রেমে তন্ময় হ'য়ে প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন কর্‌ছে? আ হা হা, ব্রজের এই ভাব কত যে শোকাবহ, কত যে ভাবপূর্ণ, ভাবুক ভিন্ন কেউ বুঝ্‌তে পার্‌বে না। হা কৃষ্ণ!

(ইত্যবসরে ইকির মিকির ও মুট্রুর ভীত চকিত ভাবে অবলোকন)

মুট্রু বালক। কাকা! দেখ্‌ছ কে একজন এলো? ক্রমশই এই দিকেই আস্‌ছে।

ইকির মিকির। তাইত রে মুট্রু! ও কিরূপ জানোয়ার, বাবা! চৌ-মুখো, লাল,—লাল চেহারা, চার দুগুণে আট আট্‌টা চোক্ বাবা! ওরে যমদূত তবে না কি? বল্লেম এরা মারা গেছে, তুই ত শুন্‌লিনা, যমদূতই বটে বাবা!

মুট্‌রু বালক। চুপ ক'রে—চুপ ক'রে চোখ বুজে, এইখানে আমার কাছে শুয়ে পড়, শুয়ে পড়। (উভয়ের শুয়ে পড়া)

ব্রহ্মা। কৃষ্ণ চিন্তা পরায়ণ, পরমপ্রেমিক শ্রীদাম! সর্ব্বলোক প্রজাপতি ব্রহ্মার নমস্কার গ্রহণ করুন। (প্রণাম)

(ইকির মিকির ও মুট্‌রুর কথোপকথন)

ইকির মিকির। শুন্‌ছিস্?

মুট্‌রু বালক। হুঁ।

ইত্যবসরে ক্ষুব্ধভাবে মহাদেবের প্রবেশ।

মহাদেব। কৈ ব্রহ্মণ! কৈ প্রজাপতি! শ্রীকৃষ্ণ সখা পরম গর্ব্বিত রাধা নিগ্রহকারী মহা তেজস্বী শ্রীদাম কৈ?

ব্রহ্মা। এই যে কৃষ্ণ প্রেম হত চেতন বালকগণের মধ্যে দাঁড়িয়ে ঐ যে কাষ্ঠ পাষাণ প্রায়, উন্মত্ত ধীরভাব, স্থির নয়নে শূন্য প্রাণে, ঐ সেই শ্রীদাম। (মুট্‌রু ও ইকির মিকিরের ভয়ে উঁকি মারা)

মহাদেব। বটে, এই সেই শ্রীদাম, গর্ব্বিত শ্রীদাম, তা না হ'লে গোলকেশ্বরীকে, আমার মাকে, হতভাগিনীর ন্যায় কাঁদ্‌তে হয়, শ্রীদাম! (শ্রীদামের হস্ত ধারণ) তুমি কেমন শ্রীদাম, তাই দেখ্‌তে এসেছি।

ইকির মিকির। ধরেছে বাবা! ধরেছে মুট্‌রু! চেয়ে দেখ্ বাবা! আবার একটা, ঢাঁকপেটে, তিরি নয়নে, ধক্‌ধকে এসেছে রে, এইবার দফা সার্‌লে বাবা!

মুট্‌রু বালক। (ভয় ব্যাকুল ভাবে) কাকা! কিগো, সব কি আস্‌ছে, এক একটা সাপ্, ঐ দেখ জিবগুলো লক্ লক্ কর্‌ছে, ফোঁস ফোঁস্ কর্‌ছে, ইকির মিকির কাকা! কি ও সবগুলো কাকা?

ইকির মিকির। চোখ বুঁজ, চোখ বুঁজ, চোখ বুঁজে মুখ গুঁজে পড়ে থাক্।

মুট্‌রু বালক। না কাকা, যদি এসে ধরে ?

ইকির মিকির। তা হ'লেই ত গেছি বাবা ! কেন বেরিয়ে এসেছিলাম রে, ও মাগো, ও বাবা গো, কোথায় যাই গো !

মুট্‌রু বালক। কাকা ওরা ঠাকুর হবে নাকি ?

ইকির মিকির। হ'লেও হ'তে পারে, গায়ে সাপ রয়েছে যখন তখন ঠাকুরই বটে বাবা !

মুট্‌রু বালক। কি ঠাকুর কাকা ?

ইকির মিকির। মা মনসারে ! দেখ্‌তে পাচ্ছিস্‌নে, গায়ে বড় বড় সাপ ফোঁস্ ফোঁস্ কর্‌ছে, মা মনসারে !

মুট্‌রু বালক। ও কাকা ! মনসা যে দেবী গো, ও যে পুরুষ মানুষের মত কাকা !

ইকির মিকির। ওরে তা হোক্‌রে, পুরুষ মানুষের বেশেই মা মনসা ছলনা কর্‌তে এসেছে রে, গড় কর্, মা মনসাকে গড় কর্‌রে ! আর মানত কর্‌রে, যে কাঁচা দুধ্ আর ধূনোর গন্ধ দিয়ে তোমার পূজা কর্‌ব মা।

মুট্‌রু বালক। আর ঐ লাল ঠাকুরটী কোন্ ঠাকুর কাকা ?

ইকির মিকির। ওরে বিচার করিস্‌নি রে, সবই মা মনসারে, গড় ক'রে পালিয়ে চল্, মা মনসারে গড় ক'রে ফাঁকে ফাঁকে দৌড় মেরে দে, বল্ তবে, আমার সঙ্গে সঙ্গে বলে যা।

ইকির মিকির ও মুট্‌রু। আস্তি কশুপ মুনীম্মাতা, ভগনী বাসুকে ওথা, জলদ্ গাঁড়ু মুনি পেত্‌নী মনসা দেবী নমস্তুতে, জয় মা বিষহরি ! জয় মা বিষহরি !

(উভয়ের দৌড়িয়া পলায়ন)

ইকির মিকির। (বাহিরে আসিয়া উভয়ে ভীত ও চকিত ভাবে) আসে গরুড়, পাশে গরুড়, শয়নে গরুড়, স্বপনে গরুড়, মা'মনসার দোরে গরুড়, গরুড়, গরুড়, গরুড়্ !

মুটুরু বালক। গরুর, গরুর, গরুর!

ইকির মিকির। গরুর নয় বাপ্, গরুড় গরুড় বল্, ও বাপ্ কামড়ায় নাই ত? ও বাপ্ কামড়ায় নাই ত?

মুটুরু বালক। না কাকা! (চীৎকার) চল কাকা! পালাও কাকা! আর এক দৌড় কাকা!

উভয়ে। গরুড়, গরুড়, গরুড়! (দৌড় মারিয়ে যাওয়া)

মহাদেব। শ্রীদাম! কথা কও, বেশ শীতল প্রাণে, উন্মুক্ত প্রাণে, কথাটী কও। কেন তুমি আমার অমন কৃষ্ণ প্রেমময়ী রাধা সুন্দরী মাকে, কুটীল নেত্রে চেয়ে অভিশাপ দিয়েছিলে, যে কৃষ্ণ বিচ্ছেদ যন্ত্রণা ভোগ করবে? বল, নীরবে থাক্‌লে চল্‌বে না, বল কেন অভিশাপ দিয়েছিলে?

ব্রহ্মা। সেই মায়ের শোকে, মাতৃ সেবক আজ সবাই উন্মাদ, সবাই শোকাশ্রু বিসর্জ্জন কর্‌ছে।

মহাদেব। না ব্রহ্মা, মায়ের ভাবনা কেউ ভাবে না, মায়ের নয়নধারা কেউ দেখে না, মায়ের নিশ্বাস কেউ গণনা করে না, পড়্‌ছে আর অনন্ত আকাশে মিশে যাচ্ছে, গণনা কর্‌বার লোক নাই। মনে ক'রেছিলাম, বৃন্দাবনে মায়ের উদ্বোধন হবে, কিন্তু হ'লনা, সবাই কৃষ্ণ কৃষ্ণ ক'রে পাগল হ'য়েছে, কিন্তু আমার পাগলিনী মায়ের প্রতি চাইবার লোক নাই, দেখি—দেখি শ্রীদামের অভিশাপ্‌টা কতদূর, শ্রীদাম! কথা কও, কেন আমার মাকে অভিশাপ দিয়েছিলে?

শ্রীদাম। কে তুমি? কে তুমি? বল্‌তে পার কি, আমার কৃষ্ণ কোন্ পথে গেল?

ব্রহ্মা। সে পথের অভিসন্ধি কে বল্‌তে পারে? কোন্‌টী তাঁর পথ, কোন্‌টী তাঁর গমন, কোথায় তাঁর গতির পর্য্যবসান, এ কথা কেউ বল্‌তে পারে না, বল্‌বার উপায় নাই, স্মৃতি সেখানে যেতে পারে না, গেলে আর ফিরে আসে না, অতএব বলাও যায় না।

শ্রীদাম। তবে।

মহাদেব। বল শ্রীদাম ?

শ্রীদাম। তুমিই বলনা দেখি, তাঁর তত্ত্বে কতটা বিভোর হ'য়ে ছুটে ছিলে ? একটুও বল, আভাস মাত্রও বল, দেখি কি জেনেছো তাঁর, বড় দাম্ভিক তুমি বল।

মহাদেব। দাম্ভিকতা তোমার না আমার শ্রীদাম ? যে আমার ভাবময়ী প্রেমময়ী মাকে অভিশাপ দেয়, সে দাম্ভিক না দাম্ভিক মহাদেব ?

শ্রীদাম। মহাদেবত্ব বোধই একটি দাম্ভিকতার নূতন ছন্দঃ।

মহাদেব। না—না, মহাদেবত্ব বোধই মুক্তির শেষ সোপান।

শ্রীদাম। তাই যদি হয় বিশ্বনাথ ! তবে বৃন্দাবনে ছুটে এসেছ কেন ? কাঁদ্‌তে এসেছ কেন ? স্বগুণ লীলাকে এত প্রেমের বলে প্রচার কর্‌ছ কেন ? যাও, আর বিরক্ত করো না, কৃষ্ণতত্ত্ব বুঝ্‌তে দাও, আমার প্রেমময় সখার গতি চিন্তা করি।

মহাদেব। সেই মহাদেবত্ব বোধের মধ্যে, সেই নিরাকার ভাবের মধ্যেই, এই মধুরতার বিকাশ রে, তাই কাঁদ্‌তে এসেছি। ভগবানের মহামুগ্ধকরী মানবীলীলায়, সে বোধ এখন ভুলে গিয়ে, প্রেমনদীর কূলে এসে দাঁড়িয়েছি, তাই বৃন্দাবনে ছুটে এসেছি বুঝ্‌লে ? বাদী নিরস্ত করা তোমার এখন গৌরবের বিষয় নয়, যে দুর্দ্দিনের মেঘখানা টেনে এনে এই প্রেম সাধনার পথটী কর্দ্দমাক্ত ক'রেছ, বল দেখি মেঘটা কেন টেনে এনেছ ? কেন আমার মাকে অত কঠোর, অত ভীষণ, অত রুক্ষণ অভিশাপ দিয়েছ শ্রীদাম ! কারণ দর্শাও, নয় তোমার কপট শোকাশ্রু এখনি অন্তরে বিলীন হ'য়ে যাবে, বল ?

শ্রীদাম। সে কথা শুন্‌বার জগতে প্রেমিক কেউ নাই যে শোনে।

মহাদেব। ক্রমশই গর্ব্বের এক একটা ঝলক্ নির্গত হ'চ্ছে, যাতে তুমিই অপ্রেমিক এবং দাম্ভিক ব'লে তোমাকেই পরিচয় দিচ্ছ।

শ্রীদাম। অপ্রেমিক তুমিই শঙ্কর, তা না হ'লে একমাত্র কৃষ্ণতত্ত্ব সাধনা প্রকাশ না ক'রে নানা তন্ত্রে নানাভাবের নানা সাধনা বিকাশ করবে কেন? জীব সকলকে পুনঃ পুনঃ কামনার গর্ত্তে ফেল্‌বার জন্য, পুনঃ পুনঃ পুনরাবর্ত্তনের পথে টেনে আন্‌বার জন্য, জগতের অতবড় নমস্য হ'য়েও তুমিই অপ্রেমিকতার পরিচয় দিয়েছ শঙ্কর !

মহাদেব। জিজ্ঞাস্যের উত্তর প্রদান কর, মূল ক্ষতি ক'রনা, বিতণ্ডার উত্থাপন ক'রনা, জগতে এখন এত বড় বাদী এত বড় তার্কিক সৃষ্ট হয় নাই যে, শঙ্কর বিকাশ তন্ত্রের প্রতি একটা ঘৃণার কটাক্ষ নিক্ষেপ করে এবং তার একটি বর্ণেরও ভাব সংগ্রহ করে, সে ক্ষমতা তোমার নাই, অতএব বল্‌ছি নিজের ত্রুটী, নিজের ভুল ভাঙ্গবার চেষ্টা কর।

শ্রীদাম। ভুল তোমারই, তুমিই ভুল ভাঙ্গবার চেষ্টা কর, তন্ত্রগুলো তোমার ছিঁড়ে ফেলে দাও। পার যদি কামনার কাঁটাগুলো কেটে প্রেমের সুপ্রশস্ত পথটা বাহির কর, যাও—আমার সম্মুখ হ'তে সরে যাও, প্রাণ ভ'রে কৃষ্ণতত্ত্বে ডুবে যাই।

মহাদেব। যে আমার প্রেমময়ী, ভাবময়ী শ্রীরাধা রাসেশ্বরী মাকে তাচ্ছিল্য ক'রে কৃষ্ণতত্ত্বে নিমগ্ন হ'তে চায়, সে আবার কৃষ্ণপ্রেমের কি ধার ধারে রে, বল্‌তে লজ্জা হয় না শ্রীদাম! এমন কপট কৃষ্ণ-ভক্তি কোথায় শিখেছ? এখন বল্‌ছি সদুত্তর দাও, নিজের ত্রুটী নিজের ভুল সংশোধন ক'রে নাও।

শ্রীদাম। পায়ে ধরি বিশ্বনাথ! আমার কাছ থেকে সরে যাও, দেখ্‌ছ এই গোপবালকগণ কেমন ক'রে ধূলায় লুণ্ঠিত হ'চ্ছে।

মহাদেব। এই ও (পুনর্ব্বার হাত ধরিয়া ফেলা) কাতরতা তোমার এখন রোখ দাও, দিয়ে শঙ্কর ভাষ্যের উত্তর প্রদান কর। নইলে—

শ্রীদাম। নইলে কি শঙ্কর? (ক্রোধভরে)

মহাদেব। নইলে—নইলে শুন্‌বে। (গর্জ্জন)

ব্রহ্মা। শ্রীদাম শঙ্করের এ কলহ কল্পনা, প্রেমের না প্রণয়ের? বিতণ্ডা! তোমার অঙ্গে যে পীযূষধারা প্রবাহিত হয়, কয়জন তা লক্ষ্য করে ; আরও বর্দ্ধিত হও, আরও মধুরতা আনয়ন কর।

শ্রীদাম। বলি বিশ্বনাথ! বিরজাতত্ত্বের কথা, বিরজা পারের কথা, তুমি শুন্‌বার কে?

(গর্ব্ব উক্তি)

মহাদেব। জাননা শ্রীদাম! বিরজাতত্ত্ব পারের উপদেশ, একমাত্র এই শঙ্করই জগতে বল্‌তে পারে।

শ্রীদাম। পার্‌লেও তৎপর পারে শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ সখা, তারা ভিন্ন সেখানের গতি বিধি লক্ষ্য কর্‌বার তোমারও সাধ্য নাই। যাও—পুনঃ পুনঃ বিনয় করি শঙ্কর! আমার সম্মুখ হ'তে সরে যাও।

মহাদেব। তোমার বিপুল দর্প চূর্ণ না ক'রে, তোমার বিষম ভুল সংশোধন না ক'রে, তোমার গর্ব্বের প্রায়শ্চিত্ত না ক'রে, শঙ্কর নড়্‌বে না।

শ্রীদাম। (ক্রোধভরে) সে প্রায়শ্চিত্ত কি শঙ্কর? তোমার গুপ্ত-তন্ত্রে কি ব্যবস্থা এঁটেছ তার, শুনি শুনি!

মহাদেব। শুন্‌বে—শুন্‌বে শ্রীদাম! সে প্রায়শ্চিত্ত তোমার, সেই শ্রীরাধার প্রতি অবজ্ঞা, তাচ্ছিল্য বিকাশের প্রায়শ্চিত্ত তোমাকে বৃন্দাবন থেকে দূর ক'রে দেওয়া।

শ্রীদাম। (বিস্ময় সহকারে) বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধা যদি মনে করেন, তাহ'লেও শ্রীদামকে বৃন্দাবন থেকে দূর কর্‌তে পারেন কি না তাও সন্দেহ, কেন না, কৃষ্ণ সখা শ্রীদামকে তাড়াবার ক্ষমতা গোলকেশ্বরীরও নাই, সেও যেমন স্বতন্ত্রা, শ্রীদামও তেমনি স্বতন্ত্রা, কিন্তু তুমি কে শঙ্কর! আমাকে বৃন্দাবন থেকে দূর কর্‌বার তুমি কে?

মহাদেব। দেখ, তবে শিবের রাধা সাধনার তেজ দেখ।

শ্রীদাম। রাধা-তত্ত্ব সাধনার চরম সীমায় তুমি যেতে পেরেছ শঙ্কর? না—না, আমরা সমস্ত গোপশিশুগণও ললিতা বৃন্দা আদি প্রাণের সহচরীগণ এমন কি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রও যেখানে স্খলিত পদ, সেই তত উচ্চে উঠেছ শঙ্কর? না—না, তোমার মত ত্রিভুবন নমস্য আত্মারামের এ কথাটা বলা ভুল হ'ল, আর যদি হয় তবে দেখাও, দেখাও কখন দেখি নাই, দেখাও আরও দেখাও তোমার সংহার শক্তিরও সমস্ত তেজ তাতে ঢেলে দিয়ে দেখাও, আগ্নেয়-স্রোত একবারেই উদগীর্ণ হ'ক, বিষ একবারেই ক্ষরিত হউক, আমি স্থির থাক্‌লেম, দেখি কেমন ক'রে নড়াও। কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! সখা! তোর শঙ্কর, আমাকে তোর লীলা নিকেতন শ্রীবৃন্দাবন থেকে তাড়িয়ে দেবে! না না ভুল কথা, কৈ শঙ্কর! তুমি জানন৷, আমি মনে করলে তোমাকেই বৃন্দাবন থেকে তাড়িয়ে দিতে পারি; কিন্তু তুমি কৃষ্ণের তৃতীয় মূর্ত্তি তাই তোমার সম্মান এখনও অক্ষুণ্ণ রাখ্‌ছি। ভুল ক'রনা, দেখি কি পাপের ফলে বিশ্বনাথ! তুমি আমাকে বৃন্দাবন হ'তে বিতাড়িত কর, কর আবার শর তূণীরে সংলগ্ন কর।

মহাদেব। কর্‌ব, তোর মত মাতৃদ্রোহীর শাস্তির জন্য তূণীরে তীব্র শর যোজনা কর্‌ব।

শ্রীদাম। কর, আমিও কৃষ্ণ কৃষ্ণ ক'রে মর্‌ব। কর ত সর্ব্বসংহার কর্ত্তা শঙ্কর! সংহার কর, ইহ জগতের মায়িক দেহটা ত্যাগ ক'রে পরপারে চলে যাই, কৃষ্ণ বিচ্ছেদ যন্ত্রণা আর সহ্য করতে পারি না। (উদাসভাবে প্রেমাশ্রু পরিত্যাগ) সংহার কর।

মহাদেব। তোমারই ভুল এই দেখ সংশোধিত হ'তে চল্ল, শিব দূতী! শিব দূতী!

ভয়ঙ্করী মূর্ত্তিতে হল মূষল হস্তে শিবদূতীর প্রবেশ।

শিবদূতী। কেন বিশ্বনাথ?

মহাদেব। শ্রীদামে তাড়ায়ে দাও বৃন্দাবন হ'তে।
দাও—দাঁড়ায়ে থেক না।
বাঁধি পাশে,—টেনে নিয়ে যাও
বৃন্দাবন হ'তে, শ্রীরাধা বিদ্রোহী
হইয়া, ঘরের শিশু—ভাবময়ী মাকে আমার
ক'রেছে তাচ্ছিল্য,—সেই পাপে
বহিষ্কৃত হোক্,—গর্ব্বিত শ্রীদাম।
ভব-আজ্ঞা অটল
রহিয়া যাক্ ভবের মাঝারে।

শ্রীদাম। রবে—রবে তোমারই আজ্ঞা ভবদেব!
রহিবে অটল।
না—না, আমি যাই পরাভব হইয়া।
অহো শঙ্করের রাধা সাধনার,—
হেরি প্রেমবল, কলহে প্রবৃত্ত আমি—
তবু মোর নয়ন হইতে ঝরে আনন্দ শীকর,

সত্যই ত, কে আমি জগতে, রাধাকে অভিশাপ দেবার কে আমি জগতে, কর—কর শঙ্কর! আমাকেই বৃন্দাবন হ'তে দূর কর, আমি বৃন্দাবনে থাক্‌বার সত্যই অনুপযুক্ত। তা না হ'লেও শ্রীকৃষ্ণ সখা শ্রীদামের বিভূতি বল তোমায় দেখাব, না—না কৃষ্ণ-প্রেমতত্ত্বে ডুবে যাই, বিভূতি অসার—ছোঁবনা ছোঁবনা।

বৃন্দার প্রবেশ।

বৃন্দা। সে অপরাধ তোমার খণ্ডন হ'য়েছে, এখন তুমি নির্ম্মুক্ত, ভেবনা, তোমার সম্মান রক্ষা কর্‌বার জন্য বৃন্দা এসেছে, শিব আজ্ঞায়

যেমন শিবদূতী এসেছে, তেম্‌নি তোমার কল্পনার ইঙ্গিতে কৃষ্ণদূতীও এসেছে, দেখি এ কলহ কোথায় নিবৃত্তি পায়।

মহাদেব। যাও, বাঁধহ শ্রীদামে।

বৃন্দা। শিবদূতী !
অমান্য করিয়ে কভু
বেঁধনা শ্রীদামে।
স্থির থাক, নয় ফিরে যাও,
নয় প্রেম আর বিভূতি লইয়া হ'ক্
ভীষণ সংঘর্ষ।

শিব। শিব আজ্ঞা ত্বরা করহ পালন শিবদূতী !

শিবদূতী। প্রেমের মূরতী হেরি
যত রৌদ্র যত রুক্ষণ
যত ভীষণতা, যায় দূরে পলাইয়া।
তাই স্পর্শিবারে কোমল বল্লরী
বজ্রও হইতে চায় বারিপূর্ণ মেঘের আকার।

শিব। পার্‌বে না ?

শিবদূতী। না পার্‌ছি না, ক্রোধ যেন শমের কোলে বিলীন হ'য়ে গেল।

শিব। অবসাদিকে ! কেন অবসন্ন হ'চ্ছ ?
কোথায় ভীষণ ভৈরব !
আয় দেখি ত্বরা করি
শিব আজ্ঞা করিতে পালন।

ভীষণ ভৈরবের প্রবেশ।

ভীষণ ভৈরব। এই যে এসেছি, ভূতপতি !
শ্রীদামে বাঁধিয়া শূন্যে লইবার তরে।

ললিতার প্রবেশ।

ললিতা। ললিতা এসেছে তায়,
দলিতা ফণিনী প্রায়
প্রেমের কলহে।
সাবধান ভীষণ ভৈরব!
যেওনা প্রেমের পথে
ভীষণতার ছবি তব করাতে দর্শন।

ভীষণ ভৈরব। টলিল হৃদয়,
গলিল নয়ন হ'তে আনন্দ নির্ঝর,
কাঁপিল দুইটী ভুজ
ললিতার প্রেমের হুঙ্কারে।

রাখালগণ। এ্যাঁ, কৈ কৃষ্ণ!

(দাঁড়াইল)

শ্রীদাম। ওরে কৃষ্ণ থাকলে কি আজ শ্রীদামকে বৃন্দাবন হ'তে তাড়াবার এত উদ্যোগ হয়, ঐ দেখ দেবাদিদেব শঙ্কর প্রতিজ্ঞা ক'রেছেন আমাকে বৃন্দাবন হ'তে তাড়াবেন, আর আমিও প্রতিজ্ঞা ক'রেছি বৃন্দাবন হ'তে যাব না।

শিব। হইয়াছে সব আয়োজন।
তবে শিবগণ সহ বাধুক
সংগ্রাম, শ্রীদামে শাসিতে।
শ্রীদাম! এস দেখি গোপ শিশু!
কত জান প্রেমের পরম সন্ধি
শঙ্কর হইতে,—বিশ্বদাহী
ধরিনু ত্রিশূল, হও বহির্গত

বৃন্দাবন হ'তে
নয় থাক স্থির কেমনে রহিবে।

শ্রীদাম। সত্যই কি বৃন্দাবন হ'তে
হব বিতাড়িত আমি শঙ্কর শাসনে?
কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! আয় দেখি সখা!
দেখে যারে, শ্রীদামে তাড়াতে
শঙ্করের বিপুল উদ্যোগ।
দেখে যারে সখা! কত শ্রীদাম
তোমার ভাই হইছে লাঞ্ছিত
সত্যই কি কানায়ালাল—
শ্রীদামের বাস উঠে যাবে
বৃন্দাবন হ'তে? অহো রাধা অপরাধী
আমি দেখে যা ভাই—
বৃন্দাবন হ'তে হই বিতাড়িত।

(আনন্দ উন্মত্তভাবে রোদন)

শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শন হস্তে প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীদাম! শ্রীদাম! প্রাণের পবিত্র সখা!
কেন ভাই বিষাদিত?
কে পারে তোমারে ভাই—
তাড়াইতে বৃন্দাবন হ'তে,
এই যে এসেছি আমি কর বিলোকন।

শ্রীদাম। এসেছ—এসেছ কানায়ালাল! এসেছ, দেখি ভাই, এস একবার বুকে ধরি, আলিঙ্গন করি, প্রাণের ভিতরের আগুনটা নিভিয়ে দিয়ে শীতল হই। (কৃষ্ণকে আলিঙ্গন)

শ্রীকৃষ্ণ। এর পর বুড়োর সঙ্গে যুদ্ধ কর ত, এ সুদর্শন নাও ত।

শ্রীদাম। পারব ত—শিবের সহিত সমর করতে পারব ত?

শ্রীকৃষ্ণ। খুব পারবে ভাই! জগতে দেখাও, যে কৃষ্ণ পদাশ্রিত রাখালগণ বিরিঞ্চি শঙ্করকেও পরাস্ত করতে পারে।

শ্রীদাম। তবে দাঁড়াত ভাই দেখি (সুদর্শন গ্রহণ) এইবার এস শঙ্কর! বিভূতী রাজ্যের প্রক্রিয়া পরিদর্শন করাও।

(সুদর্শন লইয়া দাঁড়াইলেন)

শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীদাম দাদা! শুধু যুদ্ধ করবে কেন, কৃষ্ণের কাঁধে চড়ে ঐ বুড়োর সঙ্গে যুদ্ধ কর, বুড়োর সিদ্ধির নেশাটা চটিয়ে দাও ত।

(শ্রীদামকে স্কন্ধে গ্রহণ)

(রণবাদ্য ও সংগ্রাম)

মহাদেব। ওকি! ওকি! শ্রীদাম যে সুদর্শন হাতে ক'রে সংগ্রাম করছে! শ্রীদামকে সুদর্শন কে দিলে?

ওকি হেরি, ওকি হেরি,—
শ্রীদাম স্কন্ধেতে কার চড়িয়া সহর্ষে—
ধরিয়াছে করে সুদর্শন।
এ যে প্রেমময় বিভু—
সমুদিতা শ্রীদামের বিষম চিন্তায়।
হেরি ইহা, ভাব চমৎকার—
আর কি শঙ্কর চায় সংগ্রাম করিতে।
শ্রীদাম! শ্রীদাম!
কে পারে তোমারে তাড়াতে বল
বৃন্দাবন হ'তে,
শত শত এলেও শঙ্কর—

তোর রণ নারিবে জিনিতে
প্রেমে যাবে সকল ভুলিয়া,—

চিনেছি শ্রীদাম! তুমিই কৃষ্ণের যথার্থ অন্তরঙ্গ সখা, আরও চিনেছি—তোমরা এক একটী ব্রজবাসী কৃষ্ণেরই স্বরূপ, বিলাস বিভিন্ন মূর্ত্তি, অতএব শঙ্করের ভাবের প্রণাম, প্রেমের প্রণাম গ্রহণ কর।

(শিবের বাহু প্রসারণ করিয়া শ্রীদামকে প্রণাম)

শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীদাম! শ্রীদাম। এই দেখ তুমিই জয়ী হ'লে, তোমাকে আমার প্রেমের শঙ্কর কি হারাতে পারে? যদি আমি তোমাকে হারাতে পারি, তবে শঙ্করও পারেন, কেননা আমিও যা ঐ বুড়োও তাই, বুড়ো আমি একই, ভিন্ন মূর্ত্তি মাত্র। যাও—যাও শ্রীদাম! তুমি বুড়োর পায়ে লুটিয়ে পড়, যদি জগতের নমস্য কেউ থাকে, তবে ঐ বুড়ো, যদি আমার সমান কেউ থাকে, তবে ঐ বুড়ো, যদি আমা অপেক্ষা কেউ উচ্চে থাকে তবে ঐ বুড়ো, যাও—যাও, শীঘ্র পায়ে পড়।

শ্রীদাম। বিশ্বনাথ! বিশ্বনাথ!
কাহার চরণ তলে পতিত হ'য়েছ।
সে যে দাস ঐ পায়ের ধূলার,
তাই ধূলো নিতে হাত বাড়াইল
শ্রীদাম সেবক।
বাবা! বাবা! বাবা বিশ্বনাথ!
তুমি নাথ জগৎ জীবের—

(শ্রীদামের শিব পদতলে লুণ্ঠন)

শ্রীকৃষ্ণ। হরি কয় হরি হরি বোল!
আমার ভক্তের রণ দেখরে জগৎ,
একই জল কণা সঞ্চিত হইয়া
মেঘরূপে উদয় আকাশে,

থাক সবে বুড়োর পায়েতে ধরি
চাও বর, পাইবে আনন্দ।

(শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান)

ব্রহ্মা। এসে কোথা যেতেছে কানাই ?
ধরা দাও অখিল ব্রহ্মাণ্ড নাথ !
তোমার মধুর খেলা হেরি বৃন্দাবন মাঝে,
দাঁড়াও—দাঁড়াও, ধরা দাও, ধরিব তোমায়।

(কৃষ্ণের পশ্চাৎ গমন)

শ্রীকৃষ্ণ। এস ব্রহ্মা ! তুমি যে স্বরূপ মম
কেন ভ্রান্তি মানব-লীলাতে ?
এস পুনঃ হব বৃন্দাবনে সমুদিত আমি।

[উভয়ের প্রস্থান।

মহাদেব। শ্রীদাম ! শ্রীদাম ! মহা প্রেমিক শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ সখা ! আয় রে আয়, বুকে ধ'রে তোকে আরও প্রেমে উন্মত্ত হ'য়ে যাই।

(শ্রীদামকে বুকে তুলিয়া ল'য়ে)

শ্রীদাম। বাবা বিশ্বনাথ ! বল বাবা ! আর আমাকে বৃন্দাবন হ'তে তাড়াবেন না ?

মহাদেব। শ্রীদাম ! আর তোকে বৃন্দাবন থেকে যেতে হবে না, দেখ্‌লাম শ্রীদাম রে ! তুই বৃন্দাবনে থাক্‌বার উপযুক্ত, আর কেউ নয়, এমন কি শঙ্করও নয়।

বৃন্দা। ললিতা ! শ্রীদাম শঙ্করের প্রেমের কলহ নিবৃত্তি পেয়েছে, যাও—এক্ষণে আমার মায়ের কাছে যাও, তোমাদিগে দেখ্‌তে না পেয়ে মা আমার কতই না কাঁদ্‌ছেন।

বৃন্দা। মায়ের দুঃখ দূর কর্ত্তে যখন মায়ের সন্তান জেগেছে; তখন আর কি শোকের কারণ আছে বলুন? আয় রে—আয় রে বৃন্দাবনের গোপগোপীগণ! আয় রে রাধাকৃষ্ণের মিলন দর্শনে যুবক প্রেমিক ভক্তগণ! আর যে যেখানে আছিস্ আয়! বাবা বিশ্বনাথের এসে পায়ে ধর, যদি প্রকৃত বৈরাগ্য জাগাবি, প্রকৃত প্রেমিক হবি ত বাবা বিশ্বনাথের শরণাপন্ন হ, হর নইলে হরির দর্শন হয় না, আয় বিশ্বনাথের পায়ে ধর্।

সকলে। বাবা! বাবা বিশ্বনাথ! দয়া কর, দয়া কর, একবার শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্দাবনে নিয়ে এস। এনে একবার নাচাও।

(শিবের পদধারণ)

সকলের— **গীত**

ও বাবা বিশ্বনাথ, বাবা বিশ্বনাথ, ও বাবা বিশ্বনাথ।
তোমার রাঙ্গা চরণ-যুগলে,
সকলে করি প্রণিপাত, করি প্রণিপাত॥
তোমার কৃপা না হ'লে,
ভূমণ্ডলে কেউ পারে না যেতে পারের পথে,
করুণা বরুণা তোমার, ছাপিয়ে চলে,
এক বিল্বপত্র মাত্র প্রদানেতে,
বম্ বম্ বম্ ভোলা মহেশ্বর,
সর্ব্ববাঞ্ছা পূর্ণকারি ত্রিলোচন ত্রিভুবন নাথ।

মহাদেব। অহো হো! বৃন্দাবনের জন না হোলে কি এতটা ভক্তি কেউ শিখ্‌তে পারে, ভোলা ভক্তি পেয়ে আরও গলে গেল, আরও উন্মাদ হ'য়ে গেল। চিন্তা নাই ব্রজবাসীগণ! আবার কানুকে বৃন্দাবনে নিয়ে এসে নাচাব, আবার শোকের বৃন্দাবনকে সুখের ক'রে তুল্‌ব।

যাও—ললিতা বৃন্দা আমার মায়ের কাছে যাও, মাকে সান্ত্বনা করগে, আমি এই গোপ শিশুগণকে নিয়ে কৈলাসে চল্লেম, অনেকদিন ক্ষুধায় সব কাতর আছে, ভব ভবানি আজ পরমাদরে ব্রজ রাখালগণকে ভোজন করাবে।

সকলে। জয় কানায়ালাল কি জয়!

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—দ্বারকার প্রমোদ উদ্যান।

কৃষ্ণ সঙ্গিনীগণ সহ রুক্মিণীদেবীর প্রবেশ।

রুক্মিণী। বাজাত সঙ্গিনীগণ!
বাঁশরি আবার,
ললিত মধুর স্বরে
জুড়াইয়া কাণ।
নৈশ শান্তি গর্ভে
স্বরের লহরি তুলি
বিশুদ্ধ পরাণে।
আজি সুখের দ্বারকা ভূমি
গরবে গরিয়া যাক্ স্বরগ হইতে।

(সখিগণের বংশীধ্বনী)

মাধবের পূর্ণ প্রেম রাস,
হবে আজি দ্বারকা কাননে।
ফোট ফুল, অলি কর মধুর গুঞ্জন
স্নিগ্ধ সমীরণ, বহত নৈশ শিশির মাখি
বসন্ত রঙ্গেতে, কোকিল কাকলি তোল, পঞ্চম রাগেতে
পাপিয়া ডাকত পাখী—
যে বুলি শিখেছ তুমি ঐশ কৃপাবশে।
সেই স্বর ছড়াও সর্ব্বত্র
ময়ূর ময়ূরী! হংস হংসী!
চক্রবাক্ চক্রবাকি! কপোত কপোতি!

সবে এস, আসিয়া প্রেমের বুলি—
কর কণ্ঠে সতত আলাপ।
গগণ! বিমল হও,
বিমল চন্দ্রমা!
বিশ্ব সিংহাসনে হও উজ্জ্বল প্রদীপ,
প্রেমোল্লাসে মাতহ বিশ্বের জীব!
মগ্ন থাক, ডুবে থাক, ঐশ প্রেমে
যে যথায় রয়েছ জগৎ জীব!
সবে, নিদ্রার কোমল কোলে
থাক অভিভূত।
বহ্মা শিব! ব্রহ্মা শিব!

ব্রহ্মা ও শিবের প্রবেশ।

ব্রহ্মা ও শিব। (প্রণাম করিয়া)
মহালক্ষ্মি
লহ প্রণিপাত, আদেশ উভয় দেবে?

রুক্মিণী। কানন কুঞ্জের দ্বারে
থাকহ প্রহরি স্থির ভাবে,
মগ্ন হ'য়ে মাধব চিন্তায়।
আজি দ্বারকায় মাধবের মহাবিলাস
হইবে সমাধা,
যাও! সর্ব্ব হ'তে সর্ব্বজীব
আমার সন্তান, প্রকৃতির রঙ্গলীলা
হেরিবারে না হয় উচিত।
নিদ্রা গর্ভে ডুবে যাও কানন উপান্তে।

ব্রহ্মা ও শিব। যথাদেশ তব বিশ্বধাত্রী!

(উভয়ের প্রস্থান কুঞ্জদ্বারে দণ্ডায়মান থাকা)

রুক্মিণী। সত্যভামা! সত্যভামা!

চিত্রপট হস্তে সত্যভামার প্রবেশ।

সত্যভামা। দিদি! দিদি! দেবী! দেবী!

রুক্মিণী। জান তুমি।

সত্যভামা। একি! রুক্মিণীর মূর্ত্তিখানা আজ যেন জ্বল্‌ছে, যেন চাপা ছাই উড়ে গিয়ে জ্বলন্ত অগ্নি বাহির হ'য়েছে, মলিন আবরণটা কেটে গিয়ে যেন দেবীত্বের বিকাশ ক'রে দিয়েছে। একি তেজোদৃপ্ত মূর্ত্তি, অনন্ত রূপের ফোয়ারা ছুটে এল, চাঁদও মলিন হ'য়ে গেল, জ্যোৎস্নাও ধূসর বর্ণে পরিণত হ'ল, ফোটা ফুল সব যেন রুক্মিণীর হাসিতে সুরভিত হ'ল, দেবী! দেবী! দিদি! দিদি! তুমিই সর্ব্বপ্রধানা, তুমিই সর্ব্বপ্রধানা।

রুক্মিণী। আমি সর্ব্বপ্রধানা নয় সত্যভামা! সর্ব্বপ্রধানার আভাষ মাত্র আমি, ছায়ামাত্র আমি, সর্ব্বপ্রধানাকে একদিন দেখ্‌বে, দেখাবার এই সূচনা।

সত্যভামা। অপরাধ নিওনা সুন্দরি!
পারিজাত প্রসঙ্গ কলহ
পাপ কর, বিমোচন,
সত্যভামা কহিছে বিনয়ে। (পদ ধারণ)

(রুক্মিণী সত্যভামাকে উঠাইয়া)

রুক্মিণী। ভগিনী! কনিষ্ঠা ভগিনী মোর,
আদরের সোহাগিনী, মাধবের
স্নেহের সুষমা!
তোর সনে অভিমান সাজে কি আমার?

কনিষ্ঠা ভগিনী সমা তুই,
তুই কর-স্নেহের আধার
আমরা আদরে করি পরাণে ধারণ।

(সত্যভামার হস্ত ধারণ)

সত্যভামা। ফুল করে স্নুরভি প্রদান,
সাধু করে কৃপা বিতরণ,
তব স্নেহ স্বর্গীয় কুসুম।
বল দেবি! বল কিবা করিতে হইবে?

রুক্মিণী। আনন্দ রঙ্গিণীরূপে
সাজহ সকলে,
মাধবের মহা বিলাস করিতে সমাধা।
এই রাসমঞ্চে দ্বারকায়
মহা মহোল্লাসে।
আজি পুণ্য তিথি পূর্ণিমা বাসর,
আজি হবে মাধবের যামিনী কৌতুক
তুমি আমি শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গিনী সহ
হইবে প্রেমের খেলা, প্রীতির ইঙ্গিতে।
সাজাও ভগিনী মোর! মাধবের বিলাস পর্য্যঙ্ক,
নূতন যুথিকা ফুলে পাত সজ্জা
সুন্দর করিয়া, রতন দেউটি সব
জ্বাল চারিভিতে, কুঙ্কুম অগুরু
আর কর্পূর চন্দনে, ধূপদানে
আমোদিত কর মঞ্চ গৃহ
মাধব বিলাস কর, যতনে সমাধা।

সত্যভামা । তোমার আজ্ঞায় হ'ল পুলক পরাণ
ভূলোক হউক আজ দ্যুলোক সমান,
আনন্দে মাতুক বিশ্ব,
প্রেমে, হোক্ সন্তর্পিত জগতের জীব ।

(সত্যভামার সিংহাসন সাজাইয়া দেওয়া)

রুক্মিণী । বাস্ !
সজ্জিত হইল বিলাস পর্য্যঙ্ক,
দীপাবলি চারিদিকে জ্বলিছে
কৌতুকে, উঠিছে অগুরু ধূম,
ব্যোমতত্ত্বে মিশাইতে
সাধক জীবন ।
শান্তিময়ী রাত্রি, হইল নিস্তব্ধা
সখিকুল ! পরম পুলকে কর
মাধবে আহ্বান,
আলাপি বাঁশীর স্বর বসন্ত বাহারে ।
কৃষ্ণ রসে সবে ডুবে যাও ।

(অগ্রে বংশীধ্বনি ও নৃত্য পশ্চাৎ গীত)

ইত্যবসরে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ ।

কৃষ্ণ সঙ্গিনীগণ— **গীত**

এস এস শ্যাম বিনোদ বাঁকা বঁধুয়া হে—
তোমার আরতি, গাহিছে যুবতী,
পীরিতি রসে চিত্ত ডুবায়ে হে ।
পীরিতি আসনে তোমায় বসাব
পীরিতি নীরে চরণ ধোয়াব

পীরিতি গন্ধা অঙ্গেতে লেপিব,

পীরিতি মালা পরায়ে দিয়া হে।

(তোমার) পীরিতি সাগরে সাঁতার দেব

• ভালবাসা যত কুড়ায়ে নোব,

বঁধুয়া বলিরা, গরব করিয়া, যাইব চলিয়া, প্রাণ খুলিয়া হে।

শ্রীকৃষ্ণ। বেশ্, বেশ্, বেশ্!

কৃষ্ণ সঙ্গিনীগণ। তা বেশ্, বেশ্ বেশ্!

রুক্মিণী। তুমি বেশ, না তোমার বেশই বেশ, না তোমার জগৎ বেশ, কোন্‌টী ভাল বেশ?

শ্রীকৃষ্ণ। আমার সবই ভাল বেশ, আমিও বেশ, আমার বেশও বেশ, আর আমার জগৎও বেশ!

কহ দেবি!

কি কারণে ক'রেছ আহ্বান?

রুক্মিণী। রাসলীলা তরে—

শ্রীকৃষ্ণ। দ্বারকাতে রাসলীলা?

ভাবালে আমায়!

রুক্মিণী। মনে আছে—

কি জন্য সূচনা,

বিশ্বব্যাপ্ত জ্ঞান ধ'রে

কেন প্রভু যাইছ ভুলিয়া

কর পুনঃ খেলার বিস্তার

বিশ্বনাথ গিয়াছে ক্ষেপিয়া

তব।

শ্রীকৃষ্ণ। (বাধা দিয়া স্বগতঃ)

সত্যাইত মিলিত হইব পুনঃ

রাধিকার সনে
চিত্রদান তাহার কারণ?　　(বিস্ময়ে)

সত্যভামা। না না তোমায় বড় ভালবাসি প্রিয়তম!

শ্রীকৃষ্ণ। ভয় নাই সুন্দরী!
(আবার চকিতে)
রুক্মিণি! রুক্মিণি!

রুক্মিণী। বল সখা! বল কান্ত!

শ্রীকৃষ্ণ। রাধারে অমান্য করি
তোমার কথায়
রাসলীলা করিব আরম্ভ?

রুক্মিণী। করতে হবে
রুক্মিণী কহিছে।

শ্রীকৃষ্ণ। করতে হবে?
তোমার আদেশ
আচ্ছা—
তবে বিশ্ব ভাব! এক মুখি হও,
শ্রীকৃষ্ণ করিবে আজি
দ্বারকা বিহার।

রুক্মিণী। বাজাও বাঁশরী পুনঃ
রুক্মিণী সঙ্গিনী
মাধবের হর্ষ প্রদানিতে।
গাহ গীতিকা পুনঃ
মদন আবেশি—
কাম বীজ নাথ কৃষ্ণে
কাম বীজ কর সঞ্চারিত।

(বংশীধ্বনি ও নৃত্য গীত)

শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গিনীগণ— গীত

কামিনীর কমনিয় রূপ তুমি হে বঁধু—তুমি হে বঁধু ।
রঙ্গিন তুলিতে, মাখানো তাহাতে,
তোমারই অগাধ প্রেম মধু, প্রেম মধু, প্রেম মধু।
ফুলের সুরভি, চাঁদের হাসি,
বিমল কাসারে কমুদ রাশি,
সকলই তুমি, সকলই তোমার, প্রেম রাশি,
খেলিছে বিকাশি সকল মিশিয়া,
সকল হইয়া, তুমি কেবল এক রয়েছ শুধু।
নবীন কাম, তুমি হে শ্যাম,
কাম কানন কোন্ নূতন গঠন কামরূপেতে, জগৎ গঠিত,
কামরূপেতে তাহারি সাধন তোমারি,
তোমারি, বঁধু হে তোমারই প্রেমমূর্ত্তি নিদর্শন,—
আজ কামের বীজে, কামিনী লইয়া খেলহে
কানায়া পিয় হে পিয় হে আনন্দ মধু।

(উন্মত্ত বিভোর নৃত্য-ভাব)

শ্রীকৃষ্ণ—

আজি খেলুব খেলা, আজি খেলুব খেলা,
কুঞ্জ কানন মাঝে, রমণীপুঞ্জ লইয়া।
শিখাব রতি, শিখাব রীতি—
কাম-বীজ কণ্ঠে গাহিয়া।

(সখিগণের করতালি দেওয়া ও নৃত্য)

(পূর্ব্ব গীতাংশ)

আমিই কাম, আমিই কামিনী, আমিই কামিনীমোহন বন্ধু,
পিরিতির রীতি, আমারই মূরতী, অগাধ প্রেমের সিন্ধু,
আমি, আমি হ'য়্যা, তোমাতে মিশিয়া
রূপের মাধুরি দোষ জগতে বিলায়া।

(শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গিনীগণ বিহ্বল-নৃত্য ও পূর্ব্বোক্ত)

শ্রীকৃষ্ণ—

এস মহিলা, অবলা, অখলা, সুশীলা, সরলা মম আকৃতি।
বিশ্ব প্রসূতি, বিশেষ বিভূতি, স্নেহের মূরতী, দয়া স্রোতস্বতী।
আমারই রূপ, আমারই রূপে, আমি হ'য়ে যাই মিশিয়া,
আমি হোয়ে যাই মিশিয়া,—
এইত রাস, জীব সুখল্লাস, কবি রসিক কহে হাসিয়া।

সত্যভামা। মাধবের মহা-বিলাস দিনে, সেই চিত্রপট,—দেবর্ষি নারদ আমায় শ্রীকৃষ্ণকে দেখাতে ব'লেছিলেন, আচ্ছা দেখাই, আচ্ছা দেখাই, দেখি কি রহস্য এর ভিতর লুকিয়ে আছে, পটাবাস! উন্মোচন হও, কান্ত! পরিদর্শন কর, পরিদর্শন কর।

(শ্রীকৃষ্ণকে চিত্রপট দেখান)

শ্রীকৃষ্ণ। (নৃত্য থামিয়া সবিস্ময়ে) ও কি দেখাচ্ছ, সত্যভামা! ও কি দেখাচ্ছ? কার মূর্ত্তি! কার মূর্ত্তি! দাও—দাও বুকে ধরি, দাউ দাউ ক'রে আগুন জ্বলে গেল, দাও—দাও বুকে ধরি।

(চিত্রপটের কাছে জোড়হস্তে ক্ষমা লইতেছেন)

(হা দেবী ! হা দেবী ! হা বৃন্দাবনেশ্বরী ! কাঁদিয়া মাটিতে
পতন ও হঠাৎ নৃত্য বাদ্য থামিয়া যাওয়া এবং
সকলের ভীত স্তম্ভিত ভাব ধারণ)

সকলে। কি হ'ল, কি হ'ল কান্ত ! কি হ'ল ?

(সকলের চাহিয়া থাকা এবং রুক্মিণী মৃত্তিকা হইতে
তুলিয়া পর্য্যাঙ্কে শয়ন করাইলেন)

রুক্মিণী। একি ! কেন রাসে বিরাস আনিলে ?
বিষাদ কালিমা কত ব্যপ্ত হ'ল
উল্লাস গগণে।
কহ হে কমল আঁখি ! তব কথা শুনিতে
র'য়েছে সব উৎকর্ণ হইয়া।

সত্যভামা। তাইত একি হ'ল ?
চিত্রপটে কিবা ছিল !
অথবা এ চিত্রপট
কোন শোকাবহ স্মৃতি আনি,
হেন দশা করিয়া তুলিল।
কথা কও, ত্যজ মূর্চ্ছা হৃষিকেশ !
সত্যভামা কাঁদিছে চরণতলে।

(ইত্যবসরে সঙ্গিনীগণের কৃষ্ণকে চামর ব্যজন ও
মুখে মস্তকে শীতল জল প্রদান)

উল্লাসে মহাদেবের প্রবেশ তৎ পশ্চাৎ ব্রহ্মার
বিস্মিতভাবে প্রবেশ।

মহাদেব। মূর্চ্ছিত হ'য়েছে নয়, মূর্চ্ছিত হ'য়েছে নয়, মায়ের আমার দশম দশার চিত্রপট দেখে, মাধব ! তুমি মূর্চ্ছিত হ'য়েছ নয় ? বেশ হ'য়েছে !

.বেশ হ'য়েছে! ব্রহ্মা! ব্রহ্মা! এইবার মাতৃ মিলনের অধিবাস হ'ল, এস—এস ইচ্ছা শরীর অম্বরে গোপন করি, মাতৃ মিলনের অধিবাস প্রদর্শন করি।

ব্রহ্মা। কৃষ্ণ প্রেমোল্লাসে পাগল ভোলা! আপনার যথার্থ চেলা, ব্রহ্মা হ'তে পারবে কি? চলুন।

[মহাদেব ও ব্রহ্মার প্রস্থান।

রুক্মিণী। তাইত সজনী সব! রজনী কৌতুকে একি বিবাদ ঘটিল, কানু কেন মুদে আঁখি নীরব হইয়া?

সত্যভামা। আমি সবে মাত্র নারদের সেই চিত্রপট মাত্র দেখিয়েছি, এমন হবে বোলে জান্‌লে কি পাপ চিত্র পরিদর্শন করাই।

(ক্রন্দন)

ঐ দেখ—ঐ দেখ দিদি! শ্রীকৃষ্ণের মুখমণ্ডল সহসা আরক্তিম হ'য়ে গেল, সর্ব্বাঙ্গ সহসা স্ফীত হ'য়ে গেল, কি ভীষণ ব্যাধি সঞ্চারিত হ'ল দেখ—দেখ।

সকলে। হায় একি হ'ল! হায় একি হ'ল!

জনৈকা সখী। ওলো আগে উদ্ধবকে সংবাদ দিয়ে আসি।

[প্রস্থান।

সত্যভামা। দেবর্ষি বলে ছিলেন যদি এই চিত্রপট নিয়ে কোন বিপদ উপস্থিত হয়, তবে আমাকে স্মরণ করবে।

রুক্মিণী। তবে স্মরণ কর।

সত্যভামা। মহর্ষে? আসুন! সত্যভামাকে বিপদ থেকে পরিত্রাণ করুন!

নারদের প্রবেশ।

নারদ। কি হ'য়েছে সত্যভামা! আ হা হা সর্ব্বনাশ ক'রেছ, জগতের একখানি উজ্জল মাণিককে নিয়ে জলধি গর্ভে নিক্ষেপ করলে, স্বামির মৃত্যুর প্রতি, কারণ হ'লে, ছিঃ নারি!

সত্যভামা। দেবর্ষে! দেবর্ষে! ওকি বল্‌ছেন, আপনিই ত চিত্রপট দিয়েছিলেন, আপনি ত শ্রীকৃষ্ণের মহাবিলাস দিনে এই আবরণ উন্মুক্ত ক'রে কৃষ্ণচন্দ্রকে দেখাতে ব'লে গিয়েছিলেন, তাই দেখিয়েছি, তাতেই ত এই বিপদ উপস্থিত হ'য়েছে, এক্ষণে হয় প্রতিকার করুন, নয় সত্যভামার জীবনখানি গ্রহণ করুন।

নারদ। হায়! হায়! এমন সর্ব্বনাশ হবে বোলে কে জান্‌তো!

সত্যভামা। সর্ব্বনাশ আপনিই ত ক'রেছেন।

নারদ। আমি ক'রেছি? বটে! বিশ্বাস আর মমতা কার' উপর দেখাতে নাই, শেষে আমিই এ সর্ব্বনাশটা করলাম! বটে! (কৃত্রিম ক্রোধ করিয়া)

সত্যভামা। (ক্রন্দন করিয়া উত্তেজিত সহকারে) কে করলে—কে করলে মুনি! আমি না তুমি?

নারদ। (ফিরিয়া) অমান্য সূচক শব্দ প্রয়োগ! বড় দর্প তোমার!

সত্যভামা। দর্প নয়, দারুণ ব্যাথার ওজস্বিতা, ব্যথিত প্রাণের একটা ক্ষণিক সাহস, বল মুনি! এ সর্ব্বনাশ কে করলে, তুমি না আমি? কেন দিয়েছিলে মুনি! এমন সর্ব্বনাশকর চিত্রপট কেন দিয়েছিলে মুনি? (ক্রন্দন)

নারদ। তা আমি কি করব, আমি কি জান্‌তাম যে, এই চিত্রপট দেখালে এইরূপ সর্ব্বনাশ হবে।

সত্যভামা। ত্রিকালজ্ঞ ঋষি তুমি, তোমার জানা উচিত নয়?

নারদ। তুমি স্বয়ং গোলোকেশ্বরী, শ্রীকৃষ্ণের একমাত্র সর্ব্বপ্রধানা ভার্য্যা, তোমার জানা উচিত নয়?

সত্যভামা। বৃথা কোন্দল পরিহার কর ঋষি! হয় শ্রীকৃষ্ণের বিপদ প্রতিকার কর, নয় সত্যভামার প্রাণ গ্রহণ কর।

নারদ। তা আপ্‌না আপ্‌নি মরতে চাচ্ছ মর, কি করব, আমি কি জানি, অত যদি ঝগড়া কর, তবে আমার থাক্‌তে ইচ্ছা হবে না— এখনি চ'লে যাব। (কতকটা চলিয়া যাওয়া)

সত্যভামা। পালালে চল্‌বে না বৃদ্ধ ঋষি! হয় কৃষ্ণকে ভাল কর, নয় সত্যভামার শূন্য জীবনখানি সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাও (নারদকে টানিয়া আনা)।

নারদ। আর বৃথাই কেন টানাটানি করছ, আমি কি করব?

জনৈকা সখী। এই কুন্দলে ঠাকুর! তোমারই ত এই কাজ, তুমিই ত চিত্রপট দিয়ে সর্ব্বনাশ ক'রেছ।

নারদ। তা আমি কি জান্‌তাম যে এমন সর্ব্বনাশ হবে।

জনৈকা সখী। এই চিত্রপট আপনি কোথায় পেলেন, কে আপনাকে দিয়েছিল?

নারদ। দিয়েছিল বৃন্দাবনের একটা নারী, তার নাম বৃন্দা।

জনৈকা সখী। দিয়ে কি ব'লেছিলেন?

নারদ। বলেছিলেন যে আপনি দ্বারকা যাচ্ছেন ত, এই চিত্রপটখানি নিয়ে যান, গিয়ে শ্রীকৃষ্ণমহিষীগণের মধ্যে কাকেও প্রদান করবেন, তাদের কেউ যেন শ্রীকৃষ্ণের মহাবিলাস দিনে এই চিত্রপটখানি শ্রীকৃষ্ণকে দেখায়। দিলে, নিয়ে এলাম, দিলাম, বলেও দিলাম, তারপর এমন হবে ব'লে কে জানে।

সত্যভামা। তা হ'লে এ দুর্নাম কার?

নারদ। তোমারই, তুমি দেখিয়েছিলে যে।

সত্যভামা। তুমি এনেছিলে যে।

নারদ। আরে মোল যা, জোগাড় সোগাড় ক'রে নারদকে শূলে

এঁটে দেবার ব্যবস্থা কর্‌ছ বুঝি নয়? তা নয় তোমারই দোষ, তোমারই দোষ বুঝ্‌লে।

সত্যভামা। আমারই দোষ, শেষে আমিই দূষনীয়া থাক্‌লাম?

রুক্মিণী। দেবর্ষে! কৃষ্ণকে বাঁচান।

নারদ। তুইও বল্‌ছিস মা কৃষ্ণকে বাঁচান, স্বয়ং পদ্মহস্তা পদ্মাসনা দেবী, পদ্মহস্তের দ্বারায় যাঁর অঙ্গ লালন করছেন, তাঁর হস্ত, এ ব্যাধি বিমোচন পথ হ'তে যখন ফিরে আস্‌ছে, তখন অন্যের সাধ্য কি মা!

রুক্মিণী। কি হবে এ মূর্চ্ছাব্যাধি কিসে ভাল হবে?

নারদ। তুমিও ভাব্‌লে, ভাব ভাব, তোমার মত কত তুমি ভাব্‌ছে, ভেবে কিছু পাওয়া গেলনা মা!

নেপথ্যে সখীসহ, উদ্ধব বাসুদেব, দেবকী, বলরাম
প্রভৃতির প্রবেশ।

উদ্ধব।
কোথা সখা! কোথা সখা!
এই যে বিবর্ণ ভাবে রয়েছ শুইয়া
জানাইছ জগজ্জনে কত ব্যাথা
ধ'রেছ হৃদয়ে, হ'য়েছ নীরব,
গুণমনি! একি অঙ্গ কান্তি
বিবর্ণ বিভৎস প্রায়, করিয়াছ
আপন আকৃতি?

কাতর বিস্ময়ভাবে বলরামের প্রবেশ।

বলরাম। কৈরে—কৈরে কৃষ্ণ গুণমনি! আমার নয়ন জ্যোতিঃ, হৃদয় নন্দনের স্নেহ পারিজাত, কৃষ্ণ—কৃষ্ণ কি হ'ল ভাই—এত নিরব কেন

ও ভাই? একি ভয় বীভৎস ভাব অঙ্গের মধ্যে? নাসিকা, কর্ণ, হস্ত, পদ ও স্ফীত হ'য়েছে, চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ ধারণ ক'রেছে, কি বীভৎস হ'য়েছ কৃষ্ণ?

বসুদেবের প্রবেশ।

বসুদেব। কৈ রে কৈ আমার কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কি হ'য়েছে বাপ্! বল্ মাণিক, কেন চূর্ণ হ'য়েছিস্? ওরে বসুদেবের ভাগ্যকে মেঘে ঢাকিস্‌নে বাপ্! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কি হ'ল বাবা!

দেবকীর প্রবেশ।

দেবকী। মাণিক! মাণিক!
দেবকীর স্নেহ উদ্যানের একটি পারিজাত ফুল!
বাবা! কি হ'ল বাবা?

সত্যভামা। হায় হায়রে, শেষে গুরুজনের সমক্ষে লজ্জিত ও কলঙ্কিত হ'তে হ'ল। (স্বগত)

বসুদেব। বৌমা! বৌমা! রুক্মিণী আমার,
কহ মাগো! অকস্মাৎ কেন ব্যাধি
আক্রমিল কৃষ্ণের শরীরে—
কেন বা মূর্চ্ছিত কৃষ্ণ হইল জননি?

রুক্মিণী। (স্বগতঃ)
তাই ত কি করি কহিব কথা
শ্বশুর সমক্ষে, চিত্রপট দরশনে
ব্যাধি উপজিল।
হেন লজ্জা ব্যাপিল আমায় (প্রকাশ্যে)
পিতঃ! কেন হ'ল হেন ভাব
এ ভাব কি বলিবারে আমি শক্তি ধরি?

কত আমি ভাবিতেছি, তবু ভাব না পাই ভাবিয়া,
তবু অশ্রু আসে পুনঃ বিষাদ সিন্ধুর।

বসুদেব। কহ মাতঃ—
একি লাজ বিনম্র মুখী।
করুণার লক্ষ্মী কেন
উত্তর দানিতে নিরবিলে?

(চিন্তা করিতে করিতে)

তাই ত শ্রীকৃষ্ণের কেন এ মূর্চ্ছা ব্যাধির উদয় হ'ল, কারণ কি? এ যেন কোন অজ্ঞাত ভাবনার অন্তঃস্থলে ডুবে যাচ্ছি, যে কৃষ্ণ আমার ভবপারের কর্ত্তা, ত্রিজগতের বন্ধু, তার এ মূর্চ্ছা ব্যাধি হোল কেন? কেন কৃষ্ণ! বসুদেবকে তুমি যে পিতা ব'লে কৃতার্থ ক'রেছ, আজ কেন তাকে ভাবাচ্ছ?

দেবকী। নাথ! নাথ! কেন আমার কৃষ্ণের এ বিষম মূর্চ্ছার উদয় হ'য়েছে।

বসুদেব। কি জানি দেবী!

নারদ। ভীষণ মূর্চ্ছা প্রাণ সংশয় মূর্চ্ছা, এ মূর্চ্ছা যদি অপনোদন হয়, তাহ'লে দ্বারকাবাসির ভাগ্য ভাল।

বসুদেব। এ মূর্চ্ছা প্রাণ সংশয় মূর্চ্ছা, কে পরীক্ষা করলে বল গো কে আমার হিতকারী এসেছ?

সত্যভামা। হে জগদীশ্বর! দেখো প্রভু! যেন দেবর্ষি চিত্র পটের কথা ব্যক্ত না করেন। (স্বগত)

নারদ। ওহে বসুদেব! আমি হে আমি, বুঝ্‌তে পেরেছ এ বড় ভীষণ মূর্চ্ছা, বোধ হয় এ যাত্রা তোমার পুত্রের প্রাণ পাওয়া বড় ভীষণ, বড় কঠিন বুঝ্‌লে?

বসুদেব। কি বল্‌ছেন মুনিবর?

নারদ। আর কি বল্‌ছেন, একের, একটি মদগর্ব্বেই তোমার শ্রীকৃষ্ণের এই দশা ঘটেছে।

সত্যভামা। (স্বগতঃ) ঠাকুর রক্ষা কর! কুন্দুলে মুনিটা, একে মনের জ্বালায় মরছি, তবু যেন উড়ে এসে পড়েছে, মাগো মা! নারদটাকে কে আবার ত্রিভুবনে পূজ্য পরম ভক্ত বলে, বিট্‌লের এক শেষ, কুন্দলের একটা প্রধান সর্দ্দার, ভগবান্! দেখো, নারদ আমার সর্ব্বনাশ করতে বসেছে।

দেবকী। ঠাকুর! ঠাকুর! (নারদের পায়ে ধরিয়া) সিদ্ধ মহাত্মা আপনি, আপনি পায়ের ধূলো দিয়ে ভাল ক'রে দেন।

নারদ। উগ্রসেন নন্দিনি! সেটা ভুল বুঝেছ, তাহ'লে ব্যাধির ঔষধ জগতে সৃষ্ট হ'তনা, পরমেশ্বরের সৃজিত পদার্থের অপমাননা, তাতে যেন আপনি হয়।

বসুদেব ও দেবকী। তা আমাদের পক্ষে আপনাদের পায়ের ধূলোই পরম ঔষধ, দিন দিন দু'টি পদ রজ দিন, কৃষ্ণের মাথায় দি।

নারদ। অমন কাজ ক'রনা, আমাদের পায়ের ধূলোতে ঐ রোগের বৃদ্ধি হয়, আমারও ও ধারণা ছিল যে ব্রাহ্মণ সজ্জনের পায়ের ধূলাতে সকল ব্যাধি নষ্ট হয়, কিন্তু তা নয়, আজকাল উপকার হয় না, বরং রোগটা বৃদ্ধিই ক'রে তোলে, কিন্তু এ ব্যাধি যে ধূলো দিলে সারে সেইটাই ভেবে দেখ।

বসুদেব। সে যাই হোক্ পদ রজ দিন, নাও দেবকী! অঞ্চল পুটে গ্রহণ কর, কৃষ্ণের মাথায় দাও। (দেবকীর তথাকরণ)

নারদ। শুন্‌লে না? নিলে—বৃথাই নিলে, দাও যার পা, যার ধূলো, যার মাথা, তাঁকেই দাও। দিলে যা হয় হবে—দিলে? কৈ চৈতন্য হ'ল? বড় ভীষণ ব্যাধি গো, বড় ভীষণ ব্যাধি, পূর্ব্বেই ত ব'লেছি ধন্বন্তরীরও সাধ্যাতীত বড় ভীষণ ব্যাধি।

দেবকী। তা হ'লে উপায় ? বাবা ! তা হ'লে উপায় ?

নারদ। উপায় বড় খুঁজে পাচ্ছি না, তবে শোনা আছে বা উপলব্ধিও কতকটা আছে যে, যেখানে কোন উপায় খুঁজে পাওয়া যায় না, সেখানে উপায় একমাত্র ভগবান্। আর কেউ নাই বুঝ্‌লে, যাই হোক সব কথাই ত বল্‌লেম, এক্ষণে হয় তেমন কোন চিকিৎসক ডাক, নয় তার পা দুটোতে খুব ভক্তি রেখে, জোর ক'রে বসে থাক, যা হয় হবে।

বসুদেব। আপ্‌নি কি রকম বুঝ্‌লেন ?

নারদ। আর একশবার কত বল্‌ব, ভয়ানক, গুরুতর ব্যাধি, প্রাণ পাওয়া পরম সঙ্কট, হায় ! হায় ! বসুদেব ! শেষ দশায় তোমাকে পাছে পুত্র-শোক ভুগ্‌তে হয়।

দেবকী। ওগো মুনি ঠাকুর ! কি বল্‌ছেন গো, কৃষ্ণ কি শেষে হতভাগিনীকে কাঁদিয়ে—

নারদ। দেবকি ! বৃন্দাবনে যশোমতী কৃষ্ণকে মানুষ ক'রেছিল সে আজ কাঁদ্‌ছে না ? তোমার পুত্রের উপর তার দীর্ঘ-নিঃশ্বাস পড়্‌ছে না ? ঘরে পুরে রেখে দিলে একটিবারও সেথায় যেতে দিলে না, একটি-বারও তাদিকে দেখ্‌তে দিলেনা, লোকে অভিশাপ দিচ্ছে না ?

দেবকী। মায়ের অভিশাপ আশীর্ব্বাদ হোক্ গো ! তারা আমার ছেলেকে কেন অভিশাপ দেবে গো, আমারই ছেলে যে গো, আমি এনেছি তাতে তাদের কি গো ?

নারদ। তারা মানুষ ক'রেছিল তাদের নয় ? জান্‌লে বসুদেব ! জান্‌লে উদ্ধব ! এই সব নানা কারণে কেউ ত ভাল দেখে না ?

বসুদেব। দেবর্ষি প্রবর ! বলুন এ ব্যাধি কি সেই পাপের ফলে হ'য়েছে।

নারদ। তা নয়, তবে এই কথার ব্যবহার মত বল্‌ছি, লোক মত

ব্যবহারের কথায় বল্‌ছি, ওটা যে মূল কারণ তা নয়, তবে বল্‌তে বল্‌লে ব'লে দিতে পারি, ব্যাধি কিসে হ'য়েছে।

বসুদেব। তাই বলুন কিসে হ'য়েছে ?

সত্যভামা। হে জগদীশ্বর ! রক্ষা কর !

নারদ। হ'য়েছে কেন বুঝ্‌লে।

(সত্যভামার ভীত মুখের দিকে তাকাইয়া)

সত্যভামা। গড় করি বাবা ! বিট্‌লে ঋষিটা কি বল্‌তে কি বলে; দেখে আমার ভয়ে সর্ব্বাঙ্গ শুকিয়ে যাচ্ছে, কি বিপদই ক'রেছি, নারদকে বিশেষ বিশ্বাস ক'রে কি বিপদই ক'রেছি ? হায় ! হায় ! গুরুজনের কাছে আর মুখ তুল্‌তে পার্‌ব না।

নারদ। (স্বগতঃ) সত্যভামা বড়ই ভীতা হ'য়েছে, না আর বলা হ'লনা, কৃষ্ণরঙ্গিনী মাতৃগণ ! তোমাদের কি সম্মান আমি নষ্ট করতে পারি মা ! ভগবান যাদিকে প্রিয়া ব'লে অঙ্কে স্থান দিয়েছেন, তাদের অপমাননা আমি কি করতে পারি, ভুল কথা, মাধব সোহাগিনী বৎসাগণ ! তোমাদের সঙ্গে তোমাদের হ'য়ে প্রেমময়ের খেলার মহৎ প্রেম অনুভব করছি।

বসুদেব। বলুন মুনি ! ব্যাকুলতা ক্রমশঃ আমাকে চঞ্চল ক'রে তুলেছে ?

নারদ। বুঝ্‌লে—

রুক্মিণী। জিজ্ঞাসার বিস্তারিত ব্যাপার এখন বলা ঠিক নয়, এখন প্রভুর মূর্চ্ছা অপনোদন কিসে হয় ভাবতে থাকুন।

সত্যভামা। গড় করি দিদি ! তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক, দেবর্ষে ! এখন বেশী কথা ছেড়ে দিয়ে যাতে আমাদের পতি জীবিত হন তার উপায় ক'রে দিন।

বলরাম। বলুন মুনি ! ব্যবস্থা কি হয়।

দেবকী। বাবা ঠাকুর! কি ব্যবস্থায় ছেলেটী আমার বেঁচে উঠে।

নারদ। আমি আয়ুর্ব্বেদ বেত্তা ঋষি নই, তবে দেখে শুনে মনে হয়, ব্রজ-মণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণের ঐরূপ যখন একটা অসুখ হয়, তখন যেমন একজন ত্রিভুবন বিখ্যাত, অতিশয় গুণজ্ঞ চিকিৎসক পাওয়া গিয়েছিল, সেইরূপ একজন চিকিৎসক পেলে এ ব্যাধির উপশম হ'ত।

বিজ্ঞ বৈদ্যবেশে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

বৈদ্যরাজ। সেইরূপ বৈদ্য যদি আপনি এসে উপস্থিত হয় তাহ'লে?

নারদ। আঃ তাহ'লে ত পরম সৌভাগ্য বৈদ্যরাজ! এস-এস বৈদ্যরাজ! তা বেশ ভাল ত ভাল ত?

(সকলে বিস্ময়ভাবে চাহিয়া থাকা)

বৈদ্যরাজ। ভাল ভাল! আপনাদের আশীর্ব্বাদে একরূপ কেটে যাচ্ছে, এখন রোগী কোথায় একবার দেখান।

বসুদেব। আসুন আসুন! আমাদের ভাগ্যফলে আপনি হঠাৎ উদয় হ'য়েছেন, আসুন, আসুন, দেবর্ষে! আপনার সঙ্গে বৈদ্য মহাশয়ের আলাপ আছে?

নারদ। বহুদিন থেকেই আছে, তবে গুপ্ত মহাশয়কে বড় চেনা যায় না, গুপ্ত মহাশয় বড় গুপ্ত কিনা তাই চেনা যায় না।

বৈদ্যরাজ। আর যান ঠাকুর! একটা নূতন বাড়ীতে এলাম, সেখানেও রহস্য করেন, কৈ দেখ্‌তে পারি রোগী কোথায় আছে?

উদ্ধব। সহসা আগন্তুক আপনি রোগীর সংবাদ কেমন ক'রে অবগত হ'লেন?

বৈদ্যরাজ। দেবর্ষে! আপনি আমার পরিচয়টা এঁদিকে একটু ব'লে দিন।

উদ্ধব। (স্বগত) কেন মিথ্যা বল্‌বার ভয় হ'ল কি? কেন তুমি যা বল, তাই যে বেদ—তবে—

নারদ। ওহে উদ্ধব। উনি যোগবলে সব জানেন, যেমন একদিকে উনি প্রধান চিকিৎসক, অন্যদিকে তেমনি সর্ব্ববিৎ সর্ব্বজ্ঞ, অসম্ভব সাধন করতে পারেন।

উদ্ধব। বটে! মহাশয়ের নাম?

বৈদ্যরাজ। নাম আমার অনেক, কেউ বৈদ্যরাজ বলে, কেউ জগদ্ধন্বন্তরি বলে, কেউ বৈদ্যনাথ-নাথ বৈদ্য বলে, কেউ বিশ্ব-বৈদ্য বলে, কেউ ভবরোগ-মহাধন্বন্তরি বলে, কেউ বা বিশেষ ভাবে রাস রসিকরাজ বৈদ্য বলে, কেউ বা রসময় বৈদ্যও বলে।

উদ্ধব। বটে! বসুন, বসুন! আর একটি বাচালতা মাপ করবেন কি? আপনার আসল নামটা কি তাই জনতে চাচ্ছিলাম।

বৈদ্যরাজ। আসল নাম, আমার যে কোন্‌টা তা আমিই বল্‌তে পারি না, তবে শুন্‌তাম যে বালক কালেতে আমাকে অনেকেই কৃষ্ণ বৈদ্য, কৃষ্ণ বৈদ্য, বলে ডাক্‌ত, এখন বড় হ'য়েছি যে যা ব'লে ডাকে, তাতেই আমার নিদ্রা ভাঙ্গে, এইজন্য পূর্ব্বোক্ত সব নামই আমার নিদ্রাভঞ্জন নাম হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু আসল নাম আমার কৃষ্ণ বৈদ্য।

উদ্ধব। বটে, তাহ'লে বুঝ্‌লাম, এরপর আপনি রোগ প্রতীকার করতে পার্‌বেন।

বৈদ্যরাজ। সেটা আপনাদের পাচজনের অনুকম্পা, ঈশ্বরকে মালুম, এক্ষণে রোগীকে দেখান, ভাল না করতে পারি তখন বল্‌বেন, বিশেষতঃ এখন একটা আমার নামের প্রভাব আছে, যে কৃষ্ণ বৈদ্য যেখানে যাবে, সে বংশে, সে দেশে আর ব্যাধি থাক্‌বে না, বুঝ্‌লেন।

সকলে। বেশ, বেশ, বেশ।

উদ্ধব। তাহ'লে রোগী পরীক্ষা করুন।

বলরাম। কবিরাজ! তুমি কে কবিরাজ? না না কৃষ্ণকে, দেখ

কবিরাজ। (বিস্মিতভাব)

বৈদ্যরাজ। আপনারা চিন্তা করবেন না।

(রোগীর দিকে অগ্রসর)

বলরাম। এখন কৃষ্ণ চিন্তা ছেড়ে তোমারই চিন্তায় চ'লেছি।

বৈদ্যরাজ। (কৃষ্ণের নাড়ী পরীক্ষা করিতে যাওয়া)

অলক্ষিতভাবে অদূরে মহাদেবের প্রবেশ।

মহাদেব। বেশ, বেশ ক'রেছ, আমার মায়ের গৌরব দেখাবার জন্য বেশ ফন্দি ক'রেছ, মাকে আমার সর্ব্বপ্রধানা ক'রে জানাবার, বেশ ফন্দি ক'রেছ নটরাজ! নটরাজ না হ'লে কি নন্দরাজকে ফাঁকি দিয়ে চলে এস, দেখ শীঘ্র ক'রে দেখ।

বৈদ্যরাজ। দেখ্‌লাম—

বসুদেব। কেমন দেখ্‌লে বাবা?

বৈদ্যরাজ। এ ব্যাধি অন্য জাতীয়, ধন্বন্তরি সংহিতার বহির্ভূতা চরকাদি মহর্ষিগণও ভাল করতে পারেন কিনা জানি না, এ যেন একটা আবেশ মত। ঔষধ পত্রে এ সার্‌বে না, এর ঔষধ স্বতন্ত্র ধরণের হবে, গৃহস্থ লোকে সেটা ভাল বিশ্বাস করবে না।

উদ্ধব। তা আপনি যেমন ব্যবস্থা করবেন, তেম্‌নিভাবেই করা যাবে, ব্যবস্থার জন্য আপনি স্বয়ং এসেছেন। বৈদ্যরাজ! আপনার ব্যবস্থা কি কেউ আজ পর্য্যন্ত কাট্‌তে পেরেছে, তেমন কলম ত অদ্যাবধি তৈয়ার হয় নাই, আপনি বলুন, রাজবাড়ী, এখানে অভাব অপ্রতুল কোথায়?

বৈদ্যরাজ। দেবর্ষে! আসুন আপনাকে বলি।

নারদ। বলুন। (কানে কানে পরামর্শ মত নারদ মাঝে মাঝে হাঁ হাঁ করিতে থাকা)

বৈদ্যরাজ। নারদ! আজ সেই সর্ব্বপ্রধানার অভিব্যক্তি বুঝ্‌লে?

নারদ। তা না বুঝ্‌লে, তোমার পেছনে পেছনে নারদ ঘুরে বেড়াবে কেন? শোন গো, শোন, এই কবিরাজ মহারাজ, যেমন রোগ সেইরূপ বিধান করলেন, আজকাল নূতন মত না হ'লে, কিছুই হয় না, গুপ্ত মহাশয় প্রকাশ্য হ'য়েও অপ্রকাশ্য ভাবে বল্‌ছেন যে, শ্রীকৃষ্ণের মহিষীগণের মধ্যে যিনি সর্ব্বপ্রধানা—যিনি প্রকৃতভাবে কৃষ্ণকে ভালবাসেন, তাঁর পায়ের ধূলো নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের মাথায় দিলে এবং তাঁর উচ্ছিষ্ট খাদ্য শ্রীকৃষ্ণের মুখে দিলে, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র জীবনলাভ করতে পারেন, এই কথা আর কি?

উদ্ধব। তা না হ'লে?

বৈদ্যরাজ। তা না হ'লে এ ব্যাধি অপনোদন হবে না, কিছুতেই হবার নয়।

উদ্ধব। এটা আপনার গুপ্ত মহাশয়! কোন চিকিৎসা গ্রন্থের মত, এরূপ ভাবে কতগুলি রোগী ভাল ক'রেছেন?

বৈদ্যরাজ। পূর্ব্বেই ত ব'লেছি, চরকাদি মহা সংহিতায় এ ব্যাধির চিকিৎসা নাই, এ হ'ল মহা ভাবপ্রকাশ গ্রন্থের মত, এ মত সাধারণে জানে না, বা বোঝে না, বোঝে যারা, ভাবে যারা, জানে যারা, তারাও এ জগতের নয়, ভাব-জগতের মানুষ, এ সব গ্রন্থ মর্ত্তলোকে বড় প্রচলিত নাই, বুঝ্‌লেন।

বসুদেব। তাহ'লে ঐ ব্যবস্থা মতই চল্‌তে হবে?

নারদ। নিশ্চয়—হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ—দাও দাও গো কে সর্ব্বপ্রধানা আছ, কে কৃষ্ণকে বিশেষভাবে ভালবাস, দাও কৃষ্ণের মাথায় পায়ের ধূলো দাও, আর কিছু উচ্ছিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের মুখে দাও, দাও—দাঁড়িয়ে থাক্‌লে কেন? দাও—হরে কৃষ্ণ—হরে কৃষ্ণ—

বৈদ্যরাজ। বিলম্ব হ'লে আরও দ্বিতীয় রোগ উৎপন্ন হ'তে পারে।

নারদ। হ'তে পারে কেন, তাও ত দেখা দিয়েছে, ঐ দেখ, ঐ দেখ, নাসাকর্ণ সব স্ফীত হ'য়ে গেল, দেহটা রক্তিম হ'য়ে গেল, এ যে কুষ্ঠ ব্যাধির সূচনা মত গো, দাও, দাও, শীঘ্র দাও।

বসুদেব। কৈ—কৈ মুনি, আবার আবার—

নারদ। ঐ দেখ—ঐ দেখ, ক্রমশঃ অবস্থা খারাপ হ'য়ে আস্‌ছে।

দেবকী। তাই ত বটে গো! ওগো বধূগণ! দাও গো! দাও শীঘ্র দাও

বসুদেব। দাও মাতৃগণ! কৃষ্ণ আমার জীবনলাভ ক'রে উঠুক।

উদ্ধব। তা দিতে হ'য়েছে, আর চুপ ক'রে থাক্‌লে চল্‌বে না, দাও কৃষ্ণকে যার প্রকৃত ভালবাসা জন্মেছে সে কখনই স্থির থাক্‌তে পার্‌বে না, দাও বিলম্ব কোরনা, কৃষ্ণ মহিষীগণ!

নারদ। যে পার দাও গো, যে পার দাও, হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, দাও গো! তোমাদের স্বামী। স্বামী বেঁচে উঠে ত তোমরাই ভাগ্যবতী থাক্‌বে, এ যে কেউ ঘাড় নাড়্‌ছে না গো, কেউ যে অগ্রসর হ'চ্ছে না গো, ব'লে ব'লে যে মুখখানা তেঁতো হ'য়ে গেল, দ্বারকার রমণীগণ এ কেমনপ্রকার গো, স্বামীর মঙ্গলের জন্য কেউ যে ভূলেও ইচ্ছা কর্‌ছে না, গহনা, কাপড়, ভোগ, বিলাস, এর বেলায় ত ক্রটী কিছু দেখিনা, দাওনা, ওহে ও বসুদেব! তোমার পুত্রবধূগণের এ কেমন ধারা? এ্যা, পায়ের ধূলো তাও দিতে চাচ্ছে না যে, এ কিরূপ গো!

বসুদেব। [illegible] দেহ পদধূলি
মাধবের শিরে।
বিলম্বে বিস্তর বিঘ্ন হ'তে পারে জননী সকল!
অতএব না করি বিলম্ব—
বৈদ্য বাক্য করহ পালন।

(সকলের নীরব হইয়া থাকা)

নারদ। আরে দাওনা, ও সত্যভামা! ও মধুমতী! ও কলাবতী! ও ফুল্ল ললিতে? কেউ যে আর কথা কয় না, কি রকম ধারাগো বাছারা, শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বপ্রধানা কে আছ? এসে কৃষ্ণের মাথায় পায়ের ধূলো দাও, পতির প্রতি, কার প্রকৃত ভালবাসা আছে, জানাও গো, একদিন যে সবাই সর্ব্বপ্রধানা ব'লেছিলে, শুনেছিলাম, আজ সর্ব্বপ্রধানার সে গৌরবখানা দেখাও, ও সত্যভামা! তুমিই নয় পায়ের ধূলো দাও, আমরা ত তোমাকেই সর্ব্বপ্রধানা ব'লে জানি, আরে দাঁড়িয়ে থাক্‌লে যে?

সত্যভামা। (স্বগত) গড় করি মা! আজ একখানা খিস্তি না হোয়ে যাচ্ছেনা, স্বামী মহাগুরু, তাঁকে আবার পায়ের ধূলো দিতে পারা যায়? কেউ কোথায় দেখেছে কি? এ কি রকম কবিরাজ গো,— কি রকম ব্যবস্থা গো, পত্নী হ'য়ে পতির মাথায় পায়ের ধূলো দেয়? আমার বোধ হ'চ্ছে, ঐ বিট্‌লে ঋষিটা, আর ঐ কবিরাজটা, দুটোতে একটা এইরূপ দুষ্ট পরামর্শ এঁটে, একটা খিস্তি করতে এসেছে, নারদটাকে দেখ্‌লে আমার বুকটা ধস্ ধস্ ক'রে উঠ্‌ছে, গুরুজনের কাছে একি কেলেঙ্কারী, শ্বশুর ভাশুর দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁদের কাছে এমন কেলেঙ্কারী গো, ছি ছি কি করি মা?

নারদ। ও বসুদেব! তোমার পুত্রবধূগণ, কেউ কথা শোনে না যে, বড় ছোটলোকের মেয়ে সব—বড় ছোটলোকের মেয়ে সব—

বসুদেব। মাতৃগণ! কি ইতস্তত করছ মা, প্রকাশ ক'রে বল, কেন তোমরা আমদের কথা উপেক্ষা করছ, বল সঙ্কুচিতা হ'লে চল্‌বে না, সঙ্কোচের এ কাল নয়, বৈদ্যবাক্য প্রতিপালন কর।

সত্যভামা। স্বামী মহাগুরু, পরম দেবতা, তাঁর মাথায় কখন কি পায়ের ধূলো দিতে পারা যায়? না উচ্ছিষ্টই দেওয়া যায়? ব্যবস্থা শুনে আমরা বড় ভীতা হ'য়েছি বড়ই লজ্জিতা হ'য়েছি।

বসুদেব। তাতে দোষ নাই মা! তাতে দোষ নাই, যে মস্ত অপেয়,

অদেয়, অগ্রাহ্য, অস্পৃশ্য, সেই মদ্যই ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়, সেইজন্য আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য ঋষিগণ বলেন, যে ঔষধার্থে সুরাং পিবেৎ।

সত্যভামা। ব্যবহার দোষও যে বড় ভীষণ দোষ, ব্রহ্মচারী বা ব্রাহ্মণ বিধবার পক্ষে কখনই সুরা ব্যবস্থা হ'তে পারে না।

নারদ। আরে ম'লো যা, এটা কোন তর্করত্নের মেয়েরে, তোমার স্বামীর জীবন বড়—না তোমার পাপটা বড়? স্বামীর জন্য তোমাকে যদি নরকে যেতে হয় তাও কি তোমাদের পক্ষে ভাল নয়? ভালবাসা কি সুখের বেলায়, আর দুঃখের বেলায় নয়? কৃষ্ণের জন্য যদি নরকেই যেতে না পারলে, তাহ'লে কৃষ্ণকে ঠিক ভালবাসা হ'ল কৈ?

সত্যভামা। না স্বামীর মাথায় পায়ের ধূলো দিতে পারব না, এ ব্যবস্থা ছাড়া যদি কোন নূতন ব্যবস্থা থাকে, তবে তাই করুন।

নারদ। তাহ'লে পারবে না সত্যভামা! তাহ'লে পারবে না—নয়?

সত্যভামা। না—না পারব না।

নারদ। বাস্ খাসা জবাব, খুব ভালবাসাটী স্বামীর উপর জানালে, স্বামীর জীবন বড় হ'লনা বড় হ'ল ওঁর অপরাধটা, তা বেশ, তা বেশ, ওগো চম্পকলতা! তুমি পারবে?

কৃষ্ণ সঙ্গিনীগণ। না—না স্বামীর মাথায় পায়ের ধূলো দিতে আমরা কেউ পারব না।

নারদ। সবাই এক সঙ্গে চেঁচিয়ে কথাটা উড়িয়ে দিও না, একে একে বল পারবে কিনা? চম্পকলতা! বল পারবে কি না?

চম্পকলতা। না।

নারদ। তুমি?

জনৈকা। না।

নারদ। তুমি?

জনৈকা। না।

নারদ। তুমি?

জনৈকা। না।

(এইরূপে প্রত্যেক কৃষ্ণ সঙ্গিনীকে জিজ্ঞাসা সকলের নানা শব্দে উত্তর প্রদান)

নারদ। (বিরক্ত হইয়া) বাস্। বসুদেব—দেবকি! তোমাদের অদৃষ্ট বড়ই মন্দ, কৃষ্ণ তোমাদের আর বাঁচল না, এর পর তুমি তোমার পুত্রবধূগণকে ভাল ভাল অলঙ্কার গড়িয়ে দাও, দিব্বি খাবার যোগাড় ক'রে দাও, আমরা সরলেম, গুপ্ত মহাশয়! আর কেন চলুন, অত ক'রে বল্‌লেম, তবুও শুন্‌লে না, তখন আর থেকেই বা ফল কি? চলুন।

বৈদ্যরাজ। চলুন, বাস্তবিক বটে আর থেকে ফল কি? চলুন, শ্রীকৃষ্ণ মহিষীগণ যে সিংহী ব্যাঘ্রী বা সর্পীর ন্যায় আমার তা ধারণাই ছিল না, চলুন।

দেবকী। ও মাগো! তোমরা চলে যাচ্ছ, আমার কৃষ্ণের কি হবে গো! আমার কৃষ্ণ কিসে ভাল হবে গো, নারদ মুনি! আমার ছেলেকে বাঁচাও গো।

(পায়ে আছাড় খাইয়া পড়া)

নারদ। আমরা আর কি করব, এ সর্ব্বনাশের মূল তোমার পুত্র-বধূগণই, ওদের অহঙ্কারের জন্যই এই দুর্ঘটনা বুঝ্‌লে।

বসুদেব। হাঁ মা! কেউ তোরা কৃষ্ণকে পায়ের ধূলো দিলি না, হ্যাঁ মা! কেউ কথা শুন্‌লি না?

নারদ। ও বসুদেব! ওরা কেউ পার্‌বে না, ওদের কারও সাধ্য নয় যে, কৃষ্ণকে পায়ের ধূলো দি, আর দিয়েই বা কি কর্‌বে, দিলেও বোধ হয় ভাল হবে না, কারণ কৃষ্ণকে প্রকৃতভাবে ভালবাস্‌তে ওরা শেখে নাই, প্রকৃত ভালবাসার কাছে আবার বৈধ বিচার কিছু আছে না কি?

বুঝ্‌লে, ওরা বৃথাই অভিমানিনী, কেবল সম্পদের মোহেই ভুলে আছে, কৃষ্ণকে কৃত্রিম ভালবাসে মাত্র! চলুন কবিরাজ মহাশয়! আর কেন?

(প্রস্থানোদ্যত)

বসুদেব। তাহ'লে আমারও প্রাণখানি নিয়ে আপনারা যান, কৃষ্ণের অমঙ্গলে জীবন ভার স্বরূপ হবে, হয় দ্বিতীয় ব্যবস্থা করুন, নয় আমিও স্বয়ং পতিত হ'লেম।

(নারদের পদধারণ)

অতি বিস্মিতভাবে ক্ষিপ্রপদে সাত্যকির প্রবেশ।

সাত্যকি। কৈ কোথায় তোমরা, কৈ কোথায় আপনি বলভদ্র, একি সকলেই বিষাদমগ্ন, শ্রীকৃষ্ণ যে পর্য্যঙ্কে অচেতন প্রায়! কুলবধূ সকলেই অধোবদনে, বলদেব উৎক্ষিপ্ত মনে, পূজ্যপাদ দেবকী বসুদেব নারদের পায়ে পড়ে!—ব্যাপার কি? এ্যাঁ, না ব্যাপার পরে জান্‌ব, এখন একাই অতুল-বিক্রমে যাদব-সেনানী নিয়ে জরাসন্ধের প্রতি ধাবিত হই, দেখি দুষ্টাত্মা কেমন ক'রে দ্বারকা ধ্বংস করে

[পুনর্ব্বার দ্রুতপদে প্রস্থান।

নারদ। তাই ত কি করি, গুপ্ত মহাশয়! বসুদেব দেবকী আমার পুত্র কন্যা সদৃশ, এদিকে আমার সমধিক স্নেহ, এ দুঃখেই আমার বুকটা ফেটে যাচ্ছে, তাই ত কি করি?

বৈদ্যরাজ। দেখুন যদি কৃষ্ণকে প্রকৃত ভালবাস্‌বার মহিষী কেউ থাকে ত বলুন, নয় চলুন।

নারদ। তাই ত (চিন্তা) ও মনে পড়েছে,—মনে পড়েছে বসুদেব! ওঠ, দেবকী! ওঠ ত মা! মনে পড়েছে, শ্রীকৃষ্ণ যে তোমাদের ভাল হবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বসুদেব। কি মনে পড়েছে ঋষি! আমার শ্রীকৃষ্ণকে সঞ্জীবিত করবার কি ব্যবস্থা মনে পড়েছ ঋষি!

নারদ। পড়েছে, পড়েছে, বল্‌ছি, যদ্যপি দ্বারকাবাসিনীগণ এ বিষয়ে কিঞ্চিৎমাত্রও উপকার করলে না, কিন্তু বৃন্দাবনবাসিনীগণ এ কথা শুন্‌লে, তারা তোমার শ্রীকৃষ্ণকে এখুনি ভাল ক'রে দিয়ে যাবেন, কোন সন্দেহ নাই, অতএব তাদিগে সকলকে পত্র দিয়ে, উদ্ধবকে সেখানে পাঠিয়ে দেওয়া হোক্, এ ভিন্ন যুক্তি আর কিছুই নাই।

দেবকী। তবে তাই হোক গো, উদ্ধব, তাদিগে নিয়ে আসুক, ওগো শীঘ্রই তার ব্যবস্থা ক'রে দাও গো!

নারদ। উদ্ধব।

উদ্ধব। আজ্ঞে আদেশ করুন?

নারদ। তুমি অবিলম্বে রথে আরোহণ ক'রে শ্রীবৃন্দাবনে যাও, গিয়ে শ্রীরাধা দেবীকে এবং বৃন্দাবনের যাবতীয় শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়াগণকে শ্রীকৃষ্ণের এই ব্যাধির কথা বল্‌বে এবং সকলকে সঙ্গে ক'রে দ্বারকায় নিয়ে আস্‌বে, এবং বৃন্দাবনবাসী যে যে গোপগোপী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে দেখ্‌তে চান তাঁদিকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আস্‌বে, আরও বল্‌বে সেই বৈদ্য—সেই বৈদ্য! যিনি বৃন্দাবনে এসে শতছিদ্রকুম্ভে শ্রীরাধাদেবী দ্বারা জল আনিয়েছিলেন সেই বৈদ্য চিকিৎসা করছেন, কি গুপ্ত মহাশয়! এই সব বল্‌লেই হবে ত?

বৈদ্যরাজ। তা দেখুন, আমার কথাটা নাই বা বললেন, শ্রীকৃষ্ণের ব্যারামের কথাটা লিখ্‌লেই খুব সম্ভব তাঁরা এসে পড়্‌বেন।

নারদ। তাহ'লে একখানা আমারই নাম দিয়ে লিপি প্রদান করা হোক্, কৈ লেখনী মস্যাধার কৈ?

বৈদ্যরাজ। আমার এই ঔষধের বটুয়ার মধ্যেই সব আছে; (বটুয়া খুলিয়া দেওয়া) এই নিন্।

নারদ। দিন ত। (পত্র লিখিতে বসা)

সাত্যকির প্রবেশ।

সাত্যকি। কৈ —কৈ বলভদ্র! কৈ আপনি কোথায়?

বলরাম। কেন—কেন সাত্যকি! এত উদ্বিগ্নমনা কেন?

সাত্যকি। কেন! পাপিষ্ঠ জরাসন্ধ, অক্ষৌহিণী সৈন্য নিয়ে দ্বারকা আক্রমণ করেছে; একা সামলাতে পারছি না, যাদব সৈন্যসব ক্রমশই ছত্রভঙ্গ হ'য়ে পড়্ছে। শীঘ্র আসুন।

সকলে। কি—কি জরাসন্ধ আবার পুরী আক্রমণ ক'রেছে!

বলরাম। সাত্যকি! সাত্যকি! এদিকে যে কৃষ্ণচন্দ্র আমার শয্যাগত মূর্চ্ছিত হ'য়েছে রে, বলরামের আর কি হল-মুষল চালনা করবার শক্তি আছে?

সাত্যকি। কৈ—কৈ কৃষ্ণের কি হ'য়েছে?

বলরাম। ঐ দেখ নয়ন দু'টি মুদ্রিত ক'রে নীলমনি আমার মূর্চ্ছিত হ'য়ে আছে।

সাত্যকি। দেখ্‌লাম, তার জন্য আপনিও ভাবেন, আপনি কি আপনার মাহাত্ম্য বিস্মৃত হ'লেন, এসে যদি কৃষ্ণের কোন অকুশল দেখতে পাই তাহ'লে—তাহ'লে কৃতান্তকে পর্য্যন্ত উৎসাদিত করব।

বলরাম। চল তবে সাত্যকি! দেখি দুষ্টাত্মা কেমন ক'রে দ্বারকা বিধ্বস্ত করে, বার বার অপমানিত হ'য়েও পাপ দুষ্টমতি, তবুও বৈরিতা ভুল্‌তে পারে নাই, আচ্ছা—আচ্ছা দেখ্‌ব এবার সে কত বলে বলীয়ান্ হয়েছে, কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! চল্‌লেম ভাই, তোর শ্রীমুখের কোন কথা শুনতে না পেয়েও চল্‌লেম ভাই! ভাই! কেন নীরব রয়েছ, (মুখ চুম্বন) ভয় কি ভাই! যম রাজা হ'তে তোকে ফিরিয়ে আন্‌ব ভাবনা কি ভাই! কালশশী! এখনি আমি এসে অবার তোমায় ক্রোড়ে ধারণ করব, থাক। (উত্থান) পিতঃ! পিতঃ! (পদধূলি গ্রহণ) মা! মা!

পদধূলি গ্রহণ) কৃষ্ণের রীতিমত শুশ্রূষা কর, এখনি আসছি,—এখনি আস্‌ছি।

[সাত্যকি ও বলরামের প্রস্থান।

নারদ। উদ্ধব! নাও এই পত্রখানি, নিয়ে শীঘ্র যাও, আসুক জরাসন্ধ, কোন ভয় নাই, তুমি শীঘ্র যাও।

উদ্ধব। যে আজ্ঞে! আমি চল্‌লেম।

[উদ্ধবের প্রস্থান।

নারদ। দেবকি! কৃষ্ণকে কোলে নিয়ে পুষ্পোদ্যানে যাও, কোন চিন্তা নাই, তোমার কৃষ্ণ ভাল হ'য়ে যাবে।

বৈদ্যরাজ। ততক্ষণ আমি একটা জল-পড়া দিয়ে রাখ্‌ছি, আর উপদ্রব কিছু বৃদ্ধি পাবে না, তাদের আসা পর্য্যন্ত এইরূপ থাক্‌বে।

(জল-পড়া দেওয়া)

দেবকী। দাও বাবা! কৃষ্ণ আমার ভাল হোক্, কৃষ্ণের কুশল যেন দেখ্‌তে পাই।

নারদ। তোমার কৃষ্ণ এর পর ভাল না হয় ত নারদ তার দায়ী থাক্‌ল, নাও কৃষ্ণকে বুকে তুলে নিয়ে পুষ্পোদ্যানের উন্মুক্ত বাতাসে বিচরণ করবে চল।

দেবকী। এস বাবা আমার।

(কৃষ্ণকে বক্ষে ধারণ)

বসুদেব। এস মাতৃগণ! চল নিয়ে চল, কবিরাজ মহাশয়ের পরিচর্য্যার্থে অক্রূরকে নিযুক্ত করি গে।

[প্রস্থান।

নারদ। গুপ্ত মহাশয়! আপনার আর পরিচর্য্যায় কি হবে? চলুন এর পর যুদ্ধটা দেখে আসি।

বৈদ্যরাজ। চলুন।

[সকলের প্রস্থান।

———

তৃতীয় দৃশ্য

সমুদ্র-তট-ভূমি।

অগ্রে ভীমসেন পশ্চাৎ ভীষ্ম।

ভীষ্ম। দেখ ত—দেখ ত ভীম! কোন্ পক্ষে সৈন্য-কোলাহল হ'চ্ছে, বোধ হ'চ্ছে কোন দুষ্ট রাজা—বিপক্ষ রাজা—কৃষ্ণধাম দ্বারকা আক্রমণ করতে এসেছে, দেখ ত কোন্ দিকে।

ভীম। যে কোন দিকেই হোক্, আমিই ঐ সৈন্য-ব্যূহ মথিত ক'রে, একাই প্রবেশ করব, এসে প'ড়েছি যখন, তখন তুমুল তুলব, প্রকাণ্ড ঝড় বহাব, গদার আঘাতে, ঘূর্ণনে, ক্ষেপণে, তাড়নে, তুমুল তুলব।

[ভীমের প্রস্থান।

ভীষ্ম। (তৎপশ্চাৎ) সৈন্য রথ রথী এখনি তার সমুদ্র গর্ভে উড়িয়ে ফেল্‌ব ভীমসেন! বোধ হয় আর তোমাকে বৃথা পরিশ্রম স্বীকার করতে হবে না। তোমার পিতামহই বিশেষ প্রতিকার করবে—দেখবে? (কতদূর গিয়া থম্‌কাইয়া) না, অপেক্ষার কাল নয়, নৈশ আক্রমণে বিশেষ আশঙ্কা, দেখি ছেলেটা কোন্ পথে যায়।

[প্রস্থান।

জরাসন্ধ ও শিশুপালের প্রবেশ।

জরাসন্ধ। (দ্রুতপদে আসিয়া সোৎসাহে)

দেখ—দেখ চেদীশ্বর, দেখ—দেখ যতন করিয়া
সৈন্য সেনাপতি রথ রথী, একে একে

দ্বারকার দুর্গ পার হ'য়ে, নগরের সীমান্তে
এসেছে,—এইবার আক্রমিয়া পুরী
বধিব কৃষ্ণকে, আগুলিয়া পথ।

শিশুপাল। ঐ চোর লম্পটের শাস্তি দিতে
তুমি আমি জেগেছি জগতে
শাস্তি দাও—চল উভে
দ্বারকা উৎখাতি—ফেলে দিব সমুদ্রের গর্ভে।

জরাসন্ধ। চল, মিলেছি সবে
গর্ব্ব করি পারি বলিবারে
আজি রণে বধিব গোপালে।

[প্রস্থান

শিশুপাল। চল বীর!
দেখি ক্ষুদ্র যাদবীয়
চমূ, কত বল ধরে রণে আজ।

[প্রস্থান

বলরাম ও সাত্যকির প্রবেশ

বলরাম। কোন্ দিকে সাত্যকি! কোন্ দিকে সেই কপট, চোর, কোপন-স্বভাব পাপ জরাসন্ধ কোন্ ভিতে, একবার দেখাও, একবার বলরামের চোখের নিকট এনে ফেলে দাও, এখনি—এখনি প্রমত্ত করীর কদলী কানন দলনের ন্যায়, রুক্মি-সৈন্য মথিত ক'রে, এখনি তার গর্ব্বিত জীবনখানি ব্যোমপথে মিশিয়ে দিচ্ছি।

সাত্যকি। এখনি দেখ্‌তে পাবেন, সৈন্য-ব্যূহে লুকিয়ে লুকিয়ে যুদ্ধ কর্‌ছে—যাদু দেখাচ্ছে, কিন্তু জান্‌তে পার্‌ছে না যে, যদুকুল-শিরোমণি কৃষ্ণ-

বলরামের কাছে সকলের যাদু-বিদ্যা অন্তর্দ্ধান হবে। একটু অপেক্ষা করুন, একটা আলোকময় অস্ত্র নিক্ষেপ করি।

(শরত্যাগ, চতুর্দ্দিক আলোকিত হওয়া)

বলরাম। ঐ যে ঐ দিকে, দুইজন রাজচিহ্নে চিহ্নিত বীর পুরুষ, রথে দাঁড়িয়ে যদুকুল-সৈন্য দলিত করছে, সাত্যকি! আর না, আর দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক্ নয়, এস—এস, প্রচণ্ড হ'য়ে, উল্‌কা-পিণ্ডের মত প্রবেশ করি, মার, মার, মার। যাদব-সৈন্য! বিচলিত হওনা যুদ্ধক্ষেত্রে মুষলী নেবেছে, ভয়নাই—ভয়নাই মার, মার, মার।

[উভয়ের দ্রুতবেগে প্রস্থান।

কতিপয় মল্লগণ সহ ভীমের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রবেশ।

ভীম। থাম্—থাম্ পালাস্‌নে, পালাস্‌নে, আর একটু দাঁড়া, এখনি অন্তকালয়ে চির-বিশ্রাম কর্‌বি, থাম্ থাম্ থাম। (যুদ্ধ)

মল্লগণ। কে এটা? কে এটা? কে এটা?

ভীম। দুষ্টের যম, শিষ্টের বন্ধু, বিনীতের চরণ-সেবী, গর্ব্বিতের বক্ষ-দলিতকারী, কুটিলের কৌটিল্য মোচনকারী, যমের যম, এখনি চিন্‌বে, মরণের সময় একবার তাকিয়েও দেখে নেবে নয়ন-কোণে, আমি কে, হাঃ হাঃ হাঃ! (বিকটহাস্য)

(যুদ্ধ করিতে করিতে সৈন্যগণের পলায়ন ভাব)

ভীম। পালালেও ছাড়্‌ব না, কাঁদ্‌লেও শুন্‌ব না, একটা তুমুল

তুল্‌ব—একটা তুমুল তুল্‌ব, একটা ঝড় বহাব—একটা ঝড় বহাব—প্রলয়ের ধূলি উড়াব।

[মল্লগণকে তাড়াইয়া প্রস্থান।

গদার আঘাতে মাটিতে মিশিয়ে দি—মিশিয়ে দি।

[প্রস্থান।

জরাসন্ধের প্রবেশ।

জরাসন্ধ। কে—কে? কার কৃতান্ত সম্মুখীন হ'য়ে এসেছে, কে রে জরাসন্ধের মল্লসৈন্য মথিত করে কে রে?

ভীম। কে এ কথা শব্দে পরিচয় দিতে হবে না, দাঁড়াও, পালিও না, তোমার পাপকর্ম্মের পুরস্কার এইবার নিয়ে দক্ষিণান্ত অন্তঃকরণে গৃহে যাও।

জরাসন্ধ। বাচাল যোদ্ধা! তোমার বিপুল বীরত্বের গৌরব এখনি চূর্ণ হ'য়ে যাবে। কৃতান্তের সঙ্গে যুদ্ধ, পরিণাম কিছু ভেবেছ কি, পরিণাম কিছু ভেবেছ কি?

ভীম। ভেবেছি—ভেবেছি তোর হৃৎপিণ্ডটা উপড়ে ফেলা, তোর মস্তকখানা গদাঘাতে চূর্ণ ক'রে দেওয়া, সমস্ত দেহটাকে একটা মাত্র পদাঘাতে কুষ্মাণ্ড প্রায় ক'রে তোলা, বুঝ্‌লি, এই পরিণাম, এই পরিণাম ভেবেছি, এই শেষ ফল ঠিক্ ক'রে নিয়েছি।

জরাসন্ধ। এত বড় যোদ্ধা অবনীমণ্ডলে কে জন্মেছে রে? যে জরাসন্ধের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক'রে এক নিমেষ বা এক নিমেষার্দ্ধ, বা এক পলার্দ্ধ পরিমিত কাল জীবিত থাকে, বল্—বল্ বীরের বীরত্বের পরিচয়টা শুনি বল্ বল্?

ভীম। আমি ভীম, ভীম। (পদচালনা)

জরাসন্ধ। (গদায় প্রতিঘাত করিয়া) ভীম, ভীম, কোথাকার ভীম, কোন্ ভীম তুই?

ভীম। কুরুবংশীয় রাজা যুধিষ্ঠিরের মধ্যম ভ্রাতা ভীম, শ্রীকৃষ্ণের পরম আত্মীয়, এতক্ষণে বুঝ্‌লি?

জরাসন্ধ। একটি মাত্র গদাঘাত যদি সইতে পারিস্, তবে রে পাণ্ডুক্ষেত্রের জারজ সন্তান! তোর গর্জ্জন, তোর হুঙ্কার সাজবে, নয় কুন্তীনামধারিণী নূতন দেবীর আরও নূতনত্ব প্রকাশ করবি। (গদাঘাত)

(উভয়ের গদাযুদ্ধ, কতক্ষণ পরে উভয়ে উভয় দিকে যাইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে)

জরাসন্ধ। যে গোপ-শিশুর গৌরবে গৌরবান্বিত তোরা, সেই কৃষ্ণটাকে ডাক্, সেই বলরামটাকে ডাক্, কেন মরতে এলি? তোর সাহায্যদাতা আর কেউ এসেছে, না একাই এসেছিস্?

ভীম। (লম্ফ দিয়া এক গদাঘাত) একাই আঁটবে না, সবুর সবুর সবুর, আর এক ঘা, বেশী নয়, আর এক ঘা, সবুর সবুর, (আর এক গদাঘাত) মনে ক'রে দেখ দেখি ভীম---

জরাসন্ধ। বটে—বটে, জরাসন্ধকে পরাস্ত করবে? পাপিষ্ঠ! তাহ'লে জরাসন্ধের বিপুল শিক্ষা ডুবে যাক্ না, শৈবসাধনার ভীষণ তেজ একবারে লোপ পেয়ে যাক্ না, এই শেলপাট্—এই শেলপাট্ এখনি তোকে কৃতান্ত দূত হ'য়ে, এখনি নিয়ে যায় দেখ (অস্ত্র প্রদর্শনে ভয় দেখান এবং ক্ষেপণে উদ্যত)

ভীম। (শেলপাট দেখিয়া পশ্চাৎ হাঁটিতে থাকা ও গদা ক্ষেপণ) জরাসন্ধ নিক্ষিপ্ত শেলপাট চূর্ণ করতে ভীমের গদাও ব্যর্থ হয় যে—দেখি—দেখি—(ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ ও উপর্য্যুপরি শরক্ষেপ ও যুদ্ধ)

ভীম। গদা গেল, ধনু গেল, মুখে আছে, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, তবে আর কি! ফেল ফেল ফেল, শিব-প্রদত্ত শেল না হ'লে এতক্ষণ চূর্ণ করতাম, ফেল ফেল ফেল, বুক্ পেতে দিলাম, দেখি রে তোর শেল-পাট্টা কতটা শক্তি ধরে, এইও (বুক পাতিয়া দাঁড়ান)

(জরাসন্ধ কর্ত্তৃক শেলপাট্ ক্ষেপণ)

জরাসন্ধ। কেমন হ'য়েছে পাপিষ্ঠ! থাক্ মর।

ভীম। (বক্ষ হইতে শেলপাট তুলিয়া ফেলিয়া) মরব কি রে? মারবার কর্ত্তা যে জন সে জনারও যে জন নিয়ন্তা, তার আশ্রিত পাণ্ডবের কি মৃত্যু আছে? এইবার—এইবার, তুই সামলা দেখি, কতদিন, ধ'রে রণবিদ্যা অভ্যাস ক'রেছিস্, কত কঠোর তপস্যা ক'রে কত কঠোর অস্ত্র-বীর্য্য লাভ ক'রেছিস একবার দেখা। (গদা কুড়াইয়া এক ঘা দেওয়া)

জরাসন্ধ। আয়—আয় জরাসন্ধের সঙ্গে কতক্ষণ যুঝ্‌বি, কতটা বুকে বল ধরিস্, এখনও—এখনও অস্থি তোর দৃঢ় হয় নাই, তুই জরাসন্ধের যোগ্য যোদ্ধা? তোর পিতামহ ভীষ্মটা হ'লে কিছু পারত বটে, তোর দ্রোণগুরু হ'লে কতকটা পারত বটে, সাজ্‌ত বটে, কিন্তু তুই অর্ব্বাচীন!

ভীম। অর্ব্বাচীন, অত্যন্ত অর্ব্বাচীন কেবল তুই, অত্যন্ত বন্য গর্দ্দভ কেবল তুই, কেন না জগৎপতি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসছিস্! তোর মত হস্তি-মূর্খ, তোর মত মহা গণ্ড গণ্ডার কেউ জন্মেছে কি? যাক্, সময় বয়ে যাচ্ছে, আয় পাপিষ্ঠ!

জরাসন্ধ। আয়। (উভয়ের যুদ্ধ)

উভয়ের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ, ভীমের বক্ষ হইতে রক্ত পড়িতেছে।

দ্রুতপদে বিস্মিত চিন্তায় ভীষ্মের প্রবেশ।

ভীষ্ম। কোথা গেল ভীমসেন, কোন্ দিকে তুমুল শব্দ হ'চ্ছে, কোন্ দিকে পাণ্ডু-কুলভূষণ ভীমের সমর-হুঙ্কার হ'চ্ছে? ঐ নয়—ঐ নয়

রক্তাক্ত কলেবরে অবিশ্রান্ত যুদ্ধ করছে নয়, না—না পরিশ্রান্ত হ'য়েছে কতকটা সাহায্য করি।

(ভীম ও জরাসন্ধের যুদ্ধ হইতে হইতে উভয়ের গদা ভাঙ্গিয়া যাওয়া)

ভীম। (জরাসন্ধকে লাথি মারিতে যাওয়া) নরাধম!

ভীষ্ম। হাঁ—হাঁ ভীম! (থামিয়া পড়িল) নরশ্রেষ্ঠ রাজা! তাঁকে এরূপ করতে নাই।

জরাসন্ধ। আর এরূপ করার প্রতিশোধ নাই না কি?

(অস্ত্রত্যাগ)

ভীষ্ম। (অস্ত্র ছেদন করিয়া) আছে বৈ কি, বীর তুমি! নইলে গুপ্তভাবে দ্বারকা আক্রমণ করবে কেন?

জরাসন্ধ। তোমার কি বৃদ্ধ?

ভীম। (গদা আস্ফালন করিয়া মারিতে যাইতেছেন)

ভীষ্ম। বিরত হও ভীম! কি বল্ছিলে—আমার কি? তুমি যে চুপি চুপি দ্বারকা আক্রমণ করতে এসে নিজেরই ভীরুতার, অগনতার, অসাধুতার এবং চৌরতার পরিচয় দেবে, তাতে বাস্তবিকই আমার কি বটে ত?

জরাসন্ধ। এ ব্যঙ্গের প্রায়শ্চিত্ত নাই না কি ভীষ্ম!

ভীষ্ম। আছে বৈ কি, না থাক্‌লে এত বড় একটা বীরত্বের পরিচয় দাও। আছে বৈ কি, তবে সে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা তোমার জানা নাই, বা বাহুতে ততটা বল্ তোমার নাই যে, ব্যবস্থা আঁটতে পার।

জরাসন্ধ। তবে যুদ্ধ হোক্, অস্ত্রধর।

ভীষ্ম। যে আজ্ঞে, বলাটা বাহুল্য মাত্র, অথবা জিহ্বার একটা বড় পরিশ্রম, ধরতে হবে বৈ কি? যখন কৃষ্ণদর্শনের জন্য দ্বারকার উপান্তে এসে তোমার অযথা আক্রমণ পরিদর্শন করছি, তখন তোমাকে দ্বারকা হ'তে দূর ক'রে দেবার ব্যবস্থা কিছু করতে হবে বৈ কি?

জরাসন্ধ। তবে কর, আর দাঁড়িয়ে কেন দ্বারকা হ'তে দূর কর।

ভীষ্ম। সেটা বেশী কথা নয়, তবে উপেক্ষা ক'রেই দাঁড়িয়ে আছি, বুঝ্‌লে? মনে হ'চ্ছে, যে জন গুপ্তভাবে বিপক্ষ-গড় আক্রমণ করতে চায়, তার সঙ্গে আবার যুদ্ধ করব কি? সেটা ত ভীরু—

জরাসন্ধ। তবে সাবধান বৃদ্ধ!

ভীষ্ম। বৃদ্ধের আর সাবধান কি আছে—সাবধান এখন তোমারই হওয়া প্রয়োজন, কেন না বড় নরকের মধ্যে প'ড়ে হাবুডুবু খেতে আরম্ভ ক'রেছ, তুমি সাবধান হ'লেই ভাল হয়।

জরাসন্ধ। এই যে হ'চ্ছি।

(অস্ত্র ত্যাগ)

ভীষ্ম। এই যে হ'তে দিচ্ছি! কেমন?

(অস্ত্র ছেদন)

ভীম। পিতামহ! পিতামহ! ক্ষণকাল রঙ্গ দেখুন, একটু অবকাশ দিন, এখনি পাপাত্মাকে ভবধাম হ'তে বিতাড়িত করি।

জরাসন্ধ। আয়—আয় আগে তোকে মেরে, তারপর—তারপর ঐ বৃদ্ধকে দু' একটা চপেটাঘাতেই ঠিক করব।

[পুনর্ব্বার ভীম ও জরাসন্ধের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

ভীষ্ম। কোন ভয় নাই ভীমসেন! দুরাত্মাকে বিশেষ শাস্তি প্রদান কর, যেন আর দ্বারকাভিমুখে অগ্রসর হ'তে না পারে, দেখি—দেখি যাদব-সৈন্যগণ সমরে এল কি না। (প্রস্থানোদ্যত)

শিশুপালের প্রবেশ।

শিশুপাল। কোথায় যাবে গাঙ্গেয়? এসেছ মর, বৃদ্ধবয়সের চাপল্যটা মিটিয়ে নাও, ক্ষত্রিয়কুলাঙ্গার! ক্লীবপ্রায় মহাপুরুষ! কি

বল্‌ব, কেবল শকুনি ও দুর্য্যোধনের খাতিরেই তুমি এখনও আমাদের হস্তে জীবিত আছ, নয় কোন্ দিন পঞ্চত্ব পেতে।

ভীষ্ম। বটে? তা ত জান্‌তাম না, আজ জান্‌তে পারলেম যে, তোমাদের অনুগ্রহ-বলেই ভীষ্মের জীবনটা রক্ষা পাচ্ছে, তাহ'লে ত বড়ই কৃপা ক'রে আমাকে জীবিত রেখেছ, এর জন্য ভীষ্মের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা খুব প্রয়োজন।

শিশুপাল। তুমি কোথা হ'তে এসেছ বৃদ্ধ! কাপুরুষ কুলাঙ্গার কৃষ্ণ কি ভীত হ'য়েই তোমাকে পুরী-রক্ষার জন্য নিযুক্ত ক'রেছে?

ভীষ্ম। হ'তে পারে ঋষি অপেক্ষাও অভ্রান্ত ধারণা তোমার, তা না হ'লে শিশুপাল শব্দে অভিহিত হবে কেন, আমার বোধ হয়, তোমার বুদ্ধি শুদ্ধির প্রাখর্য্য দেখে লোকে তোমায় মেষ শিশুপাল ব'লে নাম দিয়েছিল, সেটা বাল্যকালের—কেমন? ভেক শিশুর বাল্যকালে যেমন একটা লেজ থাকে, বড় হ'লেই খ'সে পড়ে, তেমনি এখন তুমি বড় হ'য়েছ ব'লে তোমারও মেষ-শিশুপাল শব্দের, মেষ শব্দটা খ'সে গিয়ে, এখন কেবল খালি শিশুপাল হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, তারই জন্য এতটা বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। মূর্খ! তিনি আমাকে এই পুরী-রক্ষার জন্য আহ্বান করেন নাই, যে পুরী-রক্ষার জন্য আমাকে এই দেহ নগরীতে বাস দিয়েছেন সেই পুরী আমি সর্ব্বদাই রক্ষা করছি, রক্ষা করতে করতে মনে হ'ল যিনি এই দেহ-নগরের সহস্র-দল-কমল-কর্ণিকা-মধ্যে পরমাত্মরূপে বিরাজ করছেন, সেই পরমপুরুষ যে দ্বারকা বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ ধারণ ক'রে, মানব জনোচিত খেলা করছেন, তাই দেখ্‌তে এসেছিলাম, আস্‌তে আস্‌তে দেখ্‌লাম, যে দুটো বন্য গর্দ্দভ এখানে এসে জুটেছে, তাই তা'দিকে দমন করবার জন্যই দাঁড়ালাম, যদি স্বদেশাভিমুখে ফিরে যায় উত্তম, নয় একবারে তাদের শমন-ভবনে প্রেরণ করব এই ভেবেই এসেছি, বুঝ্‌লে মেষ-শিশুপাল!

শিশুপাল। কি ভগবানই চিনেছ কৃষ্ণকে, বৃদ্ধবয়সে তোমার এমন মতিচ্ছন্ন হবে ব'লে স্বপ্নেও জান্‌তেম না। যাক্, তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে আমাদের ইচ্ছা হয় না, কেন না তুমি অতি বৃদ্ধ, অতএব তোমাকে ক্ষমা কর্‌ছি। যাও, হস্তিনায় ফিরে যাও, নয় সমর-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও যদি, বিশেষ ক'রে তোমায় বুঝিয়ে দেব।

(অবজ্ঞা করিয়া চলিয়া যাওয়া)

ভীষ্ম। (ধনুকের দ্বারায় আকর্ষণ করিয়া) এইও দুর্ম্মদ! ক্ষাত্রিয়াপসদ! একবার রণ-বিদ্যার পরিচয়টা দিয়ে যাও। যেমন সংস্কৃত বিদ্যার পরিচয়টা দিলে, তেমনি রণ-বিদ্যার পরিচয়টা দিয়ে যাও, ধর অস্ত্র ধর।

(ধনুর্দ্ধারণ)

শিশুপাল। নিতান্তই শমনপুরে যাবার বাঞ্ছা ক'রেছ নয়? এস তবে।

(ভীষ্ম ও শিশুপালের যুদ্ধ)

শিশুপাল। না, আর পারা যাচ্ছে না, যত অস্ত্রই ত্যাগ কর্‌ছি, সবই ঐ বৃদ্ধটা কেটে ফেল্‌ছে, দেখি—দেখি আর একবার।

(ভীষ্ম ও শিশুপালের ভীষণ সংগ্রাম)

শিশুপাল। ক্রমশই তূণীর শরশূন্য হ'ল দেখ্‌ছি, না—না, আর পার্‌ছি না—আর পার্‌ছি না।

(ছুটিয়া পলায়ন)

ভীষ্ম। (কতকদুর ধনু লইয়া পশ্চাৎ ছুটিলেন) যা হস্তি-মূর্খ! পৃষ্ঠ-প্রদর্শনকারীকে, ভীষ্ম আর শরক্ষেপ কর্‌বে না, যা, কিন্তু তা ব'লে নিশ্চিন্ত

থাক্‌ব না, জরাসন্ধ শিশুপালের যাবতীয় মিলিত সৈন্য, মথিত ক'রে পরে তোমাদিকে বেঁধে নিয়ে বলদেবের চরণোপান্তে উপস্থিত হব, যাই— যাই দেখি।

[প্রস্থান।

বলরাম ও সাত্যকির প্রবেশ।

বলরাম। সাত্যকি! সাত্যকি! কে তাঁরা যদুবংশের হ'য়ে কে তাঁরা বিপক্ষ-সৈন্য দলিত কর্‌ছে, দেখ্‌লাম তাঁদের মধ্যে একজন মহা বলিষ্ঠ যুবক, যেন কখন দেখেছি, কে তাঁরা?

নেপথ্যে। ভীম ও নারায়ণী সৈন্যগণের চীৎকার মার মার মার্—

ভীষ্ম। (নেপথ্যে) ভীম! এই পথে, এই পথে, যাদবচমূ এই পথে পাপিষ্ঠ জরাসন্ধকে আক্রমণ কর, যেন পালাতে না পারে, আমি হস্তি-ব্যূহ ভেদ ক'রে প্রবেশ কর্‌ছি।

সাত্যকি। কৈ জরাসন্ধ! অনেকক্ষণ অন্বেষণ করছি, কৈ সেটা— কৈ সেটা?

[বীরদর্পে সাত্যকির প্রস্থান।

ভীষ্ম। (নেপথ্যে) নারায়ণী সৈন্যগণ! এই পথে—এই পথে শিশুপাল যাচ্ছে, অবরোধ কর, অবরোধ কর।

বলরাম। কৈ, কোন্ পথে পালাচ্ছে—কোন্ পথে পালাচ্ছে, ধর—ধর বলরামের আজ্ঞা, বেঁধে ফেল—বেঁধে ফেল।

[বলরামের প্রস্থান।

ভীষ্মের প্রবেশ।

ভীষ্ম। এইবার রণক্ষেত্র মহাতাণ্ডবের শ্মশান ভূমি হবে, এইবার জরাসন্ধ শিশুপালের ভীষণ দুর্গতি হবে, স্বয়ং সঙ্কর্ষণ প্রচণ্ড হ'য়েছেন, দেখি—দেখি আর কতদূর। (প্রস্থানোদ্যত) না যেতে হ'ল না, এই যে।

যুদ্ধ করিতে করিতে শিশুপাল ও সাত্যকি প্রবেশ করিল।

সাত্যকী। পেয়েছি—পেয়েছি দুটোর একটাকে খুঁজে পেয়েছি, আজ আর প্রাণ নিয়ে যেতে হবে না শিশুপাল!

শিশুপাল। শিনির অপগণ্ড শিশুপুত্র! কি বল্‌ছিস্? আর একটু অপেক্ষা কর্, সব শেষ ক'রে ফেলেছি—

জরাসন্ধের প্রবেশ।

জরাসন্ধ। ভয় নাই—ভয় নাই—কোন ভয় নাই!

ভীম। (প্রমত্ত ভাবে প্রবেশ) পেয়েছি,—পেয়েছি, থাম্—থাম্। (সকলের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ)

বলরামের প্রবেশ।

বলরাম। কৈ—কৈ দুষ্টাত্মা জরাসন্ধ কৈ? ঐ যে, ঐ যে, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, একবার ছেড়ে দাও, একবারে জন্মের মত যুদ্ধাভিলাষ মিটিয়ে দি, আততায়িন্! আজ আর প্রাণ নিয়ে গৃহে যেতে হবে না, শেষ সংগ্রাম, এই তোমার শেষ সংগ্রাম। (বলরাম ঢুকিয়া পড়িলেন)। (সকলের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ, বলরামকে দেখিয়া জরাসন্ধের পালাইবার চেষ্টা, একদিকে ভীম অপর দিকে বলরাম কর্ত্তৃক বাধা).

বলরাম। (ভীম কর্ত্তৃক তাড়িত জরাসন্ধকে) এই ওঃ!

ভীম। এই ওঃ!

সাত্যকি। এই ওঃ! (বাধা)

(শিশুপাল সাত্যকির দিকে পলাইবার চেষ্টা আবার সাত্যকি কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া ভীষ্মের দিকে পলাইবার চেষ্টা)

সাত্যকি। এই ওঃ! (বাধা)

ভীষ্ম। এই ওঃ—সে আশা বিফল। (বাধা) (এইরূপ ভাবে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করিতে করিতে বলরাম কর্ত্তৃক জরাসন্ধ লাঙ্গলে আকৃষ্ট হইলেন ও শিশুপাল ভীষ্ম কর্ত্তৃক আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন, যুদ্ধ থামিয়া গেল)

বলরাম। (জরাসন্ধকে লাঙ্গল দিয়া টানিয়া) হ'য়েছে আততায়িন্! গুপ্ত আক্রমণের ফল ফলেছে? বর্ব্বর! বারম্বার আক্রমণ, বারম্বার জ্বালাতন, অসৎ!

ভীষ্ম। (শিশুপালকে বাঁধিয়া আনিয়া) যজ্ঞযজ্ঞে এই একটা পশুও উৎসর্গের যোগ্য, এই নিন্ প্রভো! শিশুপাল পশুও আবদ্ধ, এই নিন্। (বলরামকে প্রণাম)

বলরাম। কে মহাত্মা, ভীষ্মদেব! ভীষ্মদেব! আপনি এ্যা এ্যা করেন কি—করেন কি, মর্ত্ত্যের দেবতা, নরের পায়ে পড়্‌তে চায় কেন?

ভীষ্ম। নর যে এখন নটরাজের মাথার মণি, নটের চূড়ামণি তাই পায়ে প'ড়েছি।

সাত্যকি। (আসিয়া ভীষ্মের পায়ের ধূলা লইলেন) অকস্মাৎ মহাত্মার আগমন কোথা হ'তে?

ভীষ্ম। (সাত্যকিকে আলিঙ্গন করিয়া) আস্‌ছি কুরুক্ষেত্র এবং বৃন্দাবন দর্শনের পর এই দ্বারকাতে, আস্‌তে আস্‌তে দেখ্‌লাম, এই দুষ্টদ্বয় পুরী অবরোধ ক'রেছে, দেখে পৌত্র ভীম এবং আমি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'লাম।

বলরাম। কৈ ভীম।

ভীম। এই যে রেবতী-নায়ক! নন্ধ-পশুর বলি দেবার জন্য গদা খড়্গা হস্তে দণ্ডায়মান, আদেশ করুন, একবারে দুটোর শিরশ্ছেদ ক'রে নাচ্‌তে নাচ্‌তে দ্বারকায় প্রবেশ করি।

বলরাম। শিরশ্ছেদই, একমাত্র প্রকৃত ক্রোধেরও উপসম এবং প্রতিহিংসার প্রধান প্রায়শ্চিত্ত। নরপশু! বহু আক্রমণের, বহু অন্যায়ের, প্রতিশোধ আজ প্রদান করি? তুমি বেঁচে থাক্‌তে যাদবগণের শত্রুতা ভুল্‌তে পারবে না, কালই আবার আক্রমণ করবে, জরাসন্ধ! তোমার আক্রমণের জ্বালাতেই সমগ্র প্রজা ধ্বংশ হয় দেখে, সাধের মথুরা ছেড়ে দিয়ে এসেছি, অনেক সহ্য ক'রেছি, আর পারি না, আজ কৃষ্ণের বিপদে কাতর, তার উপর জ্বালাতন করতে এসেছ, তোমার ধ্বংস হওয়াই ভাল। স্বর্গ-দেবতা! নিরীক্ষণ কর, ধরণীর একটা মহাভার মোচন হয়।

(খড়্গাঘাত করিতে উদ্যত)

বৈদ্যরাজ ও নারদের প্রবেশ।

নারদ। বীর বলভদ্র! শ্রীকৃষ্ণের কথা কি ভুলে গেলেন, জরাসন্ধ ও শিশুপাল আপনার বধ্য নয়, ত্যাগ করুন।

বলরাম। কার আদেশ এ, দেববাণী না দেবর্ষির বাণী?

নারদ। দেবর্ষি নারদের এই বাণী, শ্রীভগবানের বাণীর প্রতিধ্বনি এই বাণী, স্মরণ করিয়ে দিলাম।

বলরাম। যাও তবে দুষ্টচেতাগণ! দূর হ'য়ে যাও।

ভীম। শুধু শুধুই ছেড়ে দেবেন কেন? মাথাটা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে গালে চুণ-কালি মাখিয়ে ছেড়ে দেওয়াই ভাল।

বলরাম। দাও বন্ধন খুলে দাও। (বন্ধন খুলিয়া দেওয়া) যাও, আজও ক্ষমা করলেম, মাতুলের শ্বশুর তুমি বাতুলের একটি ছবি !

সকলে। (হাততালি দেওয়া)।

জরাসন্ধ ও শিশুপাল। আচ্ছা আচ্ছা দেখ্‌ব।

[প্রস্থান।

নারদ। (পথের ধারে দাঁড়াইয়া শিশুপাল ও জরাসন্ধকে দেখিয়া) ছি! ছি! এত অপমান করলে সহ্য হ'ল ? দেখ ভুলনা, এর প্রতিশোধ নেওয়া চাই-ই।

জরাসন্ধ ও শিশুপাল। নিশ্চয় ! নিশ্চয় !

[প্রস্থান।

ভীম। তাহ'লে ক্ষমা করলেন না। (গদা লইয়া ধাবিত)

ভীষ্ম। (ভীমকে বাধা দেওয়া) ভীম ! আর কেন ?

বলরাম। হে ভীষ্ম দেব ! আসুন আজ বসুপুরী অতিশয় নিরানন্দ, আসুন রথে আরোহণ ক'রে সমস্ত কথা ব্যক্ত করব।

ভীষ্ম। যে আজ্ঞে বীর বলভদ্র ! (নমস্কার)

[সকলের প্রস্থান।

ভীষ্ম। বেশ—বেশ ! তবে সকলে হরিধ্বনি ক'রে হরিধামে চল। বল হরি হরিবোল।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

—•:•:•—

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—বৃন্দাবন রাধাকুঞ্জ।

মালা ও মুরলী হস্তে শ্রীমতীর প্রবেশ।

বৃন্দা ধরিয়া লইয়া যাইতেছেন, ললিতা বিশাখা
চামর ব্যজন করিয়া যাইতেছেন)

বৃন্দা— গীত

সাড়াটী ক'রনা, জগতবাসী, আমার ভাবময়ী চলে ভাবে।
মাধব স্বভাবে, ভুলিয়া স্বভাবে, মাধব মোহিনী মাধব অভাবে॥
বহু দিবস পরে, কুঞ্জ কানন কুটিরে, আজ চলিছে রাই বিনোদিনী।
মালা মুরলী, ধরিয়া বক্ষে, প্রেম বাষ্প বিগলিত চক্ষে,
চলিছে চঞ্চলা চন্দ্রাননী, (কৃষ্ণ চাঁদের সুধা, পেলাম বলে)
(আপন) গোপন গরব গৌরবে॥
ওগো বঁধুর প্রসাদ পেয়েছি বলে, আপনার মানস সরসে,
চলিছে হংসী, বিষাদ ধ্বংসী, আপন মানস সরসে,
(কৃষ্ণ চাদের আমি হ'লাম ব'লে) কত পুলক আলোক পুণ্য প্রভাবে॥

(শ্রীমতী যাইয়া সিংহাসনে বসিলেন, ললিতা বিশাখা চামর ব্যজন করিতেছেন, বৃন্দা করযোড়ে দাঁড়াইয়া আছেন ও সখীগণও করযোড়ে দাঁড়াইয়া আছেন।)

বৃন্দা। বৎস, তোমাকে সুস্থ হ'য়ে বসাবার জন্য, আবার তোমাকে তোমার কুঞ্জে এনেছি, এখন শ্যামের সঙ্গে তোমাকে মিলাতে পারলে, বৃন্দাবন বাসের প্রভূত দক্ষিণা প্রদান করা হয়।

শ্রীমতী—　　গীত

যেন তুঁহারই প্রসাদ, হৃদয়ে ধরিয়া,
জীবন যাপন খেলাটা ভুলিয়া, যেন চলিয়া যাইতে পারি।
আর কিছু নাহি চাই, সুখ কণা লেশ,
যেন চরণে বিকাতে পারি তুঁহারি।
আমার মরম নির্গত নরম ডাক
তোমার করুণা পুরাণে লিখিয়া রাখ,
পার তুলে নিও, করুণা দানিও,
কিম্বা ভুলে যেও ইচ্ছা তোমারই।
আমার বলিতে কিছু ত দেখি না,
তোমার করুণা লিখিতে পারি না,
অবসর হ'লে, বারেক আসিও, কহিও কিরূপধারী।

বৃন্দা। ভাবের কিছু পরিবর্ত্তন হ'য়েছে, কিন্তু ভাবময়ী আমার ভাবময়ের চরণ বিস্মৃত হয় নাই।

শ্রীমতী। (সচকিতে) বৃন্দা!

বৃন্দা। (বৃন্দা সচকিতে চাহিয়া) আবার সেই বীণার করুণ বিভাস, কেন বিষাদবতি! কেন প্রেমময়ি!

(বৃন্দার গলা ধরিয়া)

শ্রীমতী— গীত

সখি ! আবার কতদিন পরে, পাইব তাঁহারে,
করুণা করিয়া বলনা।
রাধার নিমিষেতে যুগ, কৃষ্ণ অভাবে,
আঁধার পৃথিবী ধারণা ॥
আসিবে কিনা আসিবে সেজনা, বলনা করিয়া ভাবনা,
কানুর পীরিতি, দহে মম মতি,
এত জটিল বলিয়া জানি না।
ভাবিতে ভাবিতে পড়ি ঘুমঘোরে,
আমার কুসুম চয়ন হ'ল না ॥
সখী আশার দেউটী, এখনও নিভে না,
এখনও জ্বলিছে হতাশ পবনে, নিভিয়া যাইলে, দেখা হওয়া ভার,
কত যে জাগিছে, কত যে নিভিছে,
বলি বলি বলা হ'ল না ॥

বৃন্দা। আবার ভাবতন্দ্রা আশ্রয় করলে।

(দাঁড়াইয়া বক্ষে ধারণ)

ইত্যবসরে শ্রীদামের কাঁদিতে কাঁদিতে প্রবেশ।

শ্রীদাম। না—কৈলাসেও শান্তি পেলাম না, আমার কৃষ্ণ কৈ ?—কৃষ্ণকে না পেলে যে শ্রীদামের সব শূন্য !

মহাদেবের প্রবেশ।

মহাদেব। (শ্রীদামের দিকে চাহিয়া থাকিয়া) শ্রীদাম ! কৈলাসেও শান্তিলাভ করতে পারলে না, কৃষ্ণের জীব কি কৃষ্ণ ছাড়া সুখ পায়, না

চায়, আবার কৃষ্ণ কৃষ্ণ ক'রে কাঁদ্‌তে থাক্‌লি? কাঁদ—ও সুরে যার বাঁশী বেজেছে সেই আমার শ্রীবংশীধারিকে পেয়েছে।

শ্রীদাম। (স্বগত) ঐ যে স্বগত ভাবে শ্রীরাধাদেবী আবার কৃষ্ণ কৃষ্ণ ক'রে কৃষ্ণ প্রেম-সাগরে ডুবে গেছে, আবার হতাশের নিশ্বাস ত্যাগ করছে, মা, মা, মা! জগৎ-প্রসবিনী মা! মা! রাধারূপে নব-করুণার-ধারা, মা! ক্ষমা, ক্ষমা, ক্ষমা কর!

(শ্রীরাধার পায়ে জড়াইয়া ধরা)

মহাদেব। নে—ক্ষমা নে, আমার প্রেমময়ী মায়ের চরণ-সরোজে ধ'রে ক্ষমা চেয়ে নে, ওরে মা যে আমার পরম দয়াময়ী কোন জীবকেই তাঁর দয়ার রাজত্ব হ'তে তাড়িয়ে দেন নাই।

শ্রীমতী। বৃন্দা! পায়ে ধ'রে কে কাঁদ্‌ছে?

শ্রীদাম। তোমার তনয়, জগৎ জননি! তোমার তনয়, মা!

বৃন্দা। শ্রীদাম।

শ্রীমতী। শ্রীদাম! শ্রীদাম! কেন শ্রীদাম! পায়ে প'ড়ে আছিস্? ওঠ্, ত্রিজগৎ মাতা হ'য়ে তোদের কাছে আমি শ্রীকৃষ্ণ সখিরূপা, তোমার স্নেহের-আব্দার, রাধা কি রাখ্‌বে না? বল্ কি হ'য়েছে শ্রীদাম!

শ্রীদাম। বল জননি! বল মহা-দেবি! বল যে শ্রীদামকে ক্ষমা করলাম। শ্রীদামের অভিশাপের দোষ গ্রহণ করব না।

শ্রীমতী। শ্রীদাম! মায়ের শিশু যদি, মায়ের কাছে একটি দোষই করে, তাহ'লে মা কি তার উপর চিরকালই রাগ ক'রে থাকে। চিন্তা কি, ওঠ অভিমান ত্যাগ কর।

বৃন্দা। তা বৈ কি, হুঁসিয়ার হ'য়ে কয়জন যেতে পারে, কত পা পিছ্‌লে, কত আছাড় খেয়ে, কত কাদা মেখে, কত কাদা ধুয়ে, তবে যেতে পারে, কৃপা কি সহসা হয়।

মহাদেব। জীব নিতে জানে না বৃন্দা! মায়ের কৃপা জীব নিতে জানে না। তাঁর কৃপাধারা সর্ব্বদাই ক্ষরিত হ'চ্ছে, সেই ব্রহ্মা-বরণ-রূপা মা আমার, আজ বৃষভানু বালিকা হ'য়ে শ্যামের জন্য মানুষের ন্যায় কাঁদছেন. না—না! কেঁদনা, তোমার সন্তান তোমার তত্ত্বে ছুটেছে। শ্যামের সঙ্গে শ্যাম-সোহাগিনীর মধুর-মিলন ঘটাবেই ঘটাবে।

[মহাদেবের প্রস্থান।

বৃন্দা। মহাদেবকে প্রণাম) ক্ষেপা এর পর আর না ক্ষেপিয়ে যাবে না. তবে আর কি. বুকে সাহস করি, মুখে কৃষ্ণ-প্রেমের লহর তুলি।

উদ্ধবের প্রবেশ।

উদ্ধব। হরে কৃষ্ণ—হরে কৃষ্ণ—রাধা কৃষ্ণ রাধা কৃষ্ণ! রাধা কৃষ্ণ!

বৃন্দা। ললিতা শ্রীদাম প্রভৃতি। কে—কে—কে ?—কে এল ?

উদ্ধব। রাধাকৃষ্ণ! রাধা কৃষ্ণ! শ্রীরাধা কৃষ্ণ!

বৃন্দা। কেরে রাধাকৃষ্ণ রাধাকৃষ্ণ ব'লে, কে আবার শ্রীমতীর কুঞ্জদ্বারে দাঁড়ালি? এ যে শ্যাম-বিরহিণীর কুঞ্জরে, রাধাকৃষ্ণের আর যে মিলন হয়-নি।

উদ্ধব। এইটিই কি শ্রীমতির কুঞ্জ ?

বৃন্দা। হাঁ এইটিই শ্রীমতির কুঞ্জ। আপনি কে মহাশয়? এসে— রাধা-কুঞ্জের দ্বারে এসে রাধাকুঞ্জের সংবাদ নিচ্ছেন, আপনি কে মহাশয়? দেখ্‌তে পাচ্ছি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তুলনায় অভেদ মূরতি, বলুন কে আপনি? আপনি কি—

উদ্ধব। আমিই সেই আপনাদের ব্রজ-বান্ধব শ্রীকৃষ্ণের অনুচর উদ্ধব, দেবি! প্রণাম গ্রহণ করুন। (প্রণাম)

বৃন্দা। আসুন—আসুন—আসুন! (উদ্ধবকে প্রণাম)

উদ্ধব। একি—একি বৃন্দাদেবি! করেন কি—করেন কি?

বৃন্দা। শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তের উদ্দেশে যার শির নত না হয়, হস্ত যুক্ত না হয়, তাঁর যে নরকেও স্থান হয় না, এইজন্য আপনাকে প্রণাম করলেম। এক্ষণে বলুন সংবাদ কি?

উদ্ধব। দেবি! শ্রীরাধাকে আমার প্রণাম জানিয়ে বলুন যে, দ্বারকা হ'তে উদ্ধব এসেছে, আপনার চরণে প্রণাম করবে, শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ বিজ্ঞাপন করতে চায়।

বৃন্দা। যে আজ্ঞে, একটুখানি দ্বারদেশে অপেক্ষা করুন।

উদ্ধব। যান।

(বৃন্দার রাধা সমীপে গমন)

বৃন্দা। রাসেশ্বরি! তোমার কান্তের পরম-ভক্ত উদ্ধব দ্বারকার সমাচার নিয়ে এসেছেন।

শ্রীমতী। কৈ কোথায়—কোথায় প্রিয়-সখি!

সখীগণ। কৈ—কৈ—কৈ কোথায়, কোথায়?

বৃন্দা। তিনি কুঞ্জদ্বারে দাঁড়িয়ে আপনার অনুমতির অপেক্ষা করছেন।

শ্রীমতী। শ্রীকৃষ্ণের প্রাণের সখা, আমার পরম-ভক্ত উদ্ধবের আসতে অপেক্ষা, নিয়ে এস—শীঘ্র নিয়ে এস।

বৃন্দা। (ত্বরিত গতিতে যাইয়া) আসুন—আসুন—আসুন! শ্রীমতীর অনুজ্ঞা হ'য়েছে—আসুন—আসুন—আসুন!

(শ্রীমতী ব্যতীত সকলের গাত্রোত্থান)

সকলে। আসুন—আসুন!

উদ্ধব। মা! মা! মা! রাধা রাসেশ্বরি! জন্ম-জন্মার্জ্জিত অপরাধ সকল আমার খণ্ডন কর মা!

শ্রীমতী। উদ্ধব! ভাল আছ?

উদ্ধব। (জোড় করে হাঁটু গাড়িয়া থাকা) ভাল আছি মা! তোমাদের চরণ-স্মৃতি, ভাল ক'রেই রেখেছে মা!

শ্রীমতী। দ্বারকার কুশল ত?

উদ্ধব। হাঁ মা! কুশল।

শ্রীমতী। দ্বারকানাথের কুশল?

উদ্ধব। (স্বগত) কৃষ্ণ-চিন্তায়-কাতরা, অতি-ক্ষীণা-গোপীজনকে কেমন ক'রে বলি কৃষ্ণের অকুশল।

শ্রীমতী। বল, নীরবে থাক্‌লে যে?

ললিতা। বল—বল উদ্ধব! বল্‌তে বল্‌তে বিরত হ'লে যে, বল আমাদের প্রাণবঁধুর কুশল ত, বল তিনি কেমন আছেন?

শ্রীমতী। বল বিরত হ'লে যে, বল উদ্ধব! গোপীর প্রাণবল্লভ, রাধার প্রাণবল্লভ, শ্রীকৃষ্ণের কুশল বল, কেন এত সঙ্কুচিত হ'চ্ছ বল?

উদ্ধব। ব'লে পাছে অপরাধী হ'তে হয়, ব'লে পাছে এই সমস্ত গোপীর নয়ন জল পরিদর্শন করতে হয়, ব'লে পাছে রাধাহৃদয়ে ব্যথাপ্রদান করতে হয়, তাই ভাব্‌ছি মা! (উদ্ধবের অশ্রুমোচন)

শ্রীমতী। উদ্ধব! শঙ্কিত হ'চ্ছ, পাছে কোন অকুশল বার্ত্তা শুনে আমার চক্ষে জল আসে? তা উদ্ধব! কৃষ্ণের গমন অবধি শ্রীরাধার চক্ষু দুটী যে, গঙ্গা যমুনার ন্যায় দুটী স্রোতস্বতীরূপে নিয়তই প্রবাহিত হ'চ্ছে, বল রাধার ধারার বিরাম নাই যে, বল নীরবে থেক না।

উদ্ধব। মা! শ্রীকৃষ্ণের হঠাৎ মূর্চ্ছা-ব্যাধি হ'য়েছে, কোনরূপে চৈতন্য লাভ হয় নাই এবং সেই মূর্চ্ছার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের কুষ্ঠব্যাধিও প্রকাশ পেয়েছে।

ললিতা। বল কি—বল কি উদ্ধব! শ্রীকৃষ্ণের মূর্চ্ছা ও কুষ্ঠব্যাধির বিকাশ, বল কি—বল কি?

উদ্ধব। এই মাত্রই পরিচয়, এর অধিক কইতে উদ্ধব পারছে না, আপনারা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়-ভামিনী প্রিয়াপ্রিয় সবই আপনাদের বিদিত, এই নিবেদন করতে এসেছি—

ললিতা। ও বৃন্দা! বৈদ্যনাথের নাথ যিনি, তাঁরও আবার মূর্চ্ছা, সে কেমন রোগ গো?

বৃন্দা। রোগ বড় জটিল ব'লে বোধ হ'চ্ছে, হাঁ উদ্ধব! আপনি বল্‌তে পারেন এ ব্যাধির পূর্ব্বরূপ কি?

উদ্ধব। কে জানে দেবি! যাঁর কোন বিষয়েরই পূর্ব্বরূপ আজ পর্য্যন্ত খুঁজে পাওয়া গেল না, তাঁর রোগের পূর্ব্বরূপ কেমন ক'রে প্রকাশ করব। পূর্ব্বরূপের কথা পূর্ব্বরূপের সঙ্গিনীগণ, ব্রহ্ম সূর্য্যের জ্যোতিঃ শিখারূপিণী যাঁরা—তাঁরাই এ বিষয়ের সংবাদ দিতে পারেন।

বৃন্দা। (স্বগত) বোধ হয় সেই চিত্রপট দর্শনেই প্রভুর মূর্চ্ছা হ'য়েছে, আচ্ছা—আচ্ছা,তারপর আপনার বক্তব্য কি শেষ হ'ল?

উদ্ধব। না এই ভূমিকা, উপসংহার আর একটুকু নিবেদন করতে আছে।

বৃন্দা। বলুন (স্বগতঃ)

উদ্ধব। শুনুন। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আগত বাসন্তী পূর্ণিমা রজনীতে মহিষিগণ সহ প্রমোদ কানন মধ্যে বিচরণ করছিলেন, সেই সময়ে চিত্রপটাঙ্কিত একটী বিচিত্র-মূর্ত্তি দর্শন ক'রে মূর্চ্ছিত হ'য়েছেন, সঙ্গে সঙ্গেই কুটিল কুষ্ঠব্যাধিও প্রকাশ পেয়েছে, তৎক্ষণাৎ আমি গুরুজনকে সঙ্গে নিয়ে, শ্রীকৃষ্ণ বিহার রাসমঞ্চে উপস্থিত হ'লাম, দেখ্‌লাম আমাদের পূর্ব্বেই দেবর্ষি নারদ তথায় উপস্থিত হ'য়েছিলেন, আমরা রোগ প্রতিকার বিষয়ে ভাবছিলাম, ইত্যবসরে একজন সুচিকিৎসক বৈদ্যরাজ উপস্থিত হ'লেন,

সেই বৈদ্যরাজ নারদের বিশেষ পরিচিত, তিনি ত্রিকালজ্ঞ, মহাযোগী, রোগ নির্ণয় ক'রে বল্লেন যে, শ্রীকৃষ্ণকে বিশেষরূপে ভালবাসেন যে, শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়রমণীগণ তাঁরা, বা তাঁদের মধ্যে কোন সর্ব্বপ্রধানা রমণী, যদি শ্রীকৃষ্ণের মস্তকে পায়ের ধূলা এবং উচ্ছিষ্ট প্রদান করেন, তাহ'লে ব্যাধি ভাল হবে। নতুবা এর ঔষধ নাই।

ললিতা। তা যেমন ব্যাধি, তেম্‌নি ঔষধই ব্যবস্থা হ'য়েছে, তা— এতদূর পরিশ্রম ক'রে কেন এলেন, কৃষ্ণের এক একটী প্রধান প্রধান মহিষী ছিলেন, তাঁদের দ্বারাতেই ত এ রোগ আরোগ্য হ'ত, তবে এখানে এলেন কেন ?

উদ্ধব। হ'ল না ব'লেই এসেছি।

ললিতা। কেন—কেন তাঁরা কেউ কৃষ্ণকে পায়ের ধূলো দিলে না, আপন আপন স্বামীকে রোগমুক্ত কর্‌লে না এমনি তাঁরা কৃষ্ণকে ভালবাসেন ? কি বল্লেন উদ্ধব! দ্বারকাবাসিনীগণ কি বল্লেন ?

উদ্ধব। বল্লেন স্বামী মহাগুরু, আমরা পায়ের ধূলো এবং উচ্ছিষ্ট দিতে পার্‌ব না, অপরাধ হবে।

ললিতা। তারা তাহ'লে কৃষ্ণকে ভাববাস্‌তে জানে না। এঁ্যা, স্বামী বড় হ'ল না, বড় হ'ল অপরাধ, উদ্ধব! তাহ'লে তাঁরা কেউ কৃষ্ণকে ভালবাস্‌তে জানে না, আর সেই সত্যভামা দেবী, সে যে এখন কৃষ্ণের প্রধান সোহাগিনী প্রধানা রমণী, সে পার্‌লে না ?

উদ্ধব। না—সেও পার্‌লে না, আর কেউ পার্‌লে না, পার্‌লে না ব'লেই আপনাদের চরণোপান্তে এসেছি। আপনারা সকলে একবার দ্বারকাধামে চলুন, শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন ক'রে আস্‌বেন এবং পায়ের ধূলো আর উচ্ছিষ্ট দিয়ে রোগ আরোগ্য ক'রে আস্‌বেন, পৌরজনের অনুরোধ, বলভদ্রের অনুরোধ, বসুদেব দেবকীর অনুরোধ, নারদের অনুরোধ, এবং

বৈদ্যরাজের অনুরোধ, আপনারা দ্বারকায় চলুন, আপনাদের পাদপদ্মে পতিত হ'লাম।

(সাষ্টাঙ্গে প্রণাম)

ললিতা। উঠুন—উঠুন মহাশয়! তার জন্য চিন্তা কি, তা আমরা কৃষ্ণকে ভাল ক'রে দিয়ে আসব, সকলকে যেতে হবে না, একা ললিতাই সে রোগ উপশম ক'রে দিয়ে আস্‌তে পারে,—তা বেশ যাব সকলে মিলেই যাব, তায় চিন্তা কি, উঠুন।

(উদ্ধবকে হাত ধরিয়া উঠান)

উদ্ধব। চলুন তবে শ্রীকৃষ্ণ সোহাগিনীগণ! রথ প্রস্তুত, অধিক বিলম্ব কর্‌বেন না।

ললিতা। বৃন্দা! কি হবে?

বৃন্দা। হবে আর কি, যেতেই হবে, সর্ব্বপ্রধানা শ্রীরাধার যেরূপ অনুমতি হবে, সেইরূপই হবে। দেবী গেলে দেবীর সহচরী সব সঙ্গে যাবে, দেবীর অনুমতির অপেক্ষা।

উদ্ধব। মা! অনুমতি করুন, দ্বারকায় চলুন।

শ্রীমতী। কোথায় যাব উদ্ধব! দ্বারকায়—

উদ্ধব। শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন কর্‌তে, শ্রীকৃষ্ণকে আরোগ্য কর্‌তে—

ললিতা। বলি উদ্ধব! আমাদের শ্রীমতীর আহ্বান কি এইরূপ, শ্রীকৃষ্ণ ত আহ্বান করেন নাই, আহ্বান ক'রেছেন আপনারা, উদ্ধব! আপনি কি জানেন না, যে শ্রীকৃষ্ণের আহ্বান ভিন্ন শ্রীরাধার আসন টলে না, তবে শ্রীমতী কেন যাবেন?

উদ্ধব। তাহ'লে উপায়?

ললিতা। উপায়, উপায় আমাদের রাধা রাসেশ্বরীই, আর আমাদের উপায় কি? এক কাজ করুন, দেবীর পদধূলি এবং উচ্ছিষ্ট নিয়ে চলুন, নিয়ে গিয়ে আপনাদের শ্রীকৃষ্ণকে দিবেন, দিলেই তিনি ব্যাধি-মুক্ত হবেন।

উদ্ধব। তবে দাও জননী ! ত্রিলোকেশ্বরী রাধা রাসেশ্বরী ! তোমার কৃষ্ণকে পায়ের ধূলো আর উচ্ছিষ্ট দাও মা !

শ্রীমতী। (ঈষৎ হাস্য) পায়ের ধূলো আর উচ্ছিষ্ট নেবে উদ্ধব ! নাও, কৃষ্ণেরই ত সব, শ্রীকৃষ্ণকে সব যখন সমর্পণ ক'রেছি, তখন আর তার কথা কি, আমার বল্‌তে ত শ্রীরাধার কিছুই নাই, শুধু রাধার কেন, বৃন্দাবনবাসীগণের কারো কিছু আমার বল্‌তে নাই, সব কৃষ্ণের, নাও পায়ের ধূলা নাও, আর উচ্ছিষ্টও দিচ্ছি, ললিতা ! একটী ফল্ দেত।

ললিতা। নাও সখী। (ফল অর্পণ)

শ্রীমতী। উদ্ধব ! পত্র-পুট গ্রহণ কর।

উদ্ধব। এই যে মা ! দিন শ্রীকৃষ্ণের প্রীত্যর্থে পদধূলি দিন (গ্রহণ) শ্রীরাধা-পাদপদ্ম স্পর্শ ক'রে আজ আমার জন্ম-জন্মের তপস্যা সফল হ'ল !

শ্রীমতী। এই উচ্ছিষ্ট নাও।

উদ্ধব। দিন দেবী !

শ্রীমতী। প্রিয় সখী-বৃন্দা ! ললিতা ! বিশাখা। তোমরা এবং শ্রীদাম, কৃষ্ণ প্রিয় সখাগণ ! তোমরা দ্বারকায় যাও, প্রাণ বঁধুর কুশল এনে আমাকে দাও।

বৃন্দা। কুঞ্জেশ্বরী শ্রীরাধার আজ্ঞা শিরোধার্য্য, উদ্ধব মহাশয় ! রথ প্রস্তুত হ'তে বলুন।

উদ্ধব। যে আজ্ঞে, রথ প্রস্তুতই আছে, দারুক ! অশ্ব নিযুক্ত কর।

শ্রীমতী। শ্রীদামকে এবং অন্যান্য রাখালগণকে জাগ্রত কর, শ্রীকৃষ্ণ-চিন্তায় সকলেই যে মূর্চ্ছিত।

বৃন্দা। শ্রীদাম ! শ্রীদাম ! ওঠ, ওঠ, দ্বারকা হ'তে উদ্ধব এসেছেন, চল সকলে, আমরা কৃষ্ণ দর্শনে যাচ্ছি।

শ্রীদাম। কৈ উদ্ধব ! কৈ উদ্ধব কৈ ?

উদ্ধব। এই যে আপনাদের ভৃত্য দাঁড়িয়ে।

শ্রীদাম। আমাদিকে একবার কৃষ্ণ দর্শনে নিয়ে চল—নিয়ে চল!

উদ্ধব। চলুন রথ প্রস্তুত। দেবি! নন্দ মহারাজও মাতা যশোমতীকে এ সংবাদ জানিয়ে যাই।

শ্রীমতী। আচ্ছা যান।

যেন তুঁহারই প্রসাদ,

[গাহিতে গাহিতে সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—দ্বারকা ভবন।

কৃষ্ণবক্ষে বসুদেব এবং দেবকী, সত্যভামা, রুক্মিণীর প্রবেশ।

বসুদেব। (বলিতে বলিতে) ভগবন্! জগদীশ্বর! আমার কৃষ্ণকে বাঁচাও, আমার কৃষ্ণকে সুস্থ কর, তোমার অনন্ত আশীর্ব্বাদই এখন ভরসা প্রভো! শোও নীলমনি, পিতৃ বক্ষো হ'তে আবার এই পর্য্যঙ্কে শয়ন কর।

দেবকী। মা মঙ্গলচণ্ডি! স্বকর্ণে শোন মা! আমার কৃষ্ণ ভাল হ'লে তোমার পূজো কর্‌ব মা!

বসুদেব। কতক্ষণে উদ্ধব ফিরে আস্‌বে জানি না।

নারদ, ভীষ্ম, ভীম, সাত্যকি ও বলরামের প্রবেশ।

বলরাম। পৌরজনবর্গ, যাবতীয় কুল মহিলা প্রভৃতি সকলে, একটু ধীর ভাব অবলম্বন কর, মহাত্মা ভীষ্ম, কৃষ্ণ সন্দর্শনে আস্‌ছেন।

(সকলের সঙ্কুচিত ভাব)

ভীম। কোথায় রে—কোথায় রে কৃষ্ণ! পাণ্ডবকুলের একমাত্র বান্ধব! কৃষ্ণ কোথায় রে?

দেবকী। আয়—আয়—বাবারে! এই দেখ তোদের কৃষ্ণ সখা, কেমন অচৈতন্য, কেমন ব্যাধিগ্রস্ত।

ভীম। একি! একি! নীরব! নীরব! নিমীলিত চক্ষু—ভয়

বীভৎসমূর্ত্তি, অমন নব নীরদ শ্যামলমূর্ত্তি অঙ্গার খণ্ডের মত, কেন—কেন, কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কথা ক ভাই ! তোর ভীম দাদা এসেছে, কথা ক—কথা ক, একবার বাহু দুটি তুলে তোর ভীমে দাদার গলা জড়িয়ে ধর, দেখি কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! আয়—আয় বুকে ধরি, পাণ্ডবের বুকে বুক দেবার তুই ভিন্ন যে আর কেউ নাই ।

(শয্যায় গিয়া শ্রীকৃষ্ণকে কোলে লইয়া উপবেশন)

(শ্রীকৃষ্ণ দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন)

ভীম । ভীম এসেছে জান্‌তে পেরেছিস্ ভাই, কৃষ্ণ নীলমণি ! কথা কইতে পাচ্ছিস্ না, না – না ভাই ! ভাবিস্-নে ভাই ! তোর রোগ বালাই সব দু'হাতে ক'রে মুছে ফেলব' । চিন্তা কি ভাই ! কেন দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ছিস্ ?

বসুদেব । বাবা, ভীম ! সব কুশল ত রে ?

ভীম । কৃষ্ণের অকুশলে আর পাণ্ডবদের কুশল কোথা পূজ্যপাদ ! কৃষ্ণকে নিয়েই পাণ্ডবের কুশল, কৃষ্ণ ছাড়া ত পাণ্ডবের কুশল আর দ্বিতীয় নাই ।

নারদ । এঁ্যা হে হে (গলার শব্দ করা) এস গো সব, এস এস, ওহে বসুদেব ! এই দেখ ভীষ্ম তোমার ছেলেটাকে দেখ্‌তে এসেছেন । এস—এস সব ! দেখে যাও, কৃষ্ণ মহিলাগণ, কৃষ্ণকে কেমন ভালবাসেন ।

(নারদের হাস্য)

বসুদেব । আসুন—আসুন বসুপুরী কৃতার্থ হ'ল । আসুন—আসুন ! আমার কৃষ্ণ, আজ কয়েকদিন শয্যাশায়ী, আশীর্ব্বাদ করুন যেন কৃষ্ণ আমার ভাল হয় ।

ভীষ্ম । আপনার পুত্র ভাল হবেন, চিন্তা কি এক্ষণে আমার ভক্তিপূত প্রণাম গ্রহণ করুন, মা !

বসুদেব। না—না—না! ওকি! ওকি! করেন কি—করেন কি! আপনি মহাপুরুষ, বহু বৃদ্ধ, ওকি—ওকি করেন?

(কতকটা সরিয়া)

ভীষ্ম। শ্রীকৃষ্ণ যাঁর পুত্র, তিনি আমার কেন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরেরও প্রণম্য, অতএব আপনার পদরজ ভীষ্মের শিরোভূষণ। আসুন—আসুন পায়ের ধূলো দেন।

(পদধূলি গ্রহণ)

নারদ। যাক্—এক্ষণে ব্রজবাসিনীগণ এলেই যে সব আপদ চুকে যায়।

বসুদেব। কতক্ষণে আস্‌বে নারদ! বলুন কবিরাজ কোথায়?

ভীষ্ম। তাইত বটে, বৈদ্যরাজ সর্ব্বদা না থাকায় ত বিষম চিন্তার কথা, কখন কি হয় বল্‌তে পারা যায় না।

বৈদ্যরাজের প্রবেশ।

বৈদ্যরাজ। এই যে মহাশয়! আমি এসেছি।

ভীষ্ম। আসুন! আসুন!

নারদ। তা গুপ্ত মহাশয়! একটী কথা বল্‌ব রাগ কর্‌বেন না? বলি ঔষধের মূল্য নেবেন, প্রদর্শনী নেবেন, পারিশ্রমিক নেবেন, তা ছাড়া পুরস্কার নেবেন, আপনার কি একটু মনোযোগ ক'রে চিকিৎসা করা ঠিক নয়? পালিয়ে যান কোথা? এটা কি বিনা অর্থে চিকিৎসা ধারণা ক'রেছেন?

বৈদ্যরাজ। আপনার ত গণ্ডগোলে স্বভাবটা চিরকালের মধ্যে যাবার নয়।

নারদ। সেটা কার দোষ? বলি সেটা কার দোষ? তাঁতি যদি পাত্‌লা ক'রে কাপড় বোনে, তাতে তাঁতির দোষ না কাপড়ের দোষ?

ভীষ্ম। দেখুন আমি একটী কথা ব'লে রাখি; তাঁতির বড় দোষ হয় না, দোষ হ'তে কাপড়েরই হয় যে, এটা পাত্‌লা কাপড়, বুঝ্‌লেন?

বৈদ্যরাজ। তা উনি তাঁতিরই দোষ দেবেন, তা দিন, কিন্তু এটা বড় দুর্নামের কথা যে, আমি বৈদ্যরাজ হ'য়ে অর্থ নিয়ে চিকিৎসা করি; দুর্নামের কথা নয়? তাহ'লে লোকে আমায় ডাক্‌বে কেন? আমার দুর্নাম, ছিঃ! ছিঃ! ছিঃ!

নারদ। আপনার দুর্নাম আপনি কেন স্বীকার কর্‌বেন, দুর্নাম জিনিষটাই এম্‌নি, যাকে প্রয়োগ করা যায় সেই দুঃখিত হয়, এবং সে কোনপ্রকারে সেই যেন স্বতঃ বিশুদ্ধ আপনাকে নির্ম্মল ব'লে প্রতিপন্ন করতে চায়। তা যাই হোক্, আপনি সত্য ক'রে বলুন দেখি, কৃপা ক'রে কয়টা রোগীকে ভাল করেছেন? যাদের সম্বল কিছুই নাই, দরিদ্র, কুষ্ঠ, অন্ধ, বধির, খঞ্জ প্রভৃতি কত যে বিশ্বের চারিধারে ভবরোগে আক্রান্ত হ'য়ে কাঁদ্‌ছে, তা'দিগে আপ্‌নি কি অভয় দিয়ে, আপন কোলে স্থান দিয়ে, তাদের রোগ দূর ক'রেছেন? ভুল কথা। ভয়ানক কবিরাজ আপনি!

ইত্যবসরে ইকির মিকির ও মুট্‌রু বালকের
বহির্ভাগে প্রবেশ।

নারদ। ঐ এসেছে দেখ দেখ, বৃন্দাবনের দু'জনকে সঙ্গে ক'রে বলরাম আস্‌ছে ঐ দেখ।

সকলে। আসুন, আসুন, আসুন!

(ইকির মিকিরের থম্‌কাইয়া দাঁড়ান)

বলরাম। এস, দাঁড়ালে যে ?

ইকির মিকির। আমাদিগে দেখে, আসন আসন বল্‌ছে, রহস্য কর্‌ছে, আমার বুঝি বিট্‌কেল চেহারাটা দেখে ঠাট্টা কর্‌ছে ?

বলরাম। না—না ঠাট্টা কর্‌বে কেন।

ইকির মিকির। ঠাট্টা বৈ কি, হেই দেখ্ বলাই, বলে দে ত, যে চাষা বটে, কিন্তু লাঙ্গল ত করে নাই, বলে দে ত, কিসের ঠাট্টা বলে দে ত।

বলরাম। না—না, ঠাট্টা করে নাই, আদর ক'রে ডাক্‌ছে।

ইকির মিকির। বটে, তবে চল্, হ'লেমই বা চাষা, এমন ঢংএ চল্‌ব, কার বাপ্ চিন্‌তে পারে।

ভীষ্ম। বৃন্দাবনবাসী ?

ইকির মিকির। হাঁ ত, হাঁ, তার কি ?

ভীষ্ম। বৃন্দাবনের যাবতীয় জীব নারায়ণের অঙ্গ বিগ্রহ, সকলে প্রণাম গ্রহণ করুন।

সকলে। আসুন, আসুন, আসুন।

(সকলের প্রণাম)

ইকির মিকির। বেঁচে থাক সব, মুট্রু ! (মুট্রুকে নাড়িয়া ; কত খাতির দেখ্‌ছিস্—বিন্দ্রাবনে বাস ব'লে কত খাতির দেখ্‌ছিস্ ? তবু সাবাং মাখি নাই, তবু টেড়ী কাটি নাই, দেখ্‌ছিস্ ? ভাগ্যে লাঙ্গল করি নাই, তাহ'লে লোকে চিনে ফেল্‌ত যে চাষা, দেখ্—দেখ্ কত খাতির দেখ। বাহবা আমি কে হনুরে !

মুট্রু। তুমি যে হনু সেই হনুই কাকা !

ইকির মিকির। ওগো ! এখন প্রণাম সনাম রেখে দাও, দেখি কেষ্টাকে, কেষ্ট ! কেষ্ট রে ! কি হ'য়েছে বাবা ! কেন প'ড়ে আছিস্ ? একবার লাফ দিয়ে উঠে পড়্ ত, তোর ইকির মিকির কাকা এসেছে দেখ, হেই দেখ্ চুপ ক'রে প'ড়ে থাকিস্-নে, দে লাফ, দিয়ে উঠে পড়্ ত।

না উঠ্‌ছে না যে রে, কেষ্ট! কেষ্ট! কেষ্ট! কি হ'য়েছে রে? মুটরু! কেষ্টকে ভাল ক'রে দিতে হবে, যা থাকে কপালে মুটরু! একবার শুনে যা ত।

(বাহিরে আসিয়া দু'জনের পরামর্শ)

সত্যভামা। ওটা কি জানোয়ার না মানুষ, কৃষ্ণকে ভাল ক'রে দিতে চায়, পাগল না কি?

ইকির মিকির। হেই দেখ্ মুটরু! কেষ্টাকে এই গাটী রগ্‌ড়ে কতকটা ময়লা তুলে বড়ি পাকিয়ে খাইয়ে দেব।

মুটরু। দূর, দূর, দূর! লোকে দেখ্‌তে পায় ত ঠেঙ্গিয়ে মারবে।

ইকির মিকির। দেখ্ মুটরু! সেই বুদ্ধিটা মনে প'ড়েছে রে, মনে পড়েছে চল্!

মুটরু। চুপ ক'রে থাক্—ভদ্র লোক রয়েছে চুপ ক'রে থাক্।

ইকির মিকির। না কিছুতেই চুপ করব না, কাইকুতু দিয়ে দোব, যা থাকে কপালে, কেষ্টার আবার অসুখ কি রে? কাইকুতু দিয়ে দিলেই ভাল হ'য়ে যাবে বুঝ্‌লি চল্, (ভিতরে যাইয়া) কেষ্ট! কেষ্ট! একবার হেসে দে ত, তোকে কাইকুতু দিয়ে দিচ্ছি, দে ত একবার হেসে দে ত।

ভীম। চোপ্, চোপ্, চোপ্—উল্লুক কাঁহাকো চোপ্!

ইকির মিকির। তোমার বাবার কি বল দেখি, আমাদের কেষ্ট আমরা মানুষ ক'রেছি, কোলে কাঁধে কোরে নাচিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছি, এক গেরাস ভাত তরকারি নিয়ে মুখে ক'রে ভাল লেগেছে ব'লে মুখ থেকে বার ক'রে কেষ্টাকে খাইয়েছি, যে কেষ্টা আমাদের খাক, সেই কেষ্টা আমাদের, তোমাদের কি বল দেখি, ছেলেটী আমার রোগে প'ড়ে আছে কৈ সাত কুড়ি লোক ব'সে আছ কারো চোখে এক ফোঁটা জল পড়্‌ছে কি—কেষ্টর তরে কেউ ভাবছ কি? সবাই ঠাট্টা মনে করছ—কেষ্ট যে আমাদের নয়নমণি রে, কোলে ক'রে মানুষ ক'রেছি, উহু-হু!

ভীষ্ম। না—না, তুমি ব'স ব'স, বৃন্দাবনবাসিরাই যে কৃষ্ণকে ভালবাস্‌তে জানে একথা যথার্থই ঠিক্।

সত্যভামা। তাই ত গো, ভীষ্মদেব ও কি বলেন গো, গয়লা, গয়লা। ময়লা কাপড়, গায়ে গন্ধ, ছিঃ ছিঃ তারা কি ক'রে কৃষ্ণকে ভালবাসবে দেখিই না, নচ্ছারি মাগীরা এসে কি কর্‌বে কে জানে।

সাত্যকির প্রবেশ।

সাত্যকি। (সোৎসুকে) বৃন্দাবনবাসিনী বৃন্দা প্রভৃতি রমণীগণ, নন্দ, যশোমতী, উপানন্দ প্রভৃতি সকলেই আস্‌ছেন।

বসুদেব প্রভৃতি সকলে। আস্‌ছেন—আস্‌ছেন, কৈ—কৈ ?

বৃন্দা, ললিতা, বিশাখা, উপানন্দ, নন্দ, যশোমতী,
শ্রীদাম ও রাখালগণের প্রবেশ।

বৃন্দা—

কোথায় রয়েছ নন্দ কুল সিন্ধু ইন্দু,
দীনবন্ধু ব্রজবাসীর প্রাণ।
বহুদিন পরে দেখ্‌তে এলাম
আঁচল পেতে, নিতে তোমার স্নেহের মধুর দান।
বল বুদ্ধি সকলই তুমি ব্রজবাসীর ভরসা,
তোমার ভালবাসার আশা পাশে দিয়েছি সকল আশা;
ভাষা তাদের আর নাহি অন্ত,
হা কানায়লাল কথা ভিন্ন
তোমারই কেবল সুখের তরে,
রচিত গোপীর গা

ভীষ্ম। আসুন, আসুন, সকলে আসুন (প্রণাম)।

বসুদেব। এস—এস মাতৃগণ! কৃষ্ণ পিতা বসুদেব, তোমাদের সাদর অভ্যর্থনা করছে, এস—এস, এসে সকলে আমার কৃষ্ণকে ভাল ক'রে দাও।

বৃন্দা। ইনিই কি সেই পরম ভাগ্যবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের পিতা! প্রণাম করি।

বসুদেব। ভগবান্ তোমাদের মঙ্গল করুন, এক্ষণে আমার কৃষ্ণকে ভাল ক'রে দাও।

বৃন্দা। ও ললিতা! ও বিশাখা! ওরে ও শ্রীদাম! সককে প্রণাম কর্ রে, ইনিই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের পিতা বসুদেব। প্রণাম কর্।

ইকির মিকির। কেষ্টার তাহ'লে দুটো বাপ হ'য়েছে না কি? আমাদের নন্দঘোষ রাজা, সেইত কৃষ্ণের বাবা, তবে ঐ বসুদেবও বাবা হ'চ্ছে কেমন ক'রে, ও মুটরু! কেষ্টা এখানে বাবা পেয়েছে কোথেকে? না রাজ্য পেয়েছে ব'লে বাবাও পেয়েছে, হ'তেও পারে, রাজ্যের সঙ্গে বোধ হয় বাবাও মেশান ছিল, খুঁজতে খুঁজতে বেরিয়ে প'ড়েছে। সাতকুড়ি বাবা হওয়া ভাল নয়। কেষ্টা ভাল হ'লে ব'লে দোব যাকে তাকে বাবা বলিস্ না।

(শ্রীদাম আদি সকলের প্রণাম)

বলরাম। এস—এস শ্রীদাম আদি সখাগণ! এস—এস ভাই সব! অনেক দিন তোমাদিগে স্নেহের বক্ষে বাহু প্রসারণ ক'রে ধারণ করি নাই।

(শ্রীদামকে আলিঙ্গন)

শ্রীদাম। দাদা বলাই! বলাই! মনে ক'রেছিলাম আর বুঝি তোমাদের মধুর মুখমণ্ডল দেখ্‌তে পেলাম না।

(রোদন)

বলরাম। কেন—কেন ভাই, আমাদের মুখ যে, তোদের বুকের মধ্যেই লুকিয়ে র'য়েছে ভাই, আমাদের মুখ যে তোদের আঁখির দর্পণে প্রতি নিমিষেই প্রতিফলিত হ'চ্ছে ভাই !

রাখালগণ। বলাই দাদা ! বলাই দাদা ! হাঁ ভাই, মনে করিস্ কি ভাই, ভাই রে কৃষ্ণ বলরাম ভিন্ন আর যে ব্রজবাসীর কেউ নাই।

বলরাম। ব্রজবাসীর যেমন কৃষ্ণ বলরাম, কৃষ্ণ বলরামেরও তেমনি ব্রজবাসীগণ। যে যাকে ভাবনা করে, সেও যে তাকে ভাবনা করে ভাই !

(সকলকে আলিঙ্গন)

ভীষ্ম। ছানার সঙ্গে শর্করা মিশ্রিত হ'লে যেমন মধুর মুখরোচক হয়, তদ্রূপ এই কৃষ্ণলীলায় ব্রজবাসীর কথা আরও মধুর, আরও মধুর— মুখরোচক হয়, আহা-হা এমন সব মধুর দর্শনে ও মধুর শ্রবণে যার মনের তৃপ্তি হয় না, কতদূর তার চিত্তটা আবিলতায় পূর্ণ, একবার বিচার কর দেখি সাধুজন !

ভীম। যাদব সভা আনন্দের দৃশ্যে পূর্ণ হ'য়ে গেল, এখন আনন্দময় কৃষ্ণ ভাল হ'লেই সর্ব্বানন্দের সংযোগ হয়।

ইত্যবসরে উদ্ধব সহ যশোমতী ও নন্দের প্রবেশ।

(উদ্ধব হস্ত ধরিয়া আনিতেছেন)

নন্দ। উদ্ধব ! উদ্ধব ! বল কোথায় আমার নীলমণি, আমার ননীচোরা কৃষ্ণ কোথায় বল, কোথায় আছে ?

ভীষ্ম। ঐ যে, আবার একটী স্নেহ-জল-পূর্ণ বাৎসল্যের মেঘ উদয় হ'ল রে।

বলরাম। ও কে আস্‌ছেন বাবা! বাবা! আমার বাবা! বাবা! বাবা!

(বলরাম পা জড়াইয়া পড়িলেন)

ভীষ্ম। শুধু তুমি কেন তোমার পিতার পদে পতিত হবে, তোমার সঙ্গে সঙ্গে এই ত্রিলোকের জীবও তোমার পিতার পদতলে পতিত হবে।

(ভীষ্ম ও যাবতীয় সকলের প্রণাম)

নন্দ। কে রে—দীন দরিদ্রের পায়ে জড়িয়ে কে রে?

(রোদন)

বলরাম। বলরাম।

(ক্রন্দন)

নন্দ। বলরাম! আমার চক্ষের, রোহিণীর বক্ষের মাণিক আমার বলরাম, বলরাম! আমার কৃষ্ণ কৈ রে?

(রোদন)

যশোমতী। (দৌড়িয়া গিয়া বলরামকে কোলে ধরিলেন) বাবা রে! কি কঠিন প্রাণ তোদের রে! (ঘন ঘন মুখচুম্বন) ওরে—কেমন ক'রে ভুলে আছিস্ রে? মা ব'লে কি মনে পড়ে নাই বাবা!

বলরাম। মা! মা! আর কেঁদনা মা, তোমাদের মত মা বাপ কি ভুল্‌বার বস্তু মা, মা! চল চল তোমার নীলমণিকে দেখবে চল,—

বসুদেব। এস—এস ভাই, আজ আমার কৃষ্ণের বিপদে সমস্ত বসুপুরী নিরানন্দময় হ'য়েছে।

(নন্দ ও বসুদেবের উভয়ের আলিঙ্গন)

ভাই! তুমি যে আমার ভাই।

বলরাম। এই দেখ মা! কৃষ্ণ তোমার শয্যাগত মূর্চ্ছিত।

যশোমতী। কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! নীলমণি! কি ব্যাধি হ'য়েছে বাপ্!

(দেখিয়া) ও মাণিক রে ! কি কুক্ষণে বেরিয়ে বৃন্দাবন থেকে এসেছিলে বাবা !

(মুখচুম্বন)

নন্দ। কৈ—কৈ, যশোদে ! কৈ আমার কৃষ্ণ কৈ ?

যশোমতী। এই যে দেখুন নীরব মূর্চ্ছিত, এই যে দেখুন বিকৃত ব্যাধিগ্রস্ত।

নন্দ। কৈ বাবা ! কৈ মাণিক ! কৃষ্ণ, কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ রে ! কৃষ্ণ ! কেন বাবা, কেন এত কষ্ট পাচ্ছিস্ চাঁদ ? চাঁদ ! চেয়ে দেখ্ রে—তোর পিতা নন্দ এসেছে চেয়ে দেখ, ওহো-হো !

(কৃষ্ণকে দেখিয়া উল্টাইয়া পড়িয়া যাইবার সময় ভীষ্ম ধরিয়া ফেলিলেন)

ভীষ্ম। ভয় নাই, ধৈর্য্যাবলম্বন করুন, কৃষ্ণ আপনার ভাল হবেন, চিন্তা কি ঘোষরাজ !

নন্দ। বাবা নীলকমল ! অনেক দিন তোর মুখে সুমধুর বাবা সম্বোধন শুনি নাই, একবার বল্, একবার গলা জড়িয়ে ধর্, তাপিত বুকটা শীতল হোক্।

ভীষ্ম। মেঘ উঠেছে যখন, অনুকূল বায়ু বহেছে যখন, তখন বৃষ্টিও হবে, মৃত্তিকাও শীতল হবে। ছলনাময় কুটীল হৃদয় কৃষ্ণ ! নিজে ছলনা জাল অবলম্বন ক'রে এই কোমল প্রাণগুলি এত নিষ্পেষিত করছ কেন ? প্রভো ! ছলনা সম্বরণ কর, ব্রজবাসীর ব্যথিত রোদন আর যে সহ্য হয় না প্রভো !

(অশ্রু মোচন)

উপানন্দের প্রবেশ।

উপানন্দ। কৈ ! কোথায় ? কোথায় আমার ননীচোরা, আম

ব্রজমোহন, আমার বাঁশরি বাদন, আমার কৃষ্ণ কোথায়? কোন্‌টা পথ বলে দে, দেখিয়ে দে, জুড়াই—জুড়াই, কৃষ্ণ বিচ্ছেদ ব্যথিত কাতর ভগ্ন হৃদয়টা জুড়াই, জুড়াই রে, বলে দে—বলে দে, কে জানিস্, আমার কৃষ্ণ কোথায় র'য়েছে বলে দে?

(ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ)

ভীষ্ম। ও কে আসে রে, উন্মত্তের ন্যায় কৃষ্ণকে খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে কে আসে রে, দেখে যে মনে হ'চ্ছে যেন ঐ পাগলের মন কৃষ্ণময় হ'য়ে গেছে, প্রাণ কৃষ্ণময় হ'য়ে গেছে, চক্ষুও যেন কৃষ্ণরূপ ধর্‌বার আকারে প্রস্তুত হ'য়ে গেছে, কে রে?

উপানন্দ। ওরে আমি রে আমি, একটা বড় নারকী রে, তা না হ'লে প্রাণের সিংহাসনে স্থাপিত আমার কালাচাঁদ কেন পালিয়ে আস্‌বে, আমি রে, আমি কৃষ্ণের উপাকাকা কৃষ্ণচাঁদের ভিখারী রে!

সাত্যকি। ভিখারী নয় গো, কৃষ্ণধনে জগতে মহাধনী, এমন অতুল ধনে ধনী, কেবল আপনারাই আছেন।

ভীষ্ম। সত্য! সত্য! সত্য! হরি হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল। বল দেখি ভাই, এইরূপ প্রকৃত বৈষ্ণবকে দেখেই মনে হয় যে বৈষ্ণব দেখিয়া যে বা জাতি বুদ্ধি করে, কোটী কল্পে বাস তার নরক ভিতরে, প্রণাম কর, ভারতের ভাবুক ভক্ত! বাৎসল্য রসের ভক্ত দেখে প্রণাম কর, এমন সহজ ভাবে কৃষ্ণকে ধর্‌বার এমন ভাব যে জগতে আর নাই।

বলরাম। এস! এস! আমার স্নেহময় কাকা! আমার ভাবময় কাকা! আমার প্রেমময় কাকা! আমার আনন্দময় কাকা! এস! এস!

(পায়ে জড়াইয়া ধরা)

উপানন্দ। কে রে! কে রে! হাঁরে ওরে কে রে কে রে?

বলরাম। তোমার বলা, তোমার বলা তোমার চরণ-সেবী-দাস বলাই।

উপানন্দ। পেয়েছি রে, পেয়েছি রে, আমার হারান' দুইটী মাণিকের একটী খুঁজে পেয়েছি রে,—

(বলরামকে কোলে তুলিয়া লইয়া পলায়ণ করিতেছে)

আগে বলাইটীকে বৃন্দাবনে নিয়ে গিয়ে চাবি দিয়ে রেখে আসি, তারপর কৃষ্ণকে দেখ্‌ব।

ইকির মিকির। চল তবে—আগে বলাইকেই রেখে আসি চল—চল।

নন্দ। আয়, আয়, কোথায় যাচ্ছিস্ আয়, কৃষ্ণকে দেখে যা আয়।

ইকির মিকির। না—না, তুমি বুঝ্‌তে পারছ না নন্দ দাদা! আগে যে বলাই তার পর ত কৃষ্ণ, বুঝে দেখ ভুল ক'রো না।

উপানন্দ। না আগে রেখে আসি, তার পর দেখ্‌ব, একবারে দুটোকে নিয়ে ছুটে যেতে পার্‌ব না, রেখে আসি দাদা! (আবার কতকদূর ছুটীয়া যাওয়া) বলা! বলা, যাবি ত, অন্য কোনরূপ ঝোঁক্ করবি না ত? করিস্ ত বেঁধে রাখ্‌ব। বাপ্‌রে! তোদের অভাবে যে বৃন্দাবন আঁধার হ'য়েছে রে!

(মুখচুম্বন ও রোদন)

নন্দ। পাগল! আয় কৃষ্ণকে দেখে যা, তার পর যাবি।

বলরাম। কাকা! কৃষ্ণকে দেখবে চল কাকা! কৃষ্ণ ভাল হ'লেই আবার দুই ভায়ে তোমার সঙ্গে যাব। এখন কৃষ্ণকে দেখবে চল।

উপানন্দ। চল্—তাই চল্।

বলরাম। দেখ কাকা! এই দেখ তোমার নীলমণি, তোমার গিরিধারী মূর্চ্ছিত।

উপানন্দ। ও কি! ও কি! কৃষ্ণ! তোর ও কি ব্যাধি, দাদা! দাদা! বড়ই লোকলজ্জা হ'ল, কৃষ্ণের মূর্চ্ছা হ'লেও ততটা ক্ষতি

নাই, কিন্তু কৃষ্ণের কুষ্ঠব্যাধি, ছিঃ! ছিঃ! লোকের কাছে উপহাস, লোকের কাছে নিন্দা হবে, যে যশোমতীর শিশুটার শেষে কুষ্ঠব্যাধি হ'ল, তাই ত কি করি, নারায়ণ! নারায়ণ! নারায়ণ আমার কৃষ্ণকে ভাল ক'রে দাও। (অশ্রুমোচন) কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! (মুখচুম্বন ও কৃষ্ণের নিকট উপবেশন)।

নারদ। ওরে ও উপানন্দ! চুপ কর, তোর কৃষ্ণকে ভাল করবার ঔষধ বৃন্দাবন হ'তে আনা হ'য়েছে, থাম্—আর কাঁদিস্‌নে থাম্—হে সভাস্থ মহোদয়গণ! হে সাধু দর্শকবৃন্দ! হে ভাবুক শ্রোতা! সকলে এর পর কৃষ্ণের কুষ্ঠব্যাধি মোচন ও মূর্চ্ছা অপনয়ন পরিদর্শন করুন।

বসুদেব। মা! মা! ব্রজবাসিনীগণ! এর পর তোমরা কৃষ্ণকে পায়ের ধূলো ও উচ্ছিষ্ট প্রদান কর।

ললিতা। সে কি রকম? বৃন্দা! কি রকম কথা শুনছি?

বৃন্দা। কি জানি কি রকম ব্যবস্থা তা ত জানি না। বলি ওহে দেবর্ষি নারদ! এ ব্যবস্থা কি রকম হ'ল?

নারদ। তা কিরূপ জানব, বৈদ্যের ব্যবস্থা বৈদ্যই জানেন, কি গুপ্ত মহাশয়!

বৈদ্যরাজ। নিশ্চয়, এইরূপই ব্যবস্থা, যেরূপ জটিল ব্যাধি, তার এরূপ ব্যবস্থা না হ'লে চলে কি প্রকারে?

ললিতা। ব্যবস্থা কিরূপ করলেন, একবার শুন্‌তে পাই না?

বৈদ্যরাজ। পেতে পারেন, ব্যবস্থা হ'য়েছে কি, যে শ্রীকৃষ্ণ বিলাসিনী-গণের মধ্যে যিনি প্রকৃত ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসেন তাঁর পায়ের ধূলো আর উচ্ছিষ্ট পেলেই শ্রীকৃষ্ণ ভাল হবেন এই ব্যবস্থা।

নারদ। এই ভালবাসা জানিয়ে যিনি এই সমস্যা-পূর্ণ ব্যাধির হস্ত হ'তে কৃষ্ণকে জীবিত করতে পারবেন তিনিই শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বপ্রধানা ব'লে ত্রিলোকীতে বিদিত হবেন, শুধু কেবল কথায় আমি সর্ব্বপ্রধানা

বল্‌লে চল্‌বে না, বুঝ্‌লে গো সব! হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। (মালাজপ)

ললিতা। শ্রীকৃষ্ণের মহিষীগণ আছেন, তাঁরাই ত ভাল কর্‌তে পার্‌তেন, আজ আবার নীচ গোপ জাতিকে আহ্বান করবার কি প্রয়োজন ছিল?

বৈদ্যরাজ। তা তুমি বল্‌লে কি হয়, স্বীকার না হ'লে কি করা যাবে।

নারদ। তারা সব বড় লোকের মেয়ে, যা মন যায় তাই করে, সঙ্কোচ বোধ কর্‌লেন, বল্‌লেন যে কৃষ্ণ, পতি পরম-গুরু, তাঁর মাথায় কেমন ক'রে পায়ের ধূলো দোব, এই এক্‌টা ভয়ানক আশঙ্কা।

ললিতা। তাহ'লে কৃষ্ণকে ভালবাসা হ'ল কৈ, যদি তাঁর ব্যাধি মোচনই না হ'ল, যদি তিনি প্রাণই না পেলেন, তাহ'লে দ্বারকা বাসিনীগণ কৃষ্ণকে কিরূপ ভালবাসেন? বলি দ্বারকা বাসিনী শ্রীকৃষ্ণ মহিষীগণ! আপনাদের ভালবাসা কিরূপ—স্বামী রোগ মুক্ত হবেন, প্রাণ লাভ কর্‌বেন—এটা কি আপনাদের মত বড় ঘরের রমণীগণের উচিত নয়?

বৃন্দা। ও ললিতা! ওরা কৃষ্ণকে ভালবাস্‌তে শিখে নাই, কৃষ্ণকে ভালবাস্‌তে হ'লে যে, সবই কৃষ্ণকে স'পে দিতে হয়, তা ওরা জানে না, জানে না ত কি কর্‌বি বল।

নারদ। ওগো কেউ বা স্বাভাবিক অবস্থাতেই দাঁড়িয়ে উচ্চ স্থানের দৃশ্য দেখে, কেউ বা ঢেঙ্গিয়ে বড় হ'য়ে দেখ্‌তে যায়, শেষে দেখ্‌তেও পায় না, পায়ের যন্ত্রণাতেই মরে—বুঝ্‌লে, ওরা ঢেঙ্গিয়ে বড় হ'য়েছেন, অলঙ্কারের অহঙ্কারে, ভোগে, বিলাসে, ঐশ্বর্য্যে বড় হ'য়েছেন বুঝ্‌লে?

সত্যভামা। (স্বগত) কথাগুলো যেন আমাকেই লক্ষ্য ক'রে বলা হ'চ্ছে, আঁ মর্, কিরূপ ধরণের তাল পাকান ঋষি বাবা! মনে কর্‌লাম, ভুলেছে, কিন্তু না, কুন্দুলে যে হয় সে কি কখন কুন্দুল ছাড়া থাক্‌তে পারে?

ললিতা। কই কেউ যে কথা কইছেন না, বলি কৃষ্ণকে ভালবাসবার কি এই ধারা? বলুন না, উত্তর দেন না?

সত্যভামা। ওগো! তোমরা যে ছিনালী আরম্ভ কর্‌লে গো! বলি স্বামীকে কেউ কি পায়ের ধূলো দিতে পারে, না উচ্ছিষ্ট দিতে পারে? পতি যে পরম গুরু, মাগো মা, কি সব ছিনালের দল!

(সত্যভামা অভিমান করিয়া রহিলেন)

ললিতা। ব্রজ গোপীগণ! আর কেন, কৃষ্ণকে ভাল ক'রে দাও। পারাবত পক্ষী গলা ফুলিয়ে হুঙ্কার করে বটে, কিন্তু সেটা তার বীরত্বের পরিচয় নয়।

নারদ। নিশ্চয়।

বৃন্দা। হরিণী চঞ্চলা হ'লেও যেমন শান্ত ভাবে কালক্ষেপ করে, তেমন শান্ত কুকুর জাতি হয় না, সে ঠিক্ বীরত্বেরই পরিচয় দেয়। নে লো নে ললিতা! আর বৃথা কোন্দলেই বা প্রয়োজন কি, আমাদের প্রাণ-বন্ধুকে ভাল ক'রে দিয়ে এখান থেকে চ'লে চল্ বুঝ্‌লি।

ললিতা। না বৃন্দা! আমাদের আর প্রয়োজন হবে না, এরপর রেগে টেগে খুব জমকাল অভিমান দেখিয়ে উনিই ভাল কর্‌বার অভিনয় দেখাবেন।

সত্যভামা। ওগো তোমরা এসেছ শ্রীকৃষ্ণের ভালবাসার লোক, তোমাদের চাইতে কি আমি, তোমরাই নামটী জাহির ক'রে যাও।

ললিতা। অনুমানে বোধ হ'চ্ছে তুমিই শ্রীকৃষ্ণের সেই অভিমানিনী ভার্য্যা সত্যভামা।

নারদ। হাঁ—হাঁ! উনিই শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বপ্রধানা আদরিণী মহিষী সত্যভামা।

সত্যভামা। তা যেমন শুঁড়ি, তেম্‌নি তার সাক্ষীও মাতাল জুটেছে মন্দ নয়।

সকলে। হো হো হো। (হাস্য)

বসুদেব। ওগো! আর কথা বাড়াও না গো—আর কথা বাড়াও না, এরপর আমার কৃষ্ণকে ভাল ক'রে দাও।

বৃন্দা। মহারাজ! তার জন্য চিন্তা কি, এখনি আপনার কৃষ্ণকে ভাল ক'রে দিচ্ছি। বলি দেবর্ষে! বৈদ্যরাজের এই ত ব্যবস্থা হ'য়েছে, যে শ্রীকৃষ্ণ মহিষীগণের মধ্যে যিনি প্রকৃতভাবে ভালবাসেন তাঁর পায়ের ধূলো এবং উচ্ছিষ্ট দিলেই ত কৃষ্ণ ভাল হবেন, এই ব্যবস্থা ত?

বৈদ্যরাজ। নিশ্চয়! ঐ কথা, তবে তা—তা—তা তবে আপনাদের—তা—তা—তা—

ললিতা। তা—তা, বলি তা, তা করছেন কেন গুপ্ত মহাশয়?

বৈদ্যরাজ। তা—তা, বলি আপনাদের বৃন্দাবনেশ্বরী যিনি, তিনি ত এলেন না, তবে—তবে কিরূপ হবে?

ললিতা। তা আপনার টান বেশী বৃন্দাবনেশ্বরীকেই, আমরা কি কৃষ্ণকে ভালবাসতে জানি না? দেখ্‌বেন—বৃন্দাবনবাসীজনগণের এক এক জনের ভালবাসা কিরূপ দেখ্‌বেন? বৃন্দাবনের আপামর সাধারণ তরু গুল্ম পর্য্যন্ত কৃষ্ণকে ভালবাসে কি না সকলে একবার বিস্ময় বিস্ফারিত চক্ষে চেয়ে দেখুন, দাও উদ্ধব! শ্রীরাধার পদরজ ও উচ্ছিষ্ট আমার হাতে দাও।

উদ্ধব। যে আজ্ঞে। (দেওয়া)

ললিতা। একটা কথা বলে রাখি, যদি কৃষ্ণ ভাল হন, তাহ'লে কৃষ্ণ কার, ব্রজবাসীর না দ্বারকাবাসীর?

বসুদেব। তাহ'লে শ্রীকৃষ্ণ আমার ব্রজবাসীরই চিরকাল দাস হ'য়ে থাক্‌বে।

নারদ। দেখো বুঝে সুঝে বল্‌বে।

বসুদেব। হাঁ—হাঁ, ব্রজবাসী কর্ত্তৃক কৃষ্ণ ভাল হ'লেই কৃষ্ণ ব্রজবাসীর দাস হ'য়ে থাক্‌বে, আচ্ছা এরপর তোমরা কৃষ্ণকে পায়ের ধূলো ও উচ্ছিষ্ট প্রদান কর।

উদ্ধব। আপনারা কোন সঙ্কোচ বোধ করবেন না, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে ব্যাধি মুক্ত করতে কোন সঙ্কোচ বোধ করবেন না,—নয় গুরুজনবর্গ এখান থেকে একটু সরেই যাবেন।

ললিতা। না—না উদ্ধব! ব্রজগোপীরা এমন সঙ্কীর্ণ-ভালবাসা রাখে নাই যে সঙ্কোচ বোধ করবে. ব্রজবাসীর হৃদয় উন্মুক্ত, কোন সঙ্কোচ নাই, উদ্ধব! জগদীশ্বরের উপাসনা কম্মে প্রেমিক-প্রেমিকার কি কোন সঙ্কোচ থাকে? থাক্ না গুরুজন, নাও এর পর তোমাদের কৃষ্ণকে ভাল ক'রে দি বুঝ্‌লে। আয় লো আয় ব্রজগোপীগণ, কানু-প্রেমের লহর তুল্‌তে তুলতে কানুর হ'য়ে কানুর সঙ্গে মিশে যাই।

বৃন্দা প্রভৃতি সমস্ত সখিগণ মিলিয়া সহর্ষে নৃত্য ও

গীত

সকলি স'পেছি আর ত কিছু নাই।
মোদের আমার বলতে রাখি নাই কিছু,
মন প্রাণ স্মৃতি অনুভূতিটুকু
সকলি দিয়েছি কানু পদে ঠাঁই।
লও লও সখা! তোমারি দেওয়া
তোমারি প্রেমে হ'য়েছি বিভোলা
তোমারি নেওয়া, তোমারি নিজের চরণ ধূলা
ধর ধর মোদের প্রেম কানাই।

(গীতান্তে সকলের শ্রীকৃষ্ণকে পদধূলি প্রদান ও মুখে উচ্ছিষ্ট প্রদান)

(শ্রীকৃষ্ণের চৈতন্য লাভ)

শ্রীকৃষ্ণ। আঃ এতক্ষণে আমি রোগমুক্ত হ'লাম।

(উঠিয়া বসিলেন)

বৃন্দা। রোগমুক্ত হ'য়েছ জীবন বল্লভ! রোগ মুক্ত হ'য়েছ? এরপর তোমার শ্রীরাধার স্নেহদান গ্রহণ কর।

সকলে। ঐ যে কৃষ্ণ আমার ভাল হ'য়েছে—ঐ যে কৃষ্ণ আমার ভাল হ'য়েছে।

যশোমতী। কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! বাবা! বাবা! কি হ'য়েছিল নীলমণি!

(কোলে করিতে যাওয়া)

শ্রীকৃষ্ণ। মা! মা! তুমি এসেছ মা! তুমি এসেছ মা!

(হস্ত প্রসারণে কোলে উঠা)

যশোমতী। এসেছি বাবা! তোমার অশুভ সংবাদ শুনে এসেছি বাবা, নীলমণি রে! তোকে দেখ্‌বার জন্য যে সারাটী বৃন্দাবন ভেঙ্গে এসেছে, দেখ—দেখ, চেয় দেখ।

শ্রীকৃষ্ণ। এসেছে—আমাকে দেখ্‌তে সকলেই এসেছে, কৈ—কৈ?

নন্দ। এই যে—এই যে দেখ্‌রে, নন্দ যশোমতীর আঁখি-তারা চেয়ে দেখ্‌রে, তোর পিতা মাতা সহ সমস্ত ব্রজমণ্ডলী ভেঙ্গে এসেছে নীলমণি!

শ্রীকৃষ্ণ। বাবা! বাবা! বাবা! আমার বাবা!

(কোল হইতে নামিয়া প্রণাম)

নন্দ। ওরে বুকের ধন নীলমণি! পায়ে কেন রে, বুকে আয়, তুই কি পায়ে থাক্‌বার জিনিষ, বুকে আয় একবার বুকটা শীতল করি রে!

(বক্ষে ধারণ)

শ্রীকৃষ্ণ। বাবা! বাবা! বাবা! ভাল আছেন, বৃন্দাবনের সকলে ভাল আছেন?

নন্দ। কৃষ্ণ ছাড়া বৃন্দাবনবাসীর ভাল আর কোনখানে বাপ্! ও রে প্রাণ চ'লে গেলে আর কি দেহটার দ্বারায় কোন কাজ হয়? কেমন ক'রে ভুলে আছিস্ নন্দদুলাল! রাজত্ব পেয়ে কি মা বাপ্‌কেও ভুলে গেলি? কত ক'রে তোকে মানুষ ক'রেছিলাম কৃষ্ণ! (ক্রন্দন)

শ্রীকৃষ্ণ। বাবা! আপনাদের মত পিতা মাতাকে কি কখন ভুলতে পারি, বাবা! কৃষ্ণের স্মৃতি আসলে যে সতত আপনাদের চরণ পূজা হয় বাবা! আর নয়ন জল ফেল্‌বেন না।

নন্দ। ও রে কতদিন কাঁদ্‌ছি রে, কত নয়ন-জলে বৃন্দাবনের মাটী ভিজে গেছে বাপ্! তবু জলের শেষ হয় নাই, জল যে জলধরের চিন্তায় আরও ধারাকারে প্রবাহিত হ'য়ে যায়।

ভীষ্ম। আহা-হা! (ভাবে ক্রন্দন)

উপানন্দ। দাদা! দাদা! কৃষ্ণ বটে ত, তোমার কৃষ্ণ বটে ত! না না, নয় নয় নয়! তুই আমার মাখন-চোরা কৃষ্ণ বটিস্? কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! সত্য ক'রে বল্ কৃষ্ণ!

শ্রীকৃষ্ণ। কাকা! কাকা! আমি তোমাদের সেই মাখন-চোরা কৃষ্ণ। তোমাদের দাসানুদাস কৃষ্ণ।

(নামিয়া উপানন্দকে আঁকাড় করিয়া ধরিয়া ফেলিলেন)

উপানন্দ। (কতক্ষণ হাঁ করিয়া তাকাইয়া) হাঁ! আমাদের কৃষ্ণ না হ'লে কি উপাকে এসে আঁক্‌ড়ে ধরে, আয়, আয়, আমার নন্দদুলাল, আমার নীলমণি আয় বুকে আয়, ওরে গোপাল গোপাল ব'লে অনেক দিন কোলে করি নাই রে, বুকেও ধরি নাই রে, কাঁধেও নিয়ে নাচি নাই রে!

(কৃষ্ণকে ক্রোড়ে ধারণ)

শ্রীকৃষ্ণ। কাকা! তোমার কোলে আমি অনেক দিন উঠি নাই, অনেক দিন ঘুমাই নাই।

উপানন্দ। ঘুমাবি—ঘুমাবি ? এই দেখ্ তোর সখাগণ এসেছে ।

শ্রীকৃষ্ণ। কৈ—কৈ, এই যে, এই যে সখা! সখা! সখা সব! একবার কৃষ্ণকে আলিঙ্গন দাও।

রাখালগণ— গীত

ওরে সখা বলে ডাকিবারে আর কেউ নাই ব্রজপুরে।
তো বিনে কানায়া, সুখের আলো, জেলে দিতে হৃদয় কন্দরে॥

শ্রীকৃষ্ণ— গীত

আমি আছি রে আছি, বুক পেতে, দুখ তোদের নিতে;
তাপিত পরাণে, পশিয়ে গিয়ে, জ্বালা সকল নিভাইতে ;
আয়, আয়, আয়, সবে ছুটে আয়, ব্রজের জ্বালা জুড়াইতে
আছি কাল নামটী ধরে॥

রাখালগণ— (পূর্ব্বাংশ গীত)

তো বিনে ভুবনে, জীবনে মরণে,
গোপের আর যে গতি নাই রে,
তুই যে গতি গোবিন্দ, প্রাণের মুকুন্দ,
প্রাণের কানায়া ভাই রে,—
কত নীর বহেছে, তটিনী ছুটেছে,
তোর তরে জীবন সখা রে॥

(শ্রীকৃষ্ণ সকলকে আলিঙ্গন করিলেন)

শ্রীকৃষ্ণ। ভাই শ্রীদাম! ভাই বসুদাম! তোমরা আমার জন্য কিছু এনেছ ভাই ?

শ্রীদাম। তোমার জন্য ভারে ভারে ক্ষীর, শর, ছানা, দধি, ননী

এনেছি ভাই! কানায়ালাল! রাখালের প্রদত্ত এ সব বস্তু তুই কি খাবি ভাই? তুই যে এখন রাজা হ'য়েছিস্।

শ্রীকৃষ্ণ। রাজা হ'লেও, আমি এখনও ব্রজ-রাখালের সেই দাস, সেই সখাই আছি। ভাই রে! তোমাদের প্রদত্ত যা কিছু পত্র, পুষ্প, ফল, জল সবই আমার পরম তৃপ্তির কারণ, দাও—কি এনেছ দাও।

শ্রীদাম। নাও—নাও, সখা! তবে খাও।

উপানন্দ। ও রে রাখাল! নাচ্ রে, রাখাল নাচ্ রে, ব্রজের গোপ গোপী সবাই নাচ্ রে, আমার কানাই বলাই ননী খাচ্ছে একবার বাহু তুলে সবাই নাচ্ রে, ব্রজগোপী তোরা করতালি দেনা।

রাখাল বালকগণের— (নৃত্য-গীত)

আমাদের ননী খেতেছে কানাই বলাই
বেস আয় দেখে যা ভাই রে।
গোপী দিতেছে করতালি
আনন্দের আর ত সীমা নাই রে॥

সানন্দ ও সনন্দের প্রবেশ।

(গীতাংশ)

আনন্দের আর ত সীমা নাই রে,
আনন্দের আর ত সীমা নাই রে,
গোপী দিতেছে করতালি,
আনন্দের আর ত সীমা নাই রে,
আনন্দের আর ত সীমা নাই রে,
রাখাল নাচে বিভোর হ'য়ে
আনন্দের আর ত সীমা নাই রে॥

রাখালগণ— গীত

মধুর মধুর মধুর দর্শন, কানাই বলাই মদনমোহন,
এস রূপ-সাগরে সাঁতার কেটে, প্রেমে ভেসে যাই রে।
অরূপের, রূপ, উদয় ধরা পরে, হেরে প্রেমে ভেসে যাই রে।
এ যে মণিকোটা রূপ, আলো করা আজ কাছে পেয়েছি ভাই রে॥

ভীষ্ম। হরি হরি বল, হরি হরি বল, ভাবের মদিরায় বিহ্বল হ'য়ে ভাবুক-ভক্ত, হরি হরি বল, এমন প্রেমের বুলিতে ভগবৎ সাধন ভারত ভিন্ন কোথাও হয় নাই, অতএব হরি হরি বল।

বসুদেব। কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! দেখ্ বাবা! তোকে দেখ্বার জন্য ঐ দেখ্ ভীষ্ম, নারদ পর্য্যন্ত এসেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ। হে মহাত্মাগণ! আপনারা আমাকে দেখ্তে এসেছেন, বেশ! বেশ! বেশ!

বসুদেব। কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! আর দেখ্ছিস ভীম এসেছে।

শ্রীকৃষ্ণ। কৈ—কৈ, দাদা!

ভীম। এই যে ভাই! (কৃষ্ণকে আলিঙ্গন)

ইকির মিকির। আমাকে বুঝি কেষ্টা দেখ্তে পায় নাই। (কৃষ্ণের চোখ চাপিয়া) বল দেখি কেষ্টা! আমি কে এসেছি?

শ্রীকৃষ্ণ। কাকা! কাকা! আমার ইকির মিকির কাকা!

ইকির মিকির। হাঁ ত, হাঁ ত, কেষ্টা আমি রে, আর কে, আর কে এসেছে বল্ দেখি, মুট্রু! এক্টা কপালে চিক্ দিয়ে দে রে, দেখি কেষ্টা তোকে চিন্তে পারে কি না?

মুট্রু। বল্ দেখি ভাই, আমি কে?

(কৃষ্ণের কপালে চিক্ দেওয়া)

শ্রীকৃষ্ণ। মুট্রু! মুট্রু সখা!

ইকির মিকির। হাঃ-হাঃ-হাঃ ! কেষ্টা আবার না চিনে কি ? তাই ত কেষ্টা তোকে এত ভালবাসি রে, তোর কি হ'য়েছিল রে কেষ্টা, তোর কাপ্ হ'য়েছিল, কাপ্ ক'রে প'ড়েছিলি নয় ? হেই দেখ্ তুই যখন মিছামিছি কাপ্ ক'রে প'ড়েছিলি, তখন মনে ক'রেছিলাম যে, তোকে একবার কুতুকুতু দিয়ে দি। কিন্তু ঐটা, ঐ হাঁকামানাটা দিতেই (ভীমকে দেখাইয়া) দিলে না, বল্লে রোগ হ'য়েছে, আমি জানি ত তোর রোগ-টোগ্ ঘোড়ার ডিম্ কিছুই নয়, কুতুকুতু দিয়ে দি, তবে এখন একবার তোকে কুতুকুতু দিয়ে দি, তুই ব'লে দে ত আমার কিছুই হয় নাই। (কুতুকুতু দেওয়া)

ভীষ্ম। ধন্য ধন্য, ব্রজবাসীর অকৃত্রিম-প্রেম অতি ধন্য !

বসুদেব। এর পর সকলে অনুমতি করুন, কৃষ্ণকে নিয়ে পুরো-মধ্যে যাই ?

ইকির মিকির। তা ত যাবেই হে, যাবেই, কেষ্টা ! ঐ দেখ্ ব্রজ গোপীরা এসে তোকে ভাল ক'রে দিয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণ। তাই ত বটে, হে বহু মান্য ব্রজগোপীগণ ! কুশলে আছ ত ?

বৃন্দা। আমাদের কুশল যে বৃন্দাবন চাঁদের পাদপদ্মে,—

(কৃষ্ণপদে সকলের পতন)

শ্রীকৃষ্ণ। উঠুন—উঠুন, মহাভাগা ব্রজদেবীগণ ! উঠুন।

ভীষ্ম। ব্রজবাসী ভিন্ন এমন কৃষ্ণ-প্রেম শিখ্‌তে জগতে কেউ পারে নাই।

বসুদেব। হে মাননীয় বৃন্দাবনবাসীজন ! সকলে দ্বারকাপুরে প্রবেশ কর্‌বেন চলুন।

উদ্ধব। চলুন—চলুন বৃন্দাবনবাসি ! চলুন—চলুন মহোদয়গণ ! সকলে

পুরোমধ্যে চলুন। ব্রজবাসীগণের কৃষ্ণকে ভালবাসা কেমন বুঝ্‌তে বুঝ্‌তে চলুন।

নারদ। সে কথা দ্বারকাবাসীগণ আন্দোলন করুন, আমি এখন ধন্য বৃন্দাবনবাসী ধন্য, বৃন্দাবনবাসী ধন্য বল্‌তে বল্‌তে সকলের সঙ্গে গমন করি।

যশোমতী। (কৃষ্ণকে কোলে লইলেন)

সত্যভামা। এর প্রতিশোধ দিতে হবে—

(অভিমান করিয়া আগে চলিলেন)

নারদ। বেটী! আমি কি কর্‌ব, তোর স্বামীই যে, এই ত্রিজগতের দর্পহারক, বল গো সকলে বল ধন্য বৃন্দাবনবাসী, ধন্য বৃন্দাবনবাসী, জয় বৃন্দাবনবাসীর জয়!

সকলে। ধন্য বৃন্দাবনবাসী, ধন্য বৃন্দাবনবাসী, জয় বৃন্দাবনবাসীর জয়,—

যশোমতী। (কৃষ্ণকে কোলে করিলেন)

নারদ। কৈ গুপ্ত মহাশয়! গুপ্ত মহাশয়! এই রে, কোথায় চলে গেছে রে!

ভীষ্ম। তাই ত বটে, গুপ্ত মহাশয়! গুপ্ত মহাশয়! (খানিক এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া) চম্পট দিয়েছেন।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান — দ্বারকা।

অনুরাগীদ্বয়ের প্রবেশ।

অনুরাগীদ্বয়— গীত

ভজ মন রসনা, অলস করিও না,
বলনা বদনে হরে হরে।
দিন ফুরাল, বুঝিয়া চল,
শেষের সম্বল লহ, যতন ক'রে॥
বসিয়া বসিয়া করিতেছ কি, কামনা কামিনী লইয়া,
চেয়ে দেখ ফিরে, আপন শিয়রে, কাল করাল আছে দাঁড়াইয়া,
কখন ধরিবে, জানিতে নারিবে,
তোমার পড়ে রবে খেলা প্রান্তরে,
নয়ন মুদিবে, চলিয়া যাবে, শুইবে চিতার উপরে॥

সানন্দ ও সনন্দনের প্রবেশ।

গীত

ওরে নিয়ত আটু পাটু, বিষয় বন্ধনে,
পাপ ইন্ধনে, দগ্ধ হইয়া,
চলেছ মরুর পথে, শান্তি পাইব বলি,
জীবন ব্যাপিনী কত ব্যাকুলতা লইয়া,
ওরে বিষয় অমিয়, নহে ত জানিও,
বিচারিয়া নিও, অন্তরে,
কুল ভাবিয়া, ছুটিয়া এসে,
পড়' না অকুল পাথারে॥

অনুরাগীদ্বয়— গীত

এ পাথারে, সাঁতার দিতে, (ও জীব) হরি নামে বাঁধ ভেলা,
করিব করিব, করিতে করিতে, ফুরাল সকল বেলা,
ও রে ভাঙ্গ রে স্বপন, চিন্তরে আপন, অন্তরে অতিশয় যত্ন ক'রে,
দারা সুতা সুত, অসময়ে কেহ না, বিনা মাধব, বান্ধব সংসারে ॥

সানন্দ ও সনন্দন— গীত

ওরে মুগ্ধ কিসের তরে, ভাব নিজ অন্তরে,
পশ্চাতে রবিসুত দূত ছাড়না,
নিয়ত আনাগণা, তবু ত জোটে না ঘৃণা,
তবু আশার আরতি তব থাম্‌ল না,
রামদুর্ল্লভ বলে, উপায় কি আর এ বয়সে,
জপ্‌তে থাক হরে কৃষ্ণ হরে,
সর্ব্বজয়ী হ'য়ে রবে, ভাবনা চলিয়া যাবে,
একমাত্র নামের হুঙ্কারে ॥

অনুরাগীদ্বয়। আসুন আপনারা এরপর কৃষ্ণকে নিয়ে কত রহস্য হয় দেখ্‌বেন আসুন।

সানন্দ ও সনন্দন। হাঁ চলুন।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক

—·ঃ*ঃ০—

প্রথম দৃশ্য

স্থান দ্বারকা—দেবমন্দির প্রাঙ্গণ।

সত্যভামা, ভীম, সাত্যকি, উদ্ধব ও ভারবাহকগণের তুলাদণ্ড এবং পূজোপকরণ প্রভৃতি হস্তে প্রবেশ।

সত্যভামা। একে একে রাখ দ্রব্য যত,
তুলাদান সত্যভামা
করিবে নিশ্চয়, দেখাবে গোপীরে
সত্যভামা, কত আদরিণী, কত সোহাগিনী,
কত ভাগ্যবতী নীচ গোপজাতি হ'তে।
হে উদ্ধব! সভ্যজনে করহ আহ্বান,
গোপগণে করহ সঙ্কেত,
বিপ্রগণে বলো বেদ মন্ত্র উচ্চারিতে।

উদ্ধব। যথাজ্ঞা তোমার দেবি!
হে মহাত্মন্ জনগণ!
হে ধীমান্ ভীষ্মদেব!
তুলাদান সভায় আসুন সকলে,
বিপ্রগণ! জয়ধ্বনি কর।

বিপ্রগণ। জয় সত্রাজিৎ সুতা সত্যভামার জয়!

নারদ, বসুদেব, নন্দ, উপানন্দ, কৃষ্ণ, বলরাম, সাত্যকি এবং পশ্চাৎ ইকির মিকির ও মুটরুর প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ। হে সভাস্থ মহোদয়গণ! সকলে ধীরভাব অবলম্বন করুন, দেবী সত্যভামা তুলাদান ব্রত আরম্ভ করবেন।

ইকির মিকির। দেখ্ সিদ্‌মে! দেখ্ মুট্রু! কেষ্টা আমাদের কত ভাল কথা শিখেছে দেখ, সে বিন্দ্রাবনের কথাগুলো বোধ হয় সব ভুলে গেছে না কি রে! আর একবার কুতুকুতু দিয়ে দিব, তাহ'লে হেসে ফেল্‌বে, অম্‌নি সব মনে পড়ে যাবে বুঝ্‌লি।

উপানন্দ। শোন্ কেষ্টা! শোন্।

শ্রীকৃষ্ণ। বল কাকা?

উপানন্দ। (কৃষ্ণের কাণে কাণে) দেখ্ যাবি ত?

শ্রীকৃষ্ণ। নিশ্চয়ই। তার অন্যথা হবে না।

নারদ। বসুদেব! ঐ দেখ।

(ইঙ্গিত করিয়া দিলেন)

বসুদেব। সে সব আমি বুঝ্‌তে পেরেছি।

নারদ। (বসুদেবের কাণে কাণে) বেশ হুঁসিয়ার হ'য়ে থাক্‌বে, বুঝ্‌লে?

বসুদেব। হাঁ—হাঁ, দেখ! মনে যা মতলব ভাঁজছ, তা হওয়া একটুকু প্রমাদ, সে বিষয়ে বসুদেব বহু সতর্ক আছে। বলরাম!

বলরামের প্রবেশ।

বলরাম। আজ্ঞে?

বসুদেব। দ্বারদেশে কয়েকজন বলিষ্ঠ সৈন্যকে নিযুক্ত থাক্‌তে বল্ ত, যেন বসুদেবের আজ্ঞা ব্যতীত নির্গমনের পথ কেউ না পায়।

বলরাম। (বলরাম অবনত বদনে হাস্য করিলেন)

নারদ। তোমার পিতার কথা বুঝ্‌তে পেরেছ প্রভো! আহা-হা, পিতৃস্নেহ ঐরূপই সুধাবর্ষণ করে।

ভীষ্ম। আপনারা কি ঘরে ঘরেই কথাটার মীমাংসা ক'রে নিলেন, আমাদিকে কিছু শোনাবেন না ?

বসুদেব। ওহে ভীষ্মদেব! হবে, হবে বুঝতে পারছেন ?

ভীষ্ম ও সকলে। (হাস্য) হাঃ! হাঃ! হাঃ!

(বসুদেবও একটু হাসিলেন, কেবল নন্দ একটু বিরস বদনে রহিলেন, উপানন্দ একটুকু রাগতভাবে রহিলেন)

শ্রীকৃষ্ণ। কৈ সকলে সমাগত হয়েছেন, আমার মা যশোমতী কৈ ?

বসুদেব। আস্‌বে, এখনি আস্‌বে, ততক্ষণ কাজ আরম্ভ হ'ক্, ঐ যে—ঐ যে তোমার বৃন্দাবনের মা আসছেন, তোমার বৃন্দাবনের মায়ের সঙ্গে তোমার মাও আসছেন।

দেবকী, যশোমতী, বৃন্দা, ললিতা, সখিগণ ও শ্রীদাম প্রভৃতি রাখালগণের প্রবেশ।

দেবকী। (যশোমতীর হাত ধরিয়া) এস—এস ভগিনি! এস—এস কৃষ্ণ তোমারই, তুমি আশীর্ব্বাদ কর যেন ছেলে দুটী বেঁচে থাকে, কৃষ্ণ বলরামের জন্য মনে দুঃখ ক'রে থেক' না। কৃষ্ণের আমার অকল্যাণ হবে, এস—এস।

যশোমতী। কত ক'রে মানুষ ক'রেছিলাম ভগিনি!

(প্রেমাশ্রুবর্ষণ)

দেবকী। তা কি হবে, বেশ ক'রেছ, মাঝে মাঝে আস্‌বে, দেখে যাবে।

এস গো এস, বাছারা আমার ! এস—এস, তোমরা এসেছিলে ব'লে কৃষ্ণ আমার প্রাণ পেয়েছে, এস—এস।

(সভায় প্রবেশ)

বসুদেব। বস বস, সব বস।

(সভাস্থ সকলের উপবেশন)

ললিতা। বৃন্দা ! বুঝেছিস্ ?

বৃন্দা। বস্ বস্, শেষ কি হয় দেখ্ ই না।

নারদ। তাহ'লে জনসভা ! একটু শান্তভাব অবলম্বন কর, এই সভায় কয়েকটী কথা জিজ্ঞাসা করবার আছে।

বসুদেব। বলুন কি বল্‌বেন ?

নারদ। এই তুল্যদান, তাহ'লে সত্যভামা দেবীই কর্‌ছেন।

বসুদেব। হাঁ ! আমার শ্রীকৃষ্ণের প্রীত্যর্থে, কল্যাণার্থে আমার বধূমাতাই এই তুলাদান ব্রত কর্‌ছেন।

নারদ। যাক্, তাহ'লে এই দত্ত দ্রব্যগুলি কাকে দান করা হবে ? দান পাত্র কে ?

বসুদেব। এঁ্যা, হেঃ-হেঃ-হেঃ ! বটে বটে, এ কথাটা জিজ্ঞসা করা চাই বৈ কি, বটে বটে বটে, তা—তা বল্‌ছি—

নারদ। বসুদেব ! তুমি ত নিজে দান কর্‌ছ না, দান কর্‌ছেন তোমার বধূমাতা, তিনিই যা হয় বলুন ?

বসুদেব। তাই বলুন, তাই বা বল্‌লেন। মেয়েছেলে ভুলিয়ে বার্ ব্রত করিয়ে অর্থ নেবার কৌশল ব্রাহ্মণ জাতির খুব আছে। দেখ হে ভীষ্ম ! নারদের সংসার বৈরাগ্যটা কেমন দেখই না, ওঃ অর্থের কি ভয়ঙ্কর শক্তি,—

ভীষ্ম এবং সভাস্থগণ। (হাস্য) হো হো হোঃ—

বসুদেব। তা নয় আপনাকেই দেওয়া হবে, মন্ত্র কয়েকটা বলতে আরম্ভ করুন।

নারদ। হে বসুদেব! তুমি বলছ কেন, তোমার বধূমাতাই বলুন।

সত্যভামা। আপনাকেই দোব, আপনিই নেবেন, এ তুলাদানের দত্ত দ্রব্য সব দেবর্ষিকেই দেওয়া যাবে।

নারদ। হাঁ, প্রকাশ ক'রেই বলা ভাল, হে ভীষ্ম! এই দ্বারকা স্থানটী দেখছেন এটী ভয়ঙ্কর স্থান, মানুষগুলো এখানের ভয়ানক লোক, আরও যিনি এই ভয়ানক সমুদ্রের মধ্যে এই ভয়ানক পুরী নির্ম্মাণ ক'রেছেন তিনি আরও ভয়ানক, বুঝলে? এই জন্যই স্বীকার করিয়ে নিলাম।

বসুদেব। মনটা সন্তুষ্ট হ'য়েছে ত? তাই নয় হ'ল, বলি শুনে মনটা পরিতুষ্ট হ'ল ত?

নারদ। যতক্ষণ না পাচ্ছি, ততক্ষণ আর কিসে সন্তুষ্ট?

বসুদেব। তা নয় ভোগের আগেই প্রসাদ করুন, এই জন্যই যাজ্য-জীবি ব্রাহ্মণগণের দ্বারায় কোন কাজ সফল হ'তে চায় না।

নারদ। এরপর সমবেত সভা! হরিধ্বনি ক'রে হরিপ্রিয়ার তুলাদান দর্শন কর। তুলাদণ্ড ধারণ করবে কে?

বসুদেব। ভীম, ভীম, ভীম! তুলাদণ্ড তুই-ই ধারণ কর্ ত বাপ্!

ভীম। বেশ অনুমতি হ'লেই হ'চ্ছে।

নারদ। আচ্ছা, ধারণ কর। (ভীমের তুলাদণ্ড ধারণ) এরপর কৃষ্ণচন্দ্র! তুলাদণ্ডে আরোহণ কর এবং স্বর্ণ মণি মাণিক্য প্রভৃতি তোমার সঙ্গে তুলিত হোক্।

শ্রীকৃষ্ণ। যে আজ্ঞে! উদ্ধব! তৌল পাত্রের এক দিকে স্বর্ণাদি সজ্জিত কর, আমি গুরুজনবর্গকে প্রণাম করি।

ভীষ্ম। করুন, প্রণামের জন্যই এ অভিনয় দেহ ধারণ ক'রেছেন যখন, তখন প্রণাম করুন।

(শ্রীকৃষ্ণের বসুদেব দেবকীকে প্রণাম, উদ্ধবের
স্বর্ণ চাপাইয়া দেওয়া)

বসুদেব ও দেবকী। কল্যাণ হোক্, কল্যাণ হোক্, বেঁচে থাক,—

শ্রীকৃষ্ণ। মা যশোমতী প্রণাম গ্রহণ কর মা!

যশোমতী। দীর্ঘজীবী হও মাণিক আমার, দীর্ঘজীবী হও।

শ্রীকৃষ্ণ। বাবা! বাবা! প্রণাম করি।

নন্দ। তুই বেঁচে থাক্ বাবা!

শ্রীকৃষ্ণ। কাকা! কাকা! তবে প্রণাম করি!

উপানন্দ। যত নদীর বালি তত পরমায়ু হোক্ তোর্, তোর্ সুখেই সুখ্ রে আমাদের।

শ্রীকৃষ্ণ। (ইকির মিকিরের প্রতি) কাকা! তবে তোমাকেও প্রণাম করি।

ইকির মিকির। করবি ত তার কি হ'য়েছে কর্, পায়ের ধূলো নিবি হেই নে, বেঁচে থাক্ তুই, বেঁচে থাক্।

ভীষ্ম। জীব সেজে জীবকে প্রণাম, এ তোমার বড় প্রেমের অভিনয় জগদীশ্বর!

কৃষ্ণ। দাদা! প্রণাম করি।

বলরাম। প্রণামের অভিনয়ের জন্যই যখন আমায় অগ্রজরূপে ধরায় এনেছ, তখন প্রণাম কর্‌বে বৈ কি।

শ্রীকৃষ্ণ। (প্রণাম করিলেন)

বলরাম। এস ভাই আমার! তোমার প্রণাম যে আরও সুমধুর।

(শ্রীকৃষ্ণ তৌল পাত্রে উঠিলেন সখিগণ শঙ্খধ্বনি করিলেন)

নারদ। বৎসে সত্রাজিৎ সুতা! দান উৎসর্গ কর, সঙ্কল্প মন্ত্র পাঠ কর—বল এতৎ—

সত্যভামা। এতৎ—

নারদ। শ্রীকৃষ্ণেন তুল্যং স্বর্ণ রত্নাদিকং—

সত্যভামা। শ্রীকৃষ্ণেন তুল্যং স্বর্ণ রত্নাদিকং—

নারদ। যথা সম্ভব গোত্র নাম্নে ব্রাহ্মণায়তুভ্যমহং সংপ্রদদে।

সত্যভামা। যথা সম্ভব গোত্র নাম্নে ব্রাহ্মণায় তুভ্যমহং সংপ্রদদে—

(উৎসর্গ)

ইকির মিকির। মুটরু! কেমন মজা হ'চ্ছে দেখ্, নে তবে তোকেই একটা কুতুকুতু দিয়ে দি।

মুটরু। চুপ্ কর না।

নারদ। কৈ দেখ ভীমসেন! সমান হ'ল কি না।

ভীমসেন। না এখনও হয় নাই।

বসুদেব। আরও দাও, উদ্ধব! আরও দাও।

উদ্ধব। (দেওয়া) এখনও সমান হ'ল না।

বসুদেব। এখনও সমান হ'ল না?

উদ্ধব। না।

বসুদেব। আরও দাও, যত আছে দাও।

উদ্ধব। (দেওয়া) তথাপি সমান হ'ল না, আর নাই।

বসুদেব। নাই? আচ্ছা। সাত্যকি! সাত্যকি!

সাত্যকির প্রবেশ।

সাত্যকি। আজ্ঞে?

বসুদেব। ভারবাহকগণকে আদেশ ক'রে দাও, রাজকোষে যাবতীয় রত্ন আছে এই দান সভায় আনয়ন করুক।

নারদ। বসুদেব! শুধু স্বর্ণ প্রবাল মণি মাণিক্য প্রভৃতিই নয়, যাবতীয়

তৈজস পত্র প্রভৃতিও আন্‌তে বল, এনেও যদি তোমার বধূমাতার ব্রত পূর্ণ কর্‌তে পার।

বসুদেব। বেশ! বেশ! ভাল কথা উদ্ধব! ভার বাহকগণকে সব কথাই ব'লে দাও।

সাত্যকি। যে আজ্ঞে! হে ভার বাহকগণ! রাজকোষে যত রত্ন আছে, সমস্তই সভাস্থ কর এবং তা ছাড়া দ্বারকার যাবতীয় তৈজস পত্রাদি সমস্তই আনয়ন কর।

ইঁকির মিকির। ও মুট্‌রু! তুই কুতুকুতু দিতে বারণ কর্‌ছিস, তা কি থাক্‌তে পাচ্ছি, দেখ্—দেখ্ কত সোণা দিয়ে কেষ্টাকে ওজন কর্‌ছে তবুও সমান হ'চ্ছে না, দেখ্—দেখ্, মজা দেখ্, সংসারে মজা ভিন্ন আর কি আছে রে! (কুতুকুতু দেওয়া) উপানন্দ! উপানন্দ! দেখ্ রে—দেখ্ রে আমাদের কেষ্টা কত ভারি, তা নইলে কি গোবর্দ্ধন ধারণ কর্‌তে পারে। হেঁ-হেঁ-হেঁ, হিঃ-হিঃ-হিঃ-ওঃ—

(গলার স্বর ঢুকাইয়া লওয়া)

উপানন্দ। হেঁ-হেঁ তাই ত বটে হেঁ-হেঁ!

(ভার বাহকগণের প্রতি)

বসুদেব। আন্ ত আন্ ত দেখি আর কত লাগে—

(উদ্ধবের নিজে চাপাইয়া দেওয়া)

ভীষ্ম। যত দিতে পারেন দেন, এই বিশ্বম্ভর খেলায় বিশ্বটা দিলেও বোধ হয় সঙ্কুলন হবে না।

বসুদেব। তাই ত হে, যতই দেওয়া যাচ্ছে তবু ত সমান হ'চ্ছে না, কি বিপদ্! কি হ'ল, ও উদ্ধব! কি হ'য়েছে রে?

উদ্ধব। কি ক'রে জান্‌ব বলুন, কিসে যে কি হ'চ্ছে তা কি বলা যায়, না বোঝা যায়?

নারদ। বসুদেব!

বসুদেব। (নিম্ন দিকে মুখে করিলেন এবং ভয়ে ভাবিতে লাগিলেন)

নারদ। আর স্বর্ণ প্রবাল মণি মাণিক্য তৈজসাদি কিছু আছে? এতেই স্বীয় সম্পত্তির গৌরব কর? সত্যভামা! শ্রীকৃষ্ণ মহিষি! তোমার ব্রতপূর্ণ হ'ল কৈ? অভিমান ভরে তুলাদান ব্রত আরম্ভ ক'রে-ছিলে; কৈ তোমার শ্বশুরের পুরীতে যে আর স্বর্ণ রত্ন তৈজস কিছুই নাই! আন। আর কোন্ রত্ন আছে, আর কোন্ দ্রব্য আছে আন? নতুবা ভস্ম করব বা দারুণ অভিশাপ প্রদান করব।

সত্যভামা। তাই ত করি কি? বার বার লোকের কাছে লাঞ্ছিত হ'চ্ছি, কি হবে এখন?

নারদ। দেখ—এখনও দেখ। যদি কোন উপায় থাকে, নতুবা ব্রহ্মশাপে আজ কোনরূপেই পরিত্রাণ নাই।

ভীষ্ম। হে মহাত্মন্! শ্রীকৃষ্ণ পিতা! কোন উপায় করুন, নতুবা ব্রহ্মশাপে পুরী যে ধ্বংশ হবে।

বসুদেব। কোথায় পাব আর বলুন, এখন নিরুপায় হ'য়েছি, উদ্ধব! কি হবে রে?

ইকির মিকির। হুঁ হুঁ হুঁ! হুঁ হুঁ হুঁ! (ঘাড় নাড়া) মুট্রু! হুঁ হুঁ হুঁ! (কুতুকুতু দেওয়া) এখনি নারদ বামুনটা সব দ্বারকাটা ভস্ম ক'রে দেবে, আর কেষ্টাকে আমি কাঁধে ক'রে নিয়ে পালাব!

বসুদেব। উদ্ধব! কি হবে রে?

ললিতা। আমি ব'লে দিচ্ছি এক কাজ করুন।

বসুদেব। বল ত মা!

ললিতা। আপনার বধুগণের যাবতীয় অলঙ্কার হার বলয় প্রভৃতি সব দিতে বলুন তবেই হবে।

বসুদেব। বটে! বটে! দাও গো সব! দাও, যে পার দাও।

(সত্যভামার অলঙ্কার দেওয়া)

ভীম। সমুদ্রের জলে এক মুষ্টি শক্তু প্রক্ষেপের ন্যায় হ'ল, এ আর কত হবে।

ভীষ্ম। ত্রিভুবন দিলেও বোধ হয় হবে না। হে সভাস্থ মহোদয়গণ! সকলে দেখুন বসুদেব পুত্র শ্রীকৃষ্ণ কত মহাভার, রাজা! ভাবছেন বটে, কিন্তু আপনার আর সাধ্য কি বলুন, আপনার পুত্র যদি ভারি না হ'তেন, তাহ'লে কি এত রত্ন যেত? না, আমার বোধ হয় হ'তো না, এতে দোষ কেবল আপনার পুত্রেরই দেখ্‌ছি।

বসুদেব। তাই ত কি হবে, কৃষ্ণ! কি হবে?

নারদ। তোমার পুত্র এখন সংযত বাক্‌ হ'য়ে ব'সেছেন, এ সময় তার কথা বলা অত্যন্ত অনুচিত, আর কোন উপায় নাই, এর পর ব্রহ্মশাপ প্রদান করি। হস্তে উদক স্পর্শ করি।

বসুদেব। ও নারদ! আপনিও যে পর হ'য়ে গেলেন দেখ্‌ছি।

নারদ। হব না, অর্থের মত জিনিষ জগতে আর কি আছে? কৈ দেবী সত্যভামা! চুপ ক'রে থাক্‌লে যে, কথা কও, বড় অহঙ্কারে ব্রত আরম্ভ ক'রেছিলে যে? এখন তাহ'লে ভস্মই পরিণাম? কেমন? সভাস্থ জন! অবলোকন করুন, তাহ'লে শাপোদক গ্রহণ করি? সত্যভামার সমস্ত দর্প চূর্ণ হ'ক্।

(জল গ্রহণ)

বসুদেব। (মনে মনে) ও কৃষ্ণ! (মুখপানে তাকাইলেন)

শ্রীকৃষ্ণ। এত বড় একটা সর্ব্বনাশ হ'তেছে দেখে আমি একটী বিষয় দেবর্ষিকে নিবেদন করতে চাচ্ছি, দেবর্ষি কি শুনবেন?

নারদ। শুন্‌বার মত হয় শুন্‌ব। আর যদি কেবল ফক্কিকা-বাজী হয় শুনব না, শীঘ্র বল্‌তে হবে, শাপোদক যেন পতিত না হয়।

শ্রীকৃষ্ণ। সত্যভামা দেবীর তুলাদান ব্রতের অসম্পূর্ণতা জন্য যে পাপ বা অপরাধ হ'ল তৎপরিবর্ত্তে অধিকন্তু আমাকেও গ্রহণ করুন। ক'রেও সত্যভামাকে উদ্ধার করুন।

নারদ। বটে! তোমায় নিয়ে কি করব? তুমি হ'লে দ্বারকার রাজা, আর আমি ভিক্ষাজীবী ব্রাহ্মণ, তোমায় নিয়ে কি করব? দরিদ্রের হাতী পোষা এও কি হ'তে পারে? এই জন্যই রাজা রাজড়ার ঘর ভিন্ন ত জন্ম নেওয়া হয় না, দরিদ্র কুশ-কমণ্ডলুধারী ব্রাহ্মণের বাটীতে জন্ম নেবে কেন? কেন না সেখানে অর্থ নাই, বিলাস নাই, চালা-চুল্লী কিছুই নাই, সেখানটী তোমার ভাল লাগ্‌বে কেন? অতএব আমি নিয়ে কি করব? আমার না আছে ঘর, না আছে দোর, যেখানে পড়্‌লাম থাক্‌লাম, পেলাম্ খেলাম্, না পেলাম্ উপবাস, একজনকে বিশ্বাস ক'রেই ত এই দশাটা, অতএব তোমায় নিয়ে কি করব এই প্রথম আপত্তি, দ্বিতীয় আপত্তি খাওয়া দাওয়া নিয়ে তোমার একটা ভয়ানক ঝঞ্চাট্, নন্দ যশোদাকে যেমন প্রতি নিয়তই জ্বালাতন ক'রেছ, ননীর ভাঁড় ভেঙ্গে ক্ষীর, স্বর, দই খেয়ে, ফেলিয়ে ছড়িয়ে এমন কি গাছের বাঁদরগুলোকে পর্য্যন্ত খাইয়ে সব অপচয় করতে, সেইরূপ স্বভাব করবে ত? অতএব তোমাকে নিয়ে কি করব? শেষে ফেঁসাদে পড়্‌ব কি? নারদ যেখানে যায় দুটো খেতে পায়, লোকে বিশ্বাস ক'রে দেয়ও, সব পথই বন্ধ করবে কি? ও সর্ব্বনাশ! কাজ নাই, কাজ নাই, তোমাকে নিয়ে কাজ নাই।

শ্রীকৃষ্ণ। না, আমি আর কোন উপদ্রবই করব না, উপদ্রব করতাম আব্দার ক'রে, কিন্তু সেটা স্থানের গুণে ক্রোধ ব'লেই ধারণা ক'রে নিয়েছে।

ভীষ্ম। তা যদি বেণার বনে মুক্তা ছড়ান হয়, তাহ'লে মুক্তার কে আদর করবে?

নারদ। তাই ত ঘটেছে, সত্যভামা প্রভৃতি অভিমানবতী রমণী-গণের কাছে প'ড়েই তোমার মহত্ত্ব গেছে, যাই হোক্ যদি কোন উপদ্রব না করা হয় তাহ'লে বরং নিয়ে যেতে পারি।

শ্রীকৃষ্ণ। না, আমি আর কোন উপদ্রব কর্‌ব না, আপনি যা বল্‌বেন তাই কর্‌ব।

নারদ। স্বীকার ?

শ্রীকৃষ্ণ। নিশ্চয় !

নারদ। তাহ'লে ঐ রাজ পোষাক পরিত্যাগ কর, ভিখারীর সাজ গ্রহণ কর।

বসুদেব। ও নারদ ! ও কি বল্‌ছেন, ওকি গো !

দেবকী। দেবর্ষি ! ওকি বল্‌ছেন গো !

নারদ। চুপ কর, নইলে বক্তামাত্রকেই ভস্ম কর্‌ব।

ইকির মিকির। ও পড়ে রয়েছে ভস্ম করাটা, কেষ্টা শোন্ ত, বলি নারদ তোকে যদি নিয়ে পালায়, তাহ'লে চুপি চুপি পালিয়ে আস্‌বি ত, এসে বিন্দ্রাবনে গিয়ে ঢুকে পড়্‌বি, তার পর বাপ্‌লাগি নারদের, শুনলি ত ?

শ্রীকৃষ্ণ। তাই করব কাকা !

ইকির মিকির। বাস্ তাহ'লে আর কেউ কোন কথাটিই ব'ল না, চুপ ক'রে থাক, নারদ যেমন করবে তেমনি ফন্দীও ক'রে রাখ্‌লাম। মুট্‌রু ! এরে এই বেটা ! ঘুমুচ্ছিস না কি, চেয়ে দেখ্, সাধ ক'রে কি রাত দিনই আমার কুতুকুতু দিতে মন যায়,—

(কুতুকুতু দেওয়া)

বসুদেব। তাই তবে হোক্, দেখি এরা কি করে।

শ্রীকৃষ্ণ। মুনিবর ! এই তবে রাজ পরিচ্ছদ পরিত্যাগ কর্‌লাম।

নারদ। এই বসন পরিধান কর।

(শ্রীকৃষ্ণের গৈরিক বসন পরিধান)

নারদ। হরিনামের মালা আর নামাবলী গ্রহণ কর।

(শ্রীকৃষ্ণের তৎ তৎ করণ)

ভীষ্ম। বেশ! বেশ! হরির গলায় হরিনামের মালা আর হরি নামাবলী বেশ সেজেছে, প্রেমিক ভাব ত! তোমাদের স্বভাবসিদ্ধ কণ্ঠে হরি হরি বল।

সকলে। হরি হরিবেলা।

নারদ। এর পর এই ভিক্ষার ঝুলিটী কাঁধে নাও, নিয়ে এস।

শ্রীকৃষ্ণ। চলুন।

নারদ। না, বিশ্বাস বড় তোমাকে করতে পারি না, তোমাকে বেঁধে নিয়ে যেতে হবে, কি জানি যদি পালিয়ে যাও (বন্ধন) এর পর চল।

দেবকী। ওহে ও মুনিবর! কর্‌ছেন কি গো! কর্‌ছেন কি?

বসুদেব। ওহো-হো! নারদ! নারদ! এত দুষ্টামিও আপনার পেটে ছিল ব'লে জান্‌তেম না গো!

নারদ। বটে! বটে! এস কৃষ্ণ!

সত্যভামা। দেবর্ষে! দেবর্ষে! রক্ষা করুন, রক্ষা করুন, আ[illegible] স্বামী দেবতাকে পরিত্যাগ করুন গো, পরিত্যাগ করুন! পায়ে, পায়ে ধরি,—

নারদ। নারদ তা শুন্‌বে না, চল কৃষ্ণ তোমাকে প্রস্থান করি।

বৃন্দা। হ্যাঁ গা! হাঁ সত্যভামা দেবী! এমন ব্রত শেষে স্বামীকে পর্য্যন্ত ভিখারীর সাজে সাজিয়ে বিদায় কর্‌লে

ললিতা। বেশ! বেশ! বেশ! বেশ ব্রত গো, সত্যভামা দেবীর এই ব্রত মাহাত্ম্য জগৎ জুড়ে ঘোষণা থাক্‌বে গো, বেশ ব্রত গো!

সত্যভামা। ওগো বৃন্দাবন থেকে কি তোমরা গায়ে প'ড়ে গণ্ডগোল লাগাতে এসেছ? কি রকম ধারা তোমাদের গো! তোমাদিকে ত আর দায় ঝোঁক্ পোয়াতে হয় না। একে মনের জ্বালায় মরছি, তার উপর [illegible] ঘায়ে নুনের ছিটে দিতে আরম্ভ ক'রেছে, এঁ্যা মরণ আর কি! মুনিবর! কি হবে?

নারদ। হবে আর কি, নিয়ে যাব, পার ত যে কোন উপায়ে কৃষ্ণকে দাসত্ব হ'তে মোচন কর। গ্রহণ করি বা না করি কৃষ্ণের সঙ্গে যতক্ষণ না কোন জিনিষ সমান পাব, ততক্ষণ কৃষ্ণকে দাসত্ব-বন্ধন হ'তে মোচন কর্‌ব না।

বসুদেব। সর্ব্বনাশ হ'ল, সর্ব্বনাশ হ'ল, নারদ ঘরের লোক হ'য়ে সর্ব্বনাশ কর্‌লে, বলি দেবর্ষে! আপনি ঘরের লোক হ'য়েও সর্ব্বনাশ কর্‌ছেন?

নারদ। ঘরের লোক কিসের? বলি ঘরের লোক কিসের? তুমি হ'লে ক্ষত্রিয়, আমি হ'লাম ব্রাহ্মণ, তবে ঘরের লোক কিসের? আমি কি তোমার হাঁড়িতে ভাত খাই? তবে ঘরের লোক কিসের?

বসুদেব। (নারদের মুখের দিকে চাহিয়া নিম্ন দিকে মুখ করিলেন)

নারদ। উচিত কথা না বল্‌লে চলে না, আজ কালের যুগে সবাই খেল্‌তে চায়, এখন হয়: তামার পুত্র কৃষ্ণের সমান কোন দ্রব্য ব'লেছি তা করবই।

তাই করুন, আপনার যা মন যায় তাই করুন।

রুক্মিণী দেবীর প্রবেশ।

সত্যভামা। [illegible] হাস্যে) কেন বাবা! দান মঞ্চে কি নিয়ে এই [illegible] হ'ল?

বসুদেব। আর মা গো! সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেল, এই দেখ নারদ আজ কৃষ্ণকে ভিখারী ক'রে তুলেছে।

(রোদন)

রুক্মিণী। কেন দেবর্ষে?

নারদ। কৃষ্ণের সমান কিছু পেলেম না ব'লে।

রুক্মিণী। আর যদি কৃষ্ণ অপেক্ষা আপনাকে অধিক দ্রব্য হয় তাহ'লে নেবেন?

নারদ। সেটা বিবেচনা ক'রে বল্‌ব, দেখলে পর বল্‌তে পারি।

রুক্মিণী। আচ্ছা, আগে তাই দেখুন, আমরা থাক্‌তে লক্ষ্মীকান্তকে আমাদের এরূপ ভিখারীর বেশে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে হয়!

গোপীগণ। (কৃষ্ণকে লক্ষ্মীকান্ত সম্বোধন শুনিয়া সকলে অধোবদনে রহিলেন)

রুক্মিণী। দ্বারকানাথ! তবে তুলা-দণ্ডে আরোহণ করুন।

(শ্রীকৃষ্ণ তুলা-দণ্ডে উঠিলেন)

সানন্দ সনাতন— গীত

বল হরি হরি, ওগো সবাই মিলে বল হরি হরি,
ওগো হরি হ'তে হরিনাম বড় দেখ নয়ন ভরি।
দেখ নয়ন ভরি॥
নাম ব্রহ্ম নাম চিন্ত নাম কর সার—
নাম ভিন্ন প্রেমের সাধন নাহি দেখি আর,
এই নামে যার রসনা সিক্ত,
সে যে অনায়াসে
যায় তরি, বিষম ভবাম্বুধির বারি॥

বসুদেব। আঃ বাঁচা গেল, বাঁচা গেল, কৃষ্ণ! অ... ...ন, আয় নেবে পালিয়ে আয়, ভগবান্ রক্ষা কর্‌লেন, আয় পালিয়ে আয়,—

(কৃষ্ণকে হাত ধরিয়া নামাইয়া আনা ও লইয়া যাইবার উপক্রম)

নারদ। কি রকম!

(নারদও হাত ধরিলেন)

মুনিব
বসুদেব। কি রকম আর কি? কৃষ্ণ অপেক্ষাও অধিক দ্রব্য দেওয়া হ'ল, তবে আর কি রকম কি

নারদ। আমি যদি এ দান গ্রহণ না করি?

বসুদেব। না করি কি রকম?

নারদ। আমি ত তাতে প্রতিশ্রুত হই নাই, আমি ব'লেছি কৃষ্ণের সমান যে কোন দ্রব্য হ'ক্ আমি নিতে পারি, এ যে বেশী হ'ল, এ নোব কেন?

বসুদেব। আপনি সমান খুঁজেছিলেন, তা অপেক্ষাও বেশী দেওয়া গেল, তবু না, নিজের ফাঁদে নিজেই প'ড়েছেন বুঝ্‌লেন, আয় কৃষ্ণ! পালিয়ে আয়।

(কৃষ্ণকে লইয়া যাওয়া)

! তাও কি হয়, তা হ'চ্ছে না, কৃষ্ণের সমান আমাকে যাও, তা ছাড়ছি না।

নারদ! আপনি যে বড় ফন্দীবাজ লোক্ দেখ্‌ছি, বলি

... । একে এক রকমের কুতুকুতু বলে, ওরে মুট্‌রু! তো... সত্যভামা। ...আক নারদ মুনিকেই কুতুকুতু দিয়ে দোব না কি?

নার　　　　আর, আমি কৃষ্ণের সমান দান ভিন্ন বেশী বা কম কোনটাই　নোব না, বা চাই না, বুঝ্‌লে বসুদেব! কৃষ্ণকে নিয়ে পালালে চল্‌বে না, এস হে এস কেলে ঠাকুর! তুমি যেমন ফন্দিবাজ, তোমার পিতাও দেখ্‌ছি আবার ততোধিক্।

(কৃষ্ণকে ছাড়াইয়া লই

ইকির মিকির। ও মুট্‌রু! দেখ্‌ছিস এ হ'ল খাবি ত গিলিস্ নে, আর গিল্‌বি ত খাস্ নে, যার কুতুকুতু—

(মুট্‌রুকে কুতুকুতু দেওয়া)

বসুদেব। বলি ও ভীষ্মদেব! বলি এটা নারদের কি রকম ব্যবহার হ'চ্ছে?

ভীষ্ম। তা উনি যদি সমান ভিন্ন দান নিতে না চান, তাতে আপত্তি অনুযোগ কর্‌লে চল্‌বে কেন, ওঁর ইচ্ছা।

বসুদেব। বটে, বটে! সব সমান দেখ্‌ছি, বসুদেবের হ'য়ে কেউ আর কিছু বল্‌তে চায় না, বেশ ভদ্রলোক সব, এর পর যদি এই দ্বারকা কেউ ব্রাহ্মণ ভোজন দান ধ্যান করে তখন বুঝ্‌ব। গাছে উঠিয়ে মই নিয়ে সরে যেতে সবাই পারে।

নারদ। তাহ'লে হে সমবেত সভামণ্ডলি! আমি সমান দান পেলাম না বলে কৃষ্ণকে নিয়ে যেতে পারি?

ভীষ্ম ও উদ্ধব। অবাধে, অবাধে।

নারদ। এখনও বল্‌ছি যদি কেউ কৃষ্ণের সমান করতে পারেন ত করুন।

ললিতা। দেবী সত্যভামার দান ব্রত, ... ন, আঙ্গ সমান হ'তে পারেন ত দেখুন, অন্যে আর কে পারবে ?

সত্যভামা। ওগো! তোমরাই সমান হও না গো! তোমরাই সমান হও ... বৃন্দাবন হ'তে নাম জাহির করতে এসেছ, তোমরাই নয় সমান হ'য়ে কি না ?

আপনি কি মনে করেন বৃন্দাবনবাসিনীগণ তা

মুনিব শুকদেব। মাগো মা! এ যেন কাদা উড়ান কথা, লোকে ধূলা উড়ায়, তবে আর এরা কাদা উড়ান, অসংখ্য ধন রত্ন পর্ব্বত সদৃশ বস্তু দিয়ে যাঁর সমান হ'লো না, তার সমান হ'তে পারবেন গোপ-রমণীরা! না জানি গোপী-মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য আবার কোন নূতন বেদব্যাসকে বেঁধে আনতে হয় না কি!

বৃন্দা। কি বল্লেন দেবি! গোপী-মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য আবার কোন নূতন বেদব্যাসকে বেঁধে আন্তে হবে, নিশ্চয়ই, তা হ'তে হয়। এই সভাস্থ সকলে গোপীর বাক্য শ্রদ্ধাযুক্ত হ'য়ে শ্রবণ করুন এবং এই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আপনারা কে কে তুল্য হ'তে পারেন? দেব ঋষি মুনি প্রভৃতি যাঁরা যাঁরা এই সভায় আছেন তাঁরা কেউ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সমান

পারেন ?

ন। অসম্ভব! অসম্ভব! কথনই না—কথনই

র বিশ্বম্ভর বিশ্বকর্ত্তা বিশ্বসংহর্ত্তা, তাঁর সমান ত্রিভুবনে কেউ

ইচ্ছা হয় আসুন, যিনি পারেন আসুন।

ত্রিভুবন অপারগ যেখানে, সেখানে গোপ গোপীর কৃতিত্ব

...মবেত ...ভা পরিদর্শন করুন। বৃন্দাবনবাসীগণ একে... ...ঙ্গে তুলিত হ'চ্ছে!

ভী... বেশ! সকলের চক্ষু কর্ণের বিবাদভঞ্জন হোক্।

বৃন্দা। শ্রীদাম উঠ্ দেখি। তোর কৃষ্ণ সখার স... তুলাদণ্ডের একদিকে দাঁড়া দেখি।

শ্রীদাম। এই যে (দাঁড়ান)।

ভীষ্ম। হরি হরিবল, হে সমবেত সভা! নিরীক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সমান হ'ল, হরি হরিবোল।

ললিতা। হে সত্যভামা দেবি! পরিদর্শন করুন অসভ্য... ...প জাতির প্রগল্‌ভতা কেমন। শ্রীদাম নেবে এস।

বৃন্দা। বসুদাম! তুই উঠ্ দেখি।

(দাঁড়ান)

ললিতা। সমান হ'ল কিনা সকলে দেখুন।

ভীষ্ম, ভীম ও উদ্ধব প্রভৃতি। হ'য়েছে—হ'য়েছে, জয় বৃন্দাবনবাসীর জয়!

ললিতা। আরও দেখুন! বৃন্দাবনের প্রত্যেক ব্যক্তি মায় পশু পক্ষী পর্য্যন্ত কৃষ্ণের সমান হ'তে পারে কি না আবার দেখুন।

ইকির মিকির। বটেই ত! তবে দে কুতুকুতু দিয়ে, এ রে এই মুট্রু! দে রে, দে রে, সভার মাঝে এই সময় একটা ডিগ্‌বাজী দি... রে, চেয়ে দেখ বেটী, কেমন কুতুকুতুর মজা চেয়ে দেখ্!

ললিতা। এরপর মধুমঙ্গল!

(মধুমঙ্গল উঠিয়া দাঁড়াইলেন)

ইকির মিকির। এরপর নে নে, এরপর একে একে... শেষকালে মুট্রু তুই আর আমি, হিঃ হিঃ হিঃ দ্বারক...

কালী, হিঃ হিঃ হিঃ মুটরু দে বাপ্ একটি চু_ _চুপি ... ন, আর ... ন,

বাপ্, হেই বাপ্ তোকে ডাবের জল খাওয়াব বাবা! ...তুর

দিব্যি রইল বাবা! একটি চুপি চুপি ডিগবাজি দিয়ে লো... তোম গায়ে

উল্‌টে পড়... আমাকে যা বলে বল্‌বে, দে দিয়ে।

মুটরু। কি ... থাম, দিচ্ছি দিচ্ছি, খুব ভীড় হ'য়ে যাক্।

একে একে সকলেরই আরোহণ ও অবরোহণ করা)

নিব ...দেব। ...বদীয় ব্রজবালক ও গোপীগণেরও আরোহণ করা

... তবে আব্ররা

... হ'লো ...লে। জয় বৃন্দাবনবাসীর জয়, জয় বৃন্দাবনবাসীর জয়, জয় বৃন্দাবনবাসীর জয়!

ইকির মিকির। রাতদিনই ঐ কথা ব'ল না, মাঝে মাঝে বলে দাও জয় কুতুকুতুর জয়! কেষ্টারে! বাপ্ রে! (শ্রীকৃষ্ণের মুখ চুম্বন করা) তোর যত নদীর বালী, তত পরমায়ু হ'ক্।

(শ্রীকৃষ্ণের মাথায় পায়ের ধূলো দেওয়া)

শ্রীকৃষ্ণ। কাকা! আপনারা এসেছিলেন ব'লে আমি সকল রকমে ...ত্রাণ পেলাম!

...কর মিকির। তা তোর কেষ্টা ভাবনা কি? লোকে বিপদে ...কে ডাক্‌বে, আর তুই খালি আমাদিকেই ডাক্‌বি, তোর বিপদ ...মরা আছি, জান্‌লি? বাপ্ কেউ যদি তোর কাহিনীর মধ্যে ইচ্ছা...ত ভুলে যায়, তখন বল্‌বি ইকির মিকির কাকা ব'লে

ত্রিভু...

সত্যভামা দেবি! অসভ্য গোপজাতীর প্রগল্‌ভবতা...

কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হ'ল ত?

...! ...ছিলে ব'লে আমার কৃষ্ণ প্রাণও রক্ষা হ'য়েছে।

...রী। ওহে বসুদেব রাজা! তুমি মনে ক'রেছ কি, বিন্দ্রাবনের কুকুর বিড়াল পর্য্যন্ত সবাই কেষ্টার সমান হ'তে পারে, তা কি জান নি, দেখ্‌বে তবে, হেই দেখ্ মুট্‌রু! এরে এই বেট্টা! ... চাপ্‌লাম, একবার দোল্ দোল্ ক'রে দিবি ত, হেই দেখ সমান ... না, বিন্দ্রাবনবাসী ছাড়া কেউ কেষ্টার সমান হ'তে পারে ... বল্‌ছি।

মুট্‌রু। তবে এই নাও।

(দোলাইয়া দেওয়া)

ভীম। বৃন্দাবনবাসীর রহস্য, সাম গানের পবিত্রতা অপেক্ষা আরো পবিত্রতা আনয়ন করে, বল সকলে বল জয় বৃন্দাবনবাসীর জয়!

সকলে। জয় বৃন্দাবনবাসীর জয়!

নারদ। এতক্ষণে একমাত্র বৃন্দাবনবাসীরই কৃপায়, শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামার তুলাদান ব্রত হ'তে মুক্ত হ'লেন, সকলে হরি হরি বল।

বৃন্দা। এর পর তোমরা কৃষ্ণচন্দ্রকে নিয়ে ব্রজে যাও, কেন না কৃষ্ণ পিতা বসুদেব পূর্ব্বেই বলে রেখেছেন যে, কৃষ্ণ ভাল হ'লে ব্রজবাসীর দাস হ'য়ে থাকবে।

বসুদেব। আঃ আঃ, ও নারদ! চুপ্ করুন, মনে ব কেন—মনে ক'রে দিচ্ছেন কেন?

নারদ। ও তুমি মনে ক'রেছ, ওরা ভুলে গেছে, নাও গো নাও যশোমতি! তোমার কৃষ্ণকে কোলে চলে যাও, কেন না কৃষ্ণ এখন তোমাদের, বুঝ্‌লে?

যশোমতী। তবে চল্ নীলমণি! ব্রজধামে চল্।

শ্রীকৃষ্ণ। চল মা, আমাকে ... ন, আজ সমান অনেক দিন দেখি নাই।

বৃন্দা। বৃন্দাবন দেখ্‌বার ইচ্ছা হ'চ্ছে ইচ্ছাময়! ... তোম...

শ্রীকৃষ্ণ। হাঁ বৃন্দে! বৃন্দাবনের জন্য আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হ'চ্ছে।

নারদ। কি ...সুদেব শুনছ?

...ছি মহাশয়! পাছে শেষে ভুলে গিয়ে বৃন্দাবনেই থাকে!

বসুদেব। ...কি ক'রে জান্‌ব।

তবে আর ...বে আমি বৃন্দাবনে যাই?

...(ক্রন্দিত স্বরে) শীঘ্র আস্‌বে ত?

শ্রীকৃষ্ণ। হাঁ বাবা, শীঘ্রই আস্‌ব। (দেবকীর প্রতি) মা! তবে আমি আসি (বসুদেব ও দেবকীকে প্রণাম) মা যশোমতি! আমায় কোলে নাও।

যশোমতী। এস—এস বাবা আমার!

(শ্রীকৃষ্ণকে কোলে লওন)

উপানন্দ। আয় বলা, বলা, হাঁ বলা! তুই যাবি না?

বলরাম। যাব বৈ কি কাকা! আমাকে নিতে ভুলে যাচ্ছ কি?

উপানন্দ। সে কি রে বলা! আমি বেঁচে থাক্‌তে তোদিগে ... কি, আয় তবে আয়।

...ন্দ। আয় রে বলভদ্র! আয় অনেক ...ন যে অঙ্কার্পিত তনয়ের ক্রো... করি নাই, আয়।

... হরি হরিবোল। (ক্রোড়ে ধারণ)

...ত দিকে আনন্দ লহরী, বল সবে হরি হরিবোল।

[সকলের প্রস্থান।

স্থান বৃন্দাবন—শ্রীমতীর কুঞ্জ।

শ্রীমতীর প্রবেশ।

শ্রীমতী— গীত

হায় কোথা ব্রজনাগরী বল্লভ শ্যামরায়।
তোমার অভাবে, ভেবে ভেবে,
রাধার কত দিবস বহিয়া যায়॥
রাধার কত নিঃশ্বাস মিশেছে গগন পবনে,
কত নীর ব'য়ে গেছে, নয়ন কোণে,
কত চকিত চাহনি, তোমার কারণে,
কত দিন চলে গেছে বিরহ ব্যথায়॥

বৃন্দা প্রভৃতি সখীগণ সহ শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

সখীগণ— গীত

আর কাঁদিতে হবে না,
সখীলো তোমার [illegible]গত বঁধুয়া কুঞ্জের দ্বারে,
[illegible] চেয়ে দেখ [illegible]ল্লাস অন্তরে—
[illegible]াগত মিলন আশায়॥

শ্রীকৃষ্ণ— গীত

কেঁদ না কেঁদ না, শ্রীমতী কিশোরী,
দেখ সমাগত মাধব মান ভিখারী,
ভুলিতে কি পারি, তোমারে সুন্দরী,
দেখ শ্যামের বাঁশরি, রাধা রাধা গায়॥

(শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া সিংহা

মহাদেব ও ব্রহ্মার প্রবেশ ... , আঙ্গ সমা

মহাদেব ও ব্রহ্মা। মা! মা! মা! বি ... ! তোমা ... তোমার অশ্রু মোচনের জন্য এতগুলি ঘটনার অবতারণা হ'ল।

(সাষ্টাঙ্গে প্রণাম)

গীত

ও সব আনন্দেতে দাও করতালি,
জয় রাধে জয় রাধে বলি দাও করতালি।
আজ রাধাকুঞ্জে করে কেলি শ্যাম বনমালী।
রাই আমাদের, কনক লতা, কৃষ্ণ তমাল কাল,
মেঘের কোলে দামিনী যেন হেসে লুকাইল,
ভক্ত প্রেমিক নৃত্য কর দুই বাহু তুলি।

মহাদেব ও ব্রহ্মা। এই মধুর মিলন দেখ্‌বার জন্যই ব্রহ্মা ও শিবের এত আনন্দ, হরি হরিবোল।

(নৃত্য ও প্রণাম)

যবনিকা